নাগকেশর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত

এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌)

২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস,

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া এই গ্রন্থের
অধিকাংশ কবিতা রচনা সম্ভব হইয়াছে,

সেই

অশেষ গুণের খনি,
হৃদয়-ধনের ধনী—

কবি-মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

মহোদয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

মহালয়া, ২৯ আশ্বিন, ১৩২৪।
১০।১, আরপুলি লেন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার.

সূচী

গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী

পল্লীকথা	(ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ)	।০
লেখা		১৲
রেখা		৸০
অপরাজিতা		১৲
নাগকেশর		১৲

কলিকাতা

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

নাগকেশর

নাগকেশর

চিত্ততলে যে নাগবালা ছড়িয়ে-ছিঁড়ে কেশের কেশর কাঁদছে—
অফুরন্ত অশ্রুধারায় সহস্রবার নাসার বেশর বাঁধছে ;
মাণিকহারা পাগলপারা যে বেদনা বাজ্‌ছে তাহার বক্ষে,
পলে-পলে পলক বেয়ে অলক ছেয়ে ঝরছে যাহা চক্ষে ;
দুঃখে-ভাঙা বক্ষে যাহা নিশ্বসিয়া সকাল-সাঁঝে টুটছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে !

মনপাতালে যে নাগবালা রতন-জ্বালা কক্ষে বসে' হাসছে—
দীপ্তি যাহার নেত্রপথে শুভ্র-শুচি দৃষ্টি হয়ে আসছে ;
মুক্তামাণিক সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে উল্লাসে যে চঞ্চল,
উদ্বেলিত সিন্ধুসম দুলছে যাহার উচ্ছ্বসিত অঞ্চল ;
বিশ্বভুবন পূর্ণ করে' যে আনন্দ শঙ্খস্বরে উঠছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে।

তাই দিয়ে আজ পূজব তোমায় ভস্মভূষণ হে আশুতোষ ব্যোমকেশ!
নাগকেশরের অর্ঘ্যে আজি কর হে শিব অক্ষি তব উন্মেষ।
দুঃখ-সুখের বক্ষে পড়ুক উদার তব চন্দ্রকলার দীপ্তি,
জটাজলের ঝাপ্‌টা লেগে অশ্রুজলের তর্পণে হোক তৃপ্তি।
নাগ যে তোমার কণ্ঠভূষা, কেশর তব আষাঢ়-মেঘের কান্তি;
প্রসাদী-ফুল নাগকেশরে ছড়িয়ে দিলাম—শিবের প্রসাদ শান্তি।

শিব-সপ্তক

কে বলে তুমি উদাসী শিব, কে বলে তুমি সন্ন্যাসী—
কে বলে তুমি সংহারের দেবতা;
কে বলে সদা ব্যস্ত যোগে—ত্রিলোকে কভু সম্ভাষি'
শুধাওনাক কাহারে কোন বারতা?
প্রলয়জলে মগ্ন করি' দহিয়া মহাখাণ্ডবে
বিশ্ব নাকি লুপ্ত কর হেলাতে,
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি' নৃত্য কর তাণ্ডবে—
তোমার সুখ রুদ্র সেই খেলাতে!
ধ্বংসে আর বিনাশে হর, তোমার নাম লিপ্ত যে,
শক্তি তব ব্যক্ত শুধু নাশিতে,
ত্রিশূলে যে-বা বিদ্ধ করে—সর্ব্বনাশা ক্ষিপ্ত যে—
সে কভু কারে পারে কি ভালবাসিতে?

বিশ্বনাথ, ইহার চেয়ে বিকট কোন কল্পনা
মর্ত্ত্যজীবে পারে না কভু ভুলা'তে,
শিবেরে যে-বা অশিব করে, সাধ্য তার অল্প না,
কৈলাসে সে লুটাতে পারে ধূলাতে !

পতিত জনে পাবন তরে ধরিলে তুমি গঙ্গাধর
জহ্নুসুতা মৌলিজটাকটাহে,
ত্রিপুরে নাশি' শম্ভু তুমি আর্ত্ত-সুর-শঙ্কা-হর,
ললাটে শোভে শিশু-শশীর ছটা হে !
ঐরাবতে ইন্দ্রে দিয়া, লক্ষ্মী দিয়া বিষ্ণুরে,
কৌস্তুভেতে ভূষিয়া তাঁরি উরসে,
সিন্ধুবারিমথনাদনে দেব-দানবনিষ্ঠুরে
অমৃতরাশি কে দিল হাসি' হরষে ?
কণ্ঠ 'পরে দারুণ জ্বালা ধর গরল ভক্ষণে,
সবার শুভ তোমার ধ্রুব কামনা,
সর্প তাই বক্ষভূষা—সর্ব্বজনরক্ষণে
সতত তব জীবন-পণ সাধনা ।
নিখিলতরে অন্নদারে সঁপিয়া নিজে ভিক্ষাসার,
মুষ্টিদান—দু'বেলা তাও যোটে না ;
লজ্জাবাস বিলায়ে সবে দিগ্বসনে দীক্ষা কার—
কৃত্তিবাস—কভু বা তাও মোটে না !

জননী যেথা বুকের ধন নয়নমণি নন্দনে
রাখিয়া যায় পাষাণে বাঁধি' হিয়া সে,

রমণী যেথা ত্যজিয়া যায় জীবনমনবন্ধনে—
দয়িতে তার চিরবিদায় দিয়া সে;
যেখানে যার যে কেহ আছে, শেষের সেই রাত্রিতে
বিন্দু দুই চোখের জল ফেলিয়া,
প্রণয়ী বল' বন্ধু বল'—পরপারের যাত্রী যে—
সঙ্গ তার ছাড়িয়া যায় চলিয়া;
গৃধিনীশিবাসেবিত সেই শ্মশানপুরসঙ্কটে,
কাঁদিয়া চিতাভস্ম কয়—কে আছে?
অমনি তার শিয়রে আসি শ্মশানবাসী শঙ্করে
মাভৈঃ রবে অভয়বাণী দিয়াছে।
কে বলে তোরে ছেড়েছে সবে! মেল্‌রে আঁখি মুগ্ধ নর,
দেখ্‌রে চেয়ে কে আছে কাছে দাঁড়ায়ে,
তোদেরি লাগি' সেজেছি আমি ভূতভাবন ভস্মধর
তোদেরি লাগি রয়েছি বাহু বাড়ায়ে।

বক্ষে আমি টানিয়া লই নিমেষতরে বঞ্চিয়া,
ধরার ধারা নূতন করে' গড়িতে,
জীর্ণ ঐ জন্মফলে নবীন সুধা সঞ্চিয়া,
নূতন রূপে নূতন রসে ভরিতে;
মায়াতে তোরা ভাবিস্ ভবে মৃত্যু বুঝি দুঃশাসন—
নিঃশেষিয়া পরাণবাস হরিবে,
বসন—সে যে আমারি হাতে, আমারি বরে আচ্ছাদন
নূতন হয়ে নিয়ত তোরে বরিবে।

শিব-সপ্তক

রাত্রি এসে হরিতে চায় দিনের দাহ দীপ্তি যে,
দিন কি তায় মরিয়া যায় ফুরায়ে ?
ক্লান্তি 'পরে শান্তি শুধু সাধিয়া তার তৃপ্তি যে
নবীন তেজে উষারে দেয় ঘুরায়ে।
অরণ্যের হারাণো পাতা বসন্তের সম্পদে
ফিরায়ে তাই আনিতে এই আয়োজন,
অর্দ্ধনারীমূর্ত্তি—তবু নবীন সুখ-সঙ্গতে
আমারো দেখ্ উমারে পাওয়া প্রয়োজন।

নিয়ত জরা-মরণ-ভরা বিপুল এই বিশ্বেতে,
হে পরমেশ, করুণা তব সব ঠাঁই,
বিভূতিধরা বিরাট বুকে ধনীতে আর নিঃস্বেতে
দুঃখী সুখী—কাহারো কোন ভেদ নাই।
ব্যাধিতে জীব বেদনা পায়, তাইত তুমি বৈদ্যনাথ,
আয়ুর্ব্বেদবিধান দিলে তাহারে,
দুঃখদিনে শরণ লয় বৃদ্ধ যুবা সদ্যোজাত,
রোগের ভোগ ছাড়ে না কভু কাহারে।
জীবনে যাচে প্রসাদ তব, মরণে তব অঙ্ক চায়—
বাসনা তাই গঙ্গা আর কাশীতে,
কত না নদী-নগরী আছে, কে ডাকে কারে বন্দনায়,
কোথায় আর চাহে বা জীব আসিতে ?
বোঝে না তুমি জগৎময়, দেখিতে চায় মন্দিরে,
মূরতি তব গড়িয়া মাটি-পাষাণে,

যে ব্যোম-ব্যোম ধ্বনিছে ব্যোমে—তাহারে করি' বন্দী রে,
ঢক্কারবে বিষাণে ডাকে ঈশানে !

সতীর শোকে পাগল হয়ে যেদিন তুমি ধূর্জ্জটি,
স্কন্ধে শব—ফিরিলে সারা ভুবনে,
ত্রি-আঁখি আলো নিভিয়া গেল, বিশ্বময় কুজ্ঝটি,
লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি তব রোদনে ;
মুণ্ডপরা খড়্গাধরা ভৈরবী সে চণ্ডিকা
উঠিলা যবে করাল রণে মাতিয়া,
রক্তস্রোতে সৃষ্টি ভাসে, ফিরে না তবু অম্বিকা,
তুমি সে তারে থামালে বুক পাতিয়া।
নির্ব্বিকার, তবু যে তুমি তারকাসুরে দণ্ডিতে
কুমারতরে বরিলে ফিরে' উমারে,
মন্মথেরে নাশিলে তুমি রূপের মোহ খণ্ডিতে—
সাধনা দিয়ে পাওয়ালে শেষে তোমারে।
নয়ন নিয়ে প্রণয় নয়, দেখালে তুমি সংযমে,
সিদ্ধি তার সাধ্য কার নাশিতে,
তাইত নারী শিবের মত পতিরে চায় সম্ভ্রমে,
তোমার মত কে পারে ভালবাসিতে ?

ত্যাগের তুমি মূর্ত্তি প্রভু, ত্যাগ যে তব কণ্ঠহার,
হাড়ের মালা পরেছ তাই গলাতে,

বসন্তসম্ভব

ভস্ম তব বক্ষভূষা—বিশ্ব শুধু ভস্মসার,
তাই ও তারে বয়েছ সেই ছলাতে !
রত্নধন সবে ত লয় ভুবনময় অন্বেষি'
হস্তী-হয়ে সবারি চিরকামনা,
বৃষভে কেহ চাহে না তাই নিয়েছ তারে সন্ন্যাসী,
হে মহাকাল, চলেছ ধীরে—থাম না !
বংশী-বীণ শোভে ক'দিন, ক'দিন কাটে সঙ্গীতে,
সজ্জা সাজ ক'দিন রাখে ভুলায়ে,
শেষের ডাক মহাপিণাক, তাই সে তব সঙ্গী যে—
ডমরুধর—ডাকিছ জীবে কুলায়ে !
আপন ভয়ে দেখে যে লোক তোমারে শুধু সংহারে,
ভক্ত কাছে তুমি যে শিব ভোলানাথ,
তোমার মত এমন সখা পাব কি আর সংসারে—
হে আশুতোষ, চরণে শত প্রণিপাত।

বসন্তসম্ভব

পোষের সঙ্গে বিবাহ আজিকে বোশেখ মাসের—
বিশ্বকর্ম্মা আসর বাঁধিছে বাসর-বাসের ;
চন্দ্র-আতপ খাটায় চন্দ্র জলদ বাজায় জলদমন্দ্র
বায়স ফুকারি' কহে—এ মিলন সর্ব্বনাশের,
গ্রীষ্মের সাথে শীতের বিবাহ ? অবিশ্বাসের !

নাগকেশর

গালে হাত দিয়া ভাবিছে গোলাপ শঙ্কা পরম,
বুলবুল বলে, ঘটকালি আজ হইল চরম !
রঙীন পাথায় তুলাইয়া পাল প্রজাপতি ভাবে, একি এ খেয়াল !
ঝিল্লি কেবলি গুঞ্জরে—তবু আওয়াজ নরম—
শত আশঙ্কা মুখরিত যেন—স্নেহের ধরম।

পৌষবক্ষে হেলি' বৈশাখ জুড়ায় জ্বালা,
তপ্ত পরশে শিহরে হরষে শিশির-বালা ;
কুয়াশা-আঁধার আকাশের গায় প্রখর রৌদ্র মিলাইয়া যায়,
করুণা সাজায় রুদ্রের পায় বরণডালা,
সমানবয়সী দিবা-রাতি গাঁথে মিলনমালা।

শিশু বসন্ত জনমিল আসি' কালের কোলে,
আনন্দ যেন নন্দ-যশোদা উরসে দোলে ;
অপরূপ রূপ তনু সুকুমার, অতুলন গুণ স্বভাব উদার—
জনক জননী দোঁহাকার খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
বিশ্ব তাহারে আদরে ডাকিল মাধব বলে'।

এল ঋতুরাজ ভুবনবিজয়ী—ধরার দেশে,
দখিণা বাতাস হাঁকিয়া চলিল সমুখে হেসে ;
বুলবুল নাই এসেছে কোকিল, ঝিঁঝি অলিবেশে ভরিল অখিল,
গোলাপ—সে এল গন্ধরাজের ধবলবেশে ;
বেলা ও চামেলা জুটিল সকলে সঙ্গে এসে।

এস বসন্ত গীতে ও গন্ধে বর্ণে সাজি'—
কর ফুটন্ত মুদিত বাসনা-প্রসূনরাজি ;
শ্যামল ক্ষেত্রে আম্রমুকুলে ফুটিছ যেমন পলাশে-বকুলে,
তেমনি আমার মর্ম্মের মূলে ফুটগো আজি,
মানসী-মুরলী পিক পঞ্চমে উঠুক বাজি'।

চিরাগত

কোয়েলা যবে খুলিত গলা
তোমার ফুলবনে,
উষা—সে ভয়ে পশিত তব
মুদিত দুনয়নে ;
আম্র-ফুল- গন্ধ মাখি'
মলয়া যেত বহি',
বিতানতলে নবমালতী
ঝুরিত রহি-রহি' ;
বকুল-শাখা আকুল শ্বাসে
জানাত মনোব্যথা,
মাধবী-তলে মধুপদলে
কহিত কলকথা ;—
সকলি জানি— জানি তা' প্রিয়,
লুকান' কিছু নাহি,

তখনো আমি দুয়ারে তব
তোমারি পানে চাহি ;
বিহান থেকে বিমনা দেখে'
যেতাম ফিরে' সাঁঝে,
বেদনা মোর জানাতে বঁধু,
সাহস হ'ত না যে !
প্রভাতে তুমি গাহিতে যাহা,
প্রদোষে যে রাগিণী—
সুদূর হ'তে শুনিয়া শুধু
ফিরিত অভাগিনী !
তখন যদি তিলেক জানি—
আমারে দিবে ঠাঁই,
দয়িত মোর, দুয়ার ছেড়ে
কভু কি তবে যাই ?
কাঙাল আমি— আমার সখা,
সাজে কি অভিমান !
ডাকিবে কবে আশাতে সেই
আছি যে পাতি' কান ;
রাজার ধন যদি না থাকে
নাহিক তাহে দুখ,
তুমি যে মোরে ডেকেছ শেষে
সেই সে মহাসুখ !
চিরদুখিনী পরশমণি—
করিবে কি সে নিয়ে ?

রিক্ত ঝুলি পূর্ণ আজি
মুষ্টিদান দিয়ে!

বসন্তের পুষ্প-শোভা
যদি না আজ থাকে,
কুঞ্জে আজি পাপিয়া পিক
যদি বা নাই ডাকে,
ভিখারী তবু পায় সে যদি
একটী ঝরা-ফুলে—
পরশ-করা প্রসাদী তাই
পরিয়া লবে চুলে;
তাহার পরে চোখের জলে
ফিরাও যদি কভু—
পেয়েছে—সেই গরব তার
রহিবে বুকে তবু!
ফিরাতে আর পারিবে তা কি
—সে যে তোমারি দান,
তোমারি লাগি' চোখের জল—
সেও কি নহে মান?

নবাগত

ঘরের মানুষ এল আপন ঘরে,
অতিথ তারে বল্‌লি কেমন করে'—
ওরে তোরা পাগল হ'লি নাকি ?
লজ্জা-বস্ত্র সজ্জা-আবরণে
বর্ণ ঢাকি' স্বর্ণ আভরণে
আপনজনে দিবি কি আজ ফাঁকি ?

নাম শুনে' তার ভুল করিলি কিরে,
মুখের পানে চাইলিনাক ফিরে'—
অমন দৃষ্টি চিন্‌লিনেক চোখে ?
রৌদ্র-রজত বর্ণ কারো হয় ?
তপ্ত হাওয়া দেয় না পরিচয়—
চিরকালের কোন্ সে চেনা লোক এ!

ছেলেবেলার ধুলো-খেলার সাথী—
সে যে আমার আঁধার কোণের বাতি,
কত রাতের একলা-থাকা ঘরে ;
মনের চিন্তা, ধনের গোপন আশা,
সুখের স্বপন, বুকের ভালবাসা,
দণ্ডদুয়েক দুখের অবসরে ।

বছর পরে ঘরে এলেন স্বামী,
যেমন আছি তেমনি যাব আমি ;
আয়োজনের কি প্রয়োজন আছে ?
দৈন্য যদি থাকেই আমার দেহে,
শূন্য যদি থাকেই কোথাও গেহে,
লুকান' তা থাকবে কি তার কাছে ?

চন্দ্র সূর্য্য তিলক যাহার ভালের,
সিন্ধু যে সে বিন্দু মহাকালের—
আকাশ-চোখে পলক যাহার নাই ;
মৃত্তিকা যার মৌন হরষ কহে,
বাতাস যাহার বন্ধু-পরশ বহে,
তারও কি রে চোখ্ ভুলানো চাই।

কিসের লজ্জা বসন দিয়ে ঢাকো,
চোখের অশ্রু মুছব আমি নাক,
কিসের দেরী ? অম্‌নি নিয়ে আয়।
অবাঁধা চুল—অবন্ধনেই থাক ও,
শুধু আমার সীঁথির সিঁদুর রাখো,
ডাকো তারে—বসন্ত রাত যায় !

এইখানে এই ধুলোর 'পরে এসে,
বারেক যদি বলেন শুধু হেসে,
কেমন ছিলে—ওগো কেমন ছিলে ?

তপ্ত ললাট রাখি চরণমূলে
পায়ের ধূলো মাথায় নেব তুলে'—
সকল কথা বল্‌ব তিলে-তিলে।

বল্‌ব—বঁধু, নূতন হয়ে এলে,
তবু তুমি আমার চিরকেলে,
সুখের দুখের কইব কত কথা ;
অপূর্ণ সাধ অতৃপ্ত এই হিয়া
ধন্য কর বন্ধু—পরশ দিয়া,
কার কাছে আর জানাব এই ব্যথা !

নূতন করে' জীবন আমার গড়',
ক্ষুদ্রে কর তোমার যোগ্য বড়,
সফল কর সকল বিফল সাধ।
কর্ম্মে তোমার শিখাও অনুরক্তি,
ধর্ম্মে তোমার দীক্ষা দেহ ভক্তি,
ভিক্ষা আজি নূতন আশীর্ব্বাদ।

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি!
আস্তে একটু চল্ না ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এযে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরী ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

—অনেক দেরী? কেমন করে' হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিণ হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে' যায়!

দুঃখ নাইক সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে বোন ?
বাঁচবি তোরা—দাদা ত তোর আগে ;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ী আসার পথ খুঁজে' না পাবে—
দেখবি তখন—প্রবাস কেমন লাগে ?

—কি বল্লি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায়রে আমার কপাল !

কত লোকেই যায় ত পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ী আসে ?
চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ !

—ঐ যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে' আসতে হবে ত তার কাছে !

এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !

আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে !

জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে ।

'চোখ গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা !
আচ্ছা দিদি, কি করবে ভাই তারা—
জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ !
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার—ছাই !
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কম্‌ত যে তার শোক !

'চোখ গেল'—তার ভরসা তবু আছে—
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !

টানিস কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি—
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা-থাকা সেই ত গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত !

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে—
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চিরবিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বহি' আপন মাথায়!-

দেখিস তখন, কাণার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয়না যেন তাঁর।

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌বনাক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয়—
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়!

শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে'!

'কাঙাল'

ওগো পান্থ পুরবাসী, সমাগত ভক্ত সুধীজন !
সুদূর এ পল্লীপ্রান্তে আজিকার এ পুণ্য-মিলন,
বিশ্বের সংবাদপত্রে অপরূপ বার্ত্তা অদ্বিতীয়—
অপূর্ব্ব রহস্য যার মহৎ হইতে মহনীয় !
জগতে যা কিছু আছে উৎসব বলিয়া চিরদিন,
আজিকার মহোৎসব সব হ'তে বিভিন্ন স্বাধীন।

দরিদ্র—সে ধন চাহে, ধনী করে মানের সন্ধান,
মানী চায়—কিসে তার প্রচারিত হইবে সম্মান ;
জ্ঞানী শুধু জ্ঞান খোঁজে, কর্ম্মে তার সমাসক্তি নাই,
আত্মসমাহিত যোগী—বিশ্ব তার আত্মার বালাই ;
ভক্ত মাগে ভক্তিতত্ত্ব, ভক্তিপাত্র বেড়ায় সে খুঁজে',
সাধক—সে সমাধি ও সাধনায় আছে চোখ বুঁজে' ;
প্রেমিক—সে প্রেম নিয়ে নিশিদিন রয়েছে উন্মনা,
সবাই সুখের প্রার্থী—অর্থ যার আদিম কল্পনা !
কে শুনেছে কবে বল' জ্ঞানী ছেড়ে জ্ঞান, মানী মান,
কাঙালের দ্বারে এসে খুঁজিতেছে আত্মার সম্মান ?

গ্রাম্য বিদ্যা সাধ্য শুধু—সম্বল সে 'গ্রাম্যবার্ত্তা' যাঁর,
সাহিত্যের মহারথী যত সব দ্বারস্থ তাঁহার।

কে দেখেছে কবে বল' সম্ভোগের সিংহাসন ছাড়ি',
লক্ষ্মীর দুলাল যত ছুটে' আসে কাঙালের বাড়ী।
ধনীগৃহে উৎসবের অর্থ বুঝি অতি অনায়াসে,
কাঙালের ভাঙা ঘরে এ মিলন কিসের প্রত্যাশে ?
ভাবিয়া না পাই দিশা, প্রশ্নতৃষা জাগে পলে-পলে,
কে যোগাবে শান্তি-বারি, সে সত্যের সন্ধান কে বলে ?
এ বৈশাখে তৃষাতুর ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে 'জলধরে'—
পিপাসা মিটাও বন্ধু সত্য-বারি বিলায়ে কাতরে ;
ক্ষুদ্র কবি পরাজিত, মনে তার দারুণ বিস্ময় ;
পরিচয় কহে তবু, তুচ্ছ সাধ্যে যাহা মনে হয়।

এ 'কাঙাল' নহে বন্ধু, সাধারণ বিত্তের কাঙাল,
যশের ভিক্ষুক নহে, মান তাঁর প্রাণের জঞ্জাল ;
মহাযোগী—সারা বিশ্ব তবু সদা আত্মা-অনুচর,
জ্ঞানভিক্ষু—তবু সদা কর্ম্ম তাঁর জ্ঞানেরই দোসর ;
সাধনা সে বিশ্বহিত, নিজে বহি' দারিদ্র্যের জ্বালা,
ভক্তি তাঁর মুক্তিসঙ্গী,—অপরূপ মণিমুক্তামালা !
প্রেমিক সে—প্রেমপাত্র জগতের উচ্চ তুচ্ছ সবে,
স্বার্থ শুধু স্বার্থত্যাগে, কাম্য শুধু নিষ্কামনা ভবে !
বিদ্যাবুদ্ধি-ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রেমভক্তি-সহস্রৈকধারা,
এ কাঙাল-সিন্ধুমাঝে নিঃশেষে সকলে আত্মহারা !
তাই আজি শত সুধী আজি সেই সাগরসঙ্গমে—
সমবেত পুণ্যতীর্থে—কাঙালের স্মৃতি-সম্মিলনে।

বহুপূর্ব্বে একদিন এমনই কাঙাল-কন্থা লয়ে'
কপিলাবস্তুর পথে পান্থ এক সর্ব্বরিক্ত হয়ে'
বাহিরিল ; পুণ্যতীর্থ-নবদ্বীপে প্রেমের কাঙাল,
পথে-পথে ফিরিল রে শচী-মার আনন্দ-দুলাল ;
সেদিনও যে সর্ব্বত্যাগী জাহ্নবীর পুণ্যময় তটে,
'দক্ষিণ-ঈশ্বর' মঠে কাঙালেরই আর্ত্তকণ্ঠ রটে,
এ বিশ্বে কাঙাল এঁরা—ভেবে দেখ মনে একবার,
বিশ্ব-সম্রাটের রাজ্যে কোন গর্ব্ব সাজে কি কাহার ?
তুমি আমি বড় লোক ! এঁরা সব পথের ভিখারী—
নহিলে কি মর্ত্ত্যজনে পথ ছাড়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারী ?
কাজ নাই ধনবানে ; ধূলিময় ধরণীর বুকে,
বাড়ুক কাঙাল-দল স্বার্থত্যাগে আর্ত্তজনদুখে ;
ধরণী উঠুক স্বর্গে, কিম্বা স্বর্গ নামি' ধরাতলে,
অনন্তের রাজ্য হোক্ কাঙালের পুণ্য কৃপাবলে,
ধন্য এ কুমারখালি—দেবতার আশীর্ব্বাদমাখা,
বিশ্বের নূতন তীর্থ—কাঙালের পদচিহ্ন-আঁকা।*

---

* কুমারখালিতে কাঙাল-হরিনাথের উৎসবদিনে পঠিত ।

রথযাত্রা

চক্রনেমির ঘর্ঘররবে নির্ঘোষি' রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ।
ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ—আয় সবে ছুটে' আয়—
জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়।

মেঘদুর্দ্দিন দুর্য্যোগে আজি গর্জ্জিছে বারিধার,
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারিধার ;
যে থাকে যেথায়—আজিকে হেথায় মিলিতে সবাই হবে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব রবে।

কে আছে বিকল, কে আছে বধির, কে আছে অঙ্গহীন,
কে সে নপুংস ক্লীবের বংশ, ক্ষয়ক্ষীণ মহাদীন ;
আজি এ রাত্রি যে নহে যাত্রী, থাক্ সে আপন ঘরে—
শয্যালগ্ন সুপ্তিমগ্ন লুটায়ে ভূমির 'পরে

আয় তোরা যত নবীন প্রবীণ কিশোর কুমার দল,
কল-কোলাহল-কর্ম্মপাগল আয় বলচঞ্চল,
বাঁচিস্ মরিস্, আজি না ধরিস্, কাছিতে লাগারে হাত—
তোদেরি ঐক্যে মিলিত জানিস্ মিলন-জগন্নাথ !

লক্ষ দৃপ্ত মত্ত বাহুতে রসিতে পড়ুক টান,
আজি যে কেবল চলচঞ্চল চল্-চল্-অভিযান ;
নাহি আগুপিছু সন্দেহ কিছু—শুধু সম্মুখগতি,
লক্ষ লোকের লক্ষ্য সে এক সঙ্গের সঙ্গতি।

আজি এ রথের পুরোহিত নাই—ধর্ম্ম নিজেরে ধরে,
নাহিক মন্ত্র—পূজার তন্ত্র মিলিত কণ্ঠস্বরে ;
ধূলি-কলঙ্ক তিলকপঙ্ক, চন্দন স্বেদনীর—
অযুত আর্ত্তকণ্ঠে উঠিছে কীর্ত্তন সুগভীর।

ঘর্ঘরি ঘুরে কর্ম্মচক্র নির্ঘোষি' ধরাপথ,
বিশ্বেরই মাঝে ছুটিয়া চলেছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে-দেশে দিশে-দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে'।

কেহ অর্পিছে বক্ষের বল, কেহ চক্ষের জ্যোতি,
বাহুর শক্তি কেহ বা বিলায়, কেহ বা মিলায় গতি,
যার আছে যাহা সেই দেয় তাহা, আজি মাহেন্দ্রক্ষণে,
জগৎস্রষ্টা একক দ্রষ্টা হাসিছে উদাস মনে !

আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে তাই দৃশ্য জগৎনাথ ;
যত জাতি-পাঁতি সব একসাথী যাঁহার চরণপাশে,
উঁচু আর নীচু নাহি যেথা কিছু—সমান দ্বিজে ও দাসে।

মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই !
মহামিলনের পদধূলিপূত—তাই সে তীর্থ ঠাঁই ;
নীতি ও আচার বিধি ও বিচার বিতর্ক সব ভুলি'
নে রে নে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্র ধূলি।

চিত্ত ভরিবে সাহসে আশায়, বক্ষ ভরিবে বলে,
রথগতি হবে মনোরথসম শতেক যোজন পলে ;
সাগরবেলায় পরশি' হেলায় কাঁপায়ে বিমানপথ
জগতের সীমা ছাড়াইয়া যাবে জগন্নাথের রথ।

ওরে কবি, তুই এ মহামেলায় কি করিবি তাই বল্—
তোর হাতে এই তালপত্রের শিঙা শুধু সম্বল !
তাই যদি হয় তবে এ সময় প্রাণপণে তাই বাজা,—
তাঁর কাছে তাও পঁহুছিবে ক্ষ্যাপা, যিনি এ রথের রাজা !

বৃন্দাবনী

আমার ব্রহ্মা থাকুন ব্রহ্মরন্ধ্রে, শম্ভু থাকুন শিরে,
আজ বিষ্ণু দাঁড়ান কৃষ্ণ হয়ে মন-যমুনাতীরে !
আমার ধ্যান ধারণা জপ,
সকল মন্ত্র তন্ত্র তপ,
যত স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন সেই স্রোতে যাক্ ভাসি'-
আজ সব ভুলিয়ে বাজুক কালার পাগল-করা বাঁশী !

আমি সেই বাঁশীতে পরাণ স'পি' হবরে বৈরাগী—
ছার সংসারে আর মন নাহি মোর তুচ্ছ সুখের লাগি'।
শুধু শুনব শ্যামের গান,
সেই আনন্দ মোর প্রাণ ;
তাই সকল-হরা আকুল-করা বাঁশীর ডাকে আজ
আমার মন ভুলিল প্রাণ ভুলিল—রইল গৃহকাজ !

আজি শাওন-মেঘের আঁধার-ছাওয়া তমাল-বনের আড়ে,
যেন কালার কালো ছাপ লেগেছে কালিন্দীরই ধারে ;
সেই কুঞ্জবাটের পথে
পথে উধাও মনোরথে,
আমার উদাসী মন আকুল হয়ে চল্‌ল অভিসারে—
সেই ময়ূর-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা পিয়ালবনের পারে।

সেথা পুলক-ভরা কদমফুলের পরাগ-ঝরা ফাঁকে,
কালো কাজল-কটা বাকল-জটা বংশীবটের শাখে,
যেথা শ্যাম-লতার রসি
দিয়ে ঝুলন-দোলা কসি'—
আমার বৃন্দাবন-চন্দ্র সুখে হিন্দোলাতে দোলে—
আজ চিত্ত আমার দুল্‌ছে সেথায় বাঁশীর দ্রুত বোলে।

সেই বৃন্দাবনের বৃন্দা হব আজকে আমার সাধ,
রাই- কানুর দাসী হয়ে পাব আনন্দ-প্রসাদ।

আমার কোথাও কেহ নাই,
আমি কিছুই নাহি চাই ;
সেই মুক্তিহারা ভক্তিতে মোর পরাণ ভেসে' যায়—
তোরা কুলের কাঁটা কথায় বালাই তুলিস নে আর ছাই।

আজ সত্য থাকুন গুপ্ত বুকে, শিব—সে থাকুন শিরে,
শুধু সুন্দরেরই বন্দনা আজ করব ফিরে'-ফিরে'।
যে যা বলে বলুক লোকে,
মোরে দেখুক যে যা চোখে,
আমার শঙ্কা-সরম-চিন্তা-ধরম নেন যদি আজ হরি—
তবে অন্ধ লোকের মন্দ কথায় ভয় কি আমি করি !

আগমনী

কৈলাস হ'তে বিদায় নেওয়া—সে যে প্রাণের কোন্ টানে,
শৈলরাজের মর্ম্মকথা শৈলবালার মন জানে !
মা-মেনকার চক্ষুকোলে যে বেদনার অশ্রু দোলে,
ভোলার কোল কি সাধে ভোলায়! প্রাণের জ্বালা কোন্খানে-
হিমরাণীর বুকের ব্যথা হৈমবালার মন টানে !

পাগল ভোলা—পাগল বটে, চক্ষে তবু জল ঝরে ;
গৌরীধনে বিদায় দিতে তারো কি সে মন সরে !

উথ্‌লে উঠে কেশের জটা চম্‌কে উঠে নয়ন কটা,
ভালের শিশু-শশীর ছটা প্রলয়-ঘটার রঙ্‌ ধরে ;
হাড়ের মালা গলায় ফোটে, শিঙা কাঁদায় শঙ্করে।

আজ্‌কে যেন বিষের জ্বালা নূতন করে' লাগ্‌ল রে,
গলায়-বেড়া সাপের মালা গরলশ্বাসে জাগ্‌ল রে ;
ত্রিশূল আজি আসন হানে বৃষভ নাহি শাসন মানে,
কৃত্তিবাসের বৃত্তি দেখে' ভাঙের নেশা ভাগ্‌ল রে—
সতীশোকের বজ্রব্যথা নূতন করে' জাগ্‌ল রে !

মহাযোগীর বিকার দেখে' গৌরীরও চোখ ছল্‌ছলে—
ত্রিনয়নার নয়নধারা সম্বরে আজ কোন্‌ ছলে !
ভিখারী—যে ভিক্ষা ভুলে ! কে দিবে তায় অন্ন তুলে' ?
নকুমালের শক্ত মূলে কে বসাবে অঞ্চলে ?
বিদায় দেওয়া কি দায়—তবু মায়ের ব্যথায় মন গলে !

বরষ ধরি' ধুলায় পড়ি' আছেন মরি' যেই মাতা—
চোখের পাতা পড়্‌ত না যাঁর, বন্ধ চোখের সেই পাতা ;
ধরার সেরা রাজার রাণী কাঁদেন শিরে কাঁকন হানি',
'গৌরী' ছাড়া নাইক বাণী, জানবে বল কেই বা তা !
মেয়ে ছাড়া কে বুঝবে আর মায়ের মনের সেই ব্যথা ?

নয়ক বেশী—তিনটী দিনের দেখা শুধু বৎসরে ;
মায়েরে তাই বাঁচিয়ে রাখে—জানে যে তা বৎস, রে !

ঝাপ্‌সা চোখের অশ্রু-আড়ে কুজ্ঝটিকার পর্দ্দাপারে—
উর্দ্ধ-আঁখি চায় সে তারে—কৈলাসেরই পথ ধরে',
কবে আসে—কখন্‌ আসে উমা আমার রথ করে' !

ঐ আসেরে গৌরী আমার—ঐ দেখা যায় নন্দীরে—
পাগলপারা নয়নধারা—ছুটল যেন বন্দী রে !
মায়ের-মেয়ের নয়নজলে ঝর্‌ল ধারা গিরির তলে,
যুগ্মবুকের যুদ্ধজ্বালা লভ্‌ল যেন সন্ধি রে ;
কৈলাস আজি মর্ত্তে নামি' মিল্‌ল মায়ের মন্দিরে !

এমনি করে' মায়ের ঘরে আয়রে ফিরে' শঙ্করি !
দীর্ঘদিনের দৈন্য-জ্বালা তিলেক তরে সম্বরি ;
তবু তিনটি দিনের তরে মায়ের ঘরে উদয় হ' রে—
জীবন্মৃত জীবের 'পরে শিবের সুধা সঞ্চরি' ;
শিব-সোহাগীর সঙ্গে তবু তিনটে দিনের ঘর করি !

জন্মাষ্টমী

আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনক-ফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল ;
মৃত্যুকপিশ মূর্চ্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি' !
উলু উলু উলু—দেরে পুরনারি, ওরে তোরা শাঁখ বাজা—
অন্ধ-কারায় জনমিল আজ মুক্তি-দেশের রাজা।

চুপ চুপ চুপ—চুপ কর সবে, এখনো সময় নয়—
নির্য্যাতনের বীর্য্যের আজো হয়নিক পরাজয় ;
অধর্ম্ম আজো রক্তপতাকা উড়ায় উচ্চ শিরে,
কংসের বাহু ধ্বংসের পথ—এখনো রয়েছে ঘিরে' ;
চুপ কর সবে—অন্ধকীটের গোপন গহনতলে,
দুরিত-নাশন কলুষ-শাসন মুক্তির মণি জ্বলে !

উলু উলু উলু উলু উলু উলু—ওরে তোরা শাঁখ বাজা,
কংসকারায় জনমিল আজ বিশ্বভুবন রাজা ;
ধরণী ধরিল তাপিত বক্ষে দেবকী-গর্ভাবাসে,
বসু-দেবতার পুণ্য বহ্নি ধরার ধ্বান্ত নাশে ;
কারাগার হল দ্বিতীয় স্বর্গ, দুঃখ হইল সুখ,
জীবের দৈন্যে দেখা দিল আসি' দেবতার হাসি মুখ !

অষ্টমী তিথি—কৃষ্ণপক্ষ ; আঁধারে নিখিল হারা,
গুরু-গুরু ডাকে বরষার দেয়া, অঝোরে ঝরিছে ধারা ;
বক্ষে পাষাণ বসু-দৈবকী বন্দী গৃহের তলে—
ব্যথা-জর্জ্জর অসহায় নর তিতিছে নয়ন-জলে ;
ঘোর দুর্দ্দিন ভিতরে-বাহিরে, দারুণ দুঃসময়—
এমন দুঃখ না হলে জীবের, দেবের কি দয়া হয় ?

জনমিল শিশু—শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল দ্যুলোকপর,
দেবদুন্দুভি প্রহরীজনের শিহরিল কলেবর ;

বিদ্যুদ্দ্যুতি ঝলসিল দিঠি, অন্ধ দ্বারের দ্বারী,
খুলি' গেল দ্বার পলকের মাঝে, স্তম্ভিত নরনারী ;
শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিভূষিত নারায়ণ
বসুদেবক্রোড়ে হাসিলা বারেক স্মরি' নিজ পলায়ন !

ত্রিলোকজনের মুক্তি-নিদান—তারেও লুকাতে হয় !
পাতকীর পাপ পূর্ণ করিতে—তাও লাগে সুসময় ।
শঙ্কিত চিতে কম্পিত পদে ভাবে মায়ান্ধ জন—
কেমনে তাহারে পার করে—যে বা করে পার ত্রিভুবন !
শিবানী আপনি শিবারূপে পথ দেখায় গোপনে যারে,
অনন্ত নিজে ছত্র ধরিয়া নিবারিছে বারিধারে !

অপরূপ কথা—রূপাতীত রূপ গুপ্ত করিয়া জলে,
দ্বিভুজ হইয়া মুরলী ধরিয়া উদিলা ধরণীতলে ;
দুহাতে বাঁধিবে স্নেহের বাঁধন আদুরে মায়ের ছেলে,
চারি হাত ফিরে' প্রকাশিবে পুনঃ বৈরীর দেখা পেলে !
ত্রিলোকপালন নরনারায়ণ পালিত আপনি লোকে,
যশোদা-মায়ের কোলে-কোলে আর নন্দের চোখে-চোখে ।

গোপ-গোয়ালার স্নেহের দুলাল, ক্ষীরসরননীচোর,
বৃন্দাবনের বনের গোপাল, রাখাল সঙ্গী তোর,
নন্দদুলাল, একি এ খেয়াল, একি লীলা লীলাময় !
দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু, তাই কি এ পরিচয় !
কংসাসুরের পাপের পসরা না বাড়িলে ধরামাঝে—
কেমনে পেতাম, কোথা দেখিতাম—দয়াল, তোরে এ সাজে ?

ধরায় উদিল কৃষ্ণচন্দ্র, ধূলায় নীলারবিন্দ—
গোপ-গোয়ালার ঘরে আসি' নিজে জনমিলা শ্রীগোবিন্দ!
জরা-মরণের ধরণী-দুয়ারে ফুটায়ে স্বরগহাসি,
ধূলিপঙ্কিল গোষ্পদ-বুকে ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি;
উলু উলু উলু উলু দেরে আজ, ওরে তোরা শাঁখ বাজা—
কংসকারায় জনমিল আজি ধ্বংস-পালন রাজা!

প্রেম ও পূজা

ঘর হতে ছাদে ছাদ হতে ঘরে
দ্বার হতে বাতায়নে,
এক-ই পড়া-বই পালটিয়া পড়ি
বারবার আন্‌মনে;
খোলা-চুল বাঁধি বাঁধা-চুল খুলি,
ফিরিয়া সাজাই ঘর,
শতবার করি' সিন্দুর-ফোঁটা
পরি যে সিঁথার 'পর;
খড়ির আঁচড়ে দিন আঁকি, আর
এক এক করে' মুছি,
পাঁজি কাছে তবু পূজার তারিখ
প্রতি জনে-জনে পুছি;

পোড়া দিন—সে কি যায় ?
এক দুই তিন— আর কত দিন
ফিরে' গণি পুনরায় !

কোন্ সাড়ীখানি মনোমত তাঁর
ধুইয়ে কুঁচিয়ে রাখি,
সিউলি-বোঁটায় কাপড় ছুপিয়ে
মনে-মনে পরে' থাকি,
আরসির কাঁচে মুখ দেখি—শুধু
কেমনে দেখাবে ভালো,
ললাটের 'পরে রেখা কি পড়িল—
চোখের নীচে কি কালো !
খালি এস'-এস'— চিঠি লিখি
আর প্রতিদিন দিই ডাকে,
পোড়া-আফিসের ছুটি কবে সুরু—
শুধাই সে যাকে-তাকে ;

কেউ কি জানে না ঠিক !
কবে সে আসিবে আসিবে সে কবে—
তাই নয়—বলে' দিক্।

'এক-মেটে' ফিরে' 'দো-মেটে' হইল,
তাও শেষে হল শেষ—

ঠাকুরের গায়ে রঙ সারা হয়ে
উঠিল রাঙ্‌তা বেশ ;
'চাল-চিত্তির' সাঙ্গ যখন,
তবু দেখি ছায়া-ছায়া—
তোর মুখ—তাও ধরে না চক্ষে—
একি মায়া, মহামায়া !
অন্ধ এ চোখ— অন্ধই হোক্
কাজ কি আলেয়ালোকে,
তার আগে যেন মুখখানি তার
একবার দেখি চোখে।

ক্ষমা কর্ অম্বিকা—
তোর চেয়ে তোর দান বড় হল—
এই কি ললাটে লিখা !

পূজার দেবতা সেবার দেবতা—
মিলন-দেবতা তুই,
তাই কি মিলনে আঁকড়িয়া ধরি—
দেবতারে দূরে থুই ?
মুগ্ধ হিয়ার এত টান যার
তোর চেয়ে তার দিকে,
মর্ম্মের রঙ্ রাঙা হল, আর
ধর্ম্মের রঙ্ ফিকে !

কিম্বা তোমার সেই সে বিচার !
কেমনে বুঝিব কি যে—
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার
অর্ঘ্য কুড়াস্ নিজে !

অভয় দে দশভুজা—
অন্ধতা মোর প্রেম যদি হয়,
তাই হোক্ তোর পূজা !

রাজা

সিংহাসনে বসিয়ে রাখি শুধু—তুমি আমার তেমন রাজা নও,
উপর হ'তে আদেশ করনাক, পাশে বসে' প্রাণের কথা কও ;
সবার চেয়ে ঊর্দ্ধে আসন তোমার তুচ্ছ করে' মিল' সবার নীচে,
তা নইলে কি সবার রাজা হ'তে, রাজ্য তোমার হ'ত যে সব মিছে !
শাসনযন্ত্র নও ত তুমি স্বামি, শান্তিমন্ত্র শোনাও প্রাণের কানে,
হাতের মুষ্টি নয় কেবলি সখা, প্রাণের মুষ্টি ভরাও প্রেমের দানে ;
দণ্ড যদি দাও গো অপরাধে, সেই হাতে ফের বিলাও শুভ বর,
তাইত পদে যুগিয়ে রাজকর, সময় হলে করেও মিলাও কর।
ভক্ত তোমার ত্যক্ত নহে জানি, ভক্তিপাত্র যতই তুমি হও—
সার্থক আমি তোমায় নিয়ে মানি, আমায় নিয়েও ব্যর্থ তুমি নও !
বন্ধু যারা পরিচিত আপন, তাদের নিয়ে কাটাই সারাবেলা,
সবার শেষে তোমার সাথে দেখা—তাই বলে' কি করতে পার হেলা ?

বিলম্বেতে রাগ যে তোমার নাই, তোমার তরে চাই যে অবসর,
নিভৃত মোর চিত্ত-নিকেতনে বন্ধু তুমি চিত্তেরই দোসর।
অর্থ তোমার বুঝে কেবল লোকে, তোমার অর্থ বুঝবে বল কবে—
প্রথম দ্বারে ব্যর্থ হয়েও যবে শেষের দ্বারে সার্থকই সে হবে!
সুখের সুখী ওগো দুখের দুখী, তোমায় নইলে সুখে যে সুখ নাই,
উৎসবেতে তাইত তোমায় ডাকি, নইলে গৃহের দীপ যে নিবে' যায়!
দুঃখ পেলে তোমার দ্বারে যাই, কষ্ট হলে কণ্ঠ ধরে' কাঁদি—
চিত্তে যদি তুফান জেগে উঠে ব্যাকুল বাহু দিয়ে তোমায় বাঁধি।
ওগো বন্ধু, ওগো আমার প্রিয়, ওগো কাঙাল ওগো আমার রাজা,
আবেগভরা উগ্র অপরাধে আজ্‌কে আমায় দাও গো তুমি সাজা;
কাঁদিয়ে মোরে কাঁদবে তুমি সাথে, সেই আনন্দে চাইব চোখের জলে—
টুটিয়ে দিয়ে সকল অভিমান লুটিয়ে এসে পড়ব পদতলে। *

স্মৃতি

ওকি কর'—থাক্ থাক্, নিবিও না আলো,
কি ক্ষতি, দুলিছে দ্বারে শুষ্ক পদ্মমালা;
আম্রমঞ্জরীটি—নয়, আপনি শুকালো,
পূর্ণ ঘট কেন মিছে শূন্য করি' ঢালা!

---

* লেখকের আমন্ত্রণে তদীয় জন্মভূমি যমশেরপুরে শ্রীযুক্ত নাটোর-মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে রচিত।

একরাশ ফুল-পাতা—রবে কতকাল ?
না-হয় ঠেলিয়া রাখ দেবীপীঠতলে ;
বিল্বপত্র ক'টা—সেকি এতই জঞ্জাল—
থাম, বেঁধে নিই তবে আপন অঞ্চলে !
ধূপাধার, তাম্রকুণ্ড, নৈবেদ্যের থালা—
এখনি মাজিয়া সব না তুলিলে নয় ?
থাক্ না দুদিন আরো ; বিসর্জ্জন-জ্বালা
একটু ভুলিতে কিগো দেবে না সময় !
দেবী গেছে—সবি গেছে, কিবা আছে বাকী ?
সেবার সামগ্রী ক'টা নিওনা কাড়িয়ে ;
বেশী দিন নয় বন্ধু, যে ক'দিন থাকি—
তবু থাকিবারে দাও স্মৃতিটুকু নিয়ে।

উৎসবে

হে উৎসব ! হে আনন্দ ! তোমার অতীত ইতিহাস—
কোন্ কল্পলোক হ'তে বহি' আনে কিসের আভাস ?
কোন্ পূর্ব্বে কোন্ অমরায়
কবে কোন্ পূর্ণিমানিশায়
প্রথম বাসর তব যাপিয়াছ বাসব-সভায় ;
অশ্রুহীন অমর নয়ন
অনিমেষ চাহি' অনুক্ষণ
তোমারে বরিয়া নিল ত্রিলোকের কামনার ধন ;

নন্দন বিলাল ফুলবাস,
বসন্তের বহিল নিশ্বাস—
তারি সাথে তাল রেখে মন্দাকিনী তুলিল উচ্ছাস।
মধুমাস মধুবাস চারিপাশে ফুটে মধুহাস—
এই তব জন্ম-ইতিহাস!

তার পরে—ফিরে' কোন্ বৈদিকের শান্ত তপোবনে,
দেবকল্প ঋষিদের যজ্ঞ-সমাগম-শুভক্ষণে—
অরুণের প্রথম ইঙ্গিতে
সামচ্ছন্দে মিলিত সঙ্গীতে
স্রোতস্বতী-সরস্বতী-তীরতলে ছিলে তরঙ্গিতে!
হোমধূমে হবিগন্ধভারে
স্বর্গগামী অর্ঘ্য-উপচারে
স্বাহাস্বধামন্ত্রভরা রিষ্টি-হরা ইষ্টমন্ত্রাগারে;
শান্তমুখে শুচি-শুভ্র হাসি—
স্বর্ণ পাত্রে কুন্দ ফুলরাশি!
তেজস্বী তাপসকণ্ঠে স্বস্তিবাণী উঠিল উচ্ছ্বাসি';
মহোৎসবে মুখরিত স্বল্পভাষী তপোবনবাসী—
স্বভাবতঃ আনন্দে উদাসী।

হায় রে কোথায় স্বর্গ—কোথা বা সে পুণ্য তপোবন;
কোথায় এ চির-আর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে উৎসবের ব্যর্থ আয়োজন!
ইন্দ্রের নন্দনে যাহা রাজে,
সে কি সাজে পথপঙ্কমাঝে—

চির-বিধবার বীণে সুখের সাহানা—সে কি বাজে!
রোগ শোক যুদ্ধ আর জরা
শ্মশানের হরিধ্বনিভরা—
লক্ষ শত বেদনায় নিয়ত কাতরা বসুন্ধরা ;
চক্ষে যেথা অশ্রু জেগে রহে,
হাহাকার নিত্য চিত্ত দহে—
হাসি কি তাহার কাছে নিদারুণ পরিহাস নহে ?
উৎসব সে কোথা পাবে—সাহারায় সুরধুনী বহে ?
কার সাধ্য এত মিথ্যা কহে!

এই যে কহিল কথা—এই যে ডাকিল প্রিয়-নামে—
সে সুর মিলাল কোথা স্বরহীন কোন তিনগ্রামে!
কিসের আশ্বাস নিয়ে তবে
বীণা বেঁধে আনিব উৎসবে,
'নাই' ও 'হারাই' নিয়ে হেথাকার অভিনয় যবে!
নিরালায় নিভৃত সন্ধ্যায়
সাজাইছ যে প্রাণসথায়—
জান কি তাহারি ডাক পড়িয়াছে সুদূরে কোথায় ?
বিরহের যে ভয়ের লাগি
কত নিশি যাপিয়াছ জাগি',
শতবার দিব্য দিয়া একই কথা লইয়াছ মাগি',
ব্যথা বুঝিবার আগে জন্মশোধ সে গেছে তেয়াগি'—
আনন্দ কোথায় অনুরাগি' ?

কোন্ উপাদানে হায়, তোমার গঠন—ওরে মন !
নাই শান্তি নাই তৃপ্তি—দিবারাত্রি ঝরিছে নয়ন !
হাস যবে প্রাণপণ হাসি,
তারও যে গোপন বক্ষবাসী
কাঙাল কঙ্কালসার রুদ্ধদ্বার হিয়া উপবাসী !
চক্ষে ভাসে আনন্দ তরল,
বক্ষ বেয়ে উঠে অশ্রুজল—
বিন্দু অমৃতের তলে পানপাত্রপূর্ণ হলাহল !
এই নিয়ে জীবনের খেলা,
এই নিয়ে মিলনের মেলা—
এই নিয়ে কুয়াশায় মেঘচ্ছায় বেড়ে যায় বেলা ;
কে কোথায় ডুবে' যায়, শেষে হায়, তুমি সে একেলা—
পারাবারে ভেসে চলে ভেলা !

ঐ যে প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে পশ্চিমের কোণে—
কি করিতে পার তুমি—সে কি কারো অনুযোগ শোনে !
বৈষ্ণব—সে তুলসী-তলায়
নিজমনে জীবে দয়া চায়,
বিশ্ব জুড়ি' তান্ত্রিক যে বসিয়াছে শব-সাধনায় !
কোথা মন্ত্র কোথা জপমালা,
কোথায় বা বংশীধর কালা—
চেয়ে দেখ লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা ভৈরবী করালা !
কমলা—সে লুকাল কোথায়,
জীবতরা তারা নাহি হায় !

রক্তাম্বরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষ-রক্ত খায় !
ভয়ে বিশ্ব মুদে আঁখি, শান্তি লাজে শিহরি' লুকায়—
তবু হায়, আনন্দ যে চায় !

সত্যই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো—
মরণের কোলে বসে' দণ্ড দুই তবু বাসি ভালো।
বিরহের চিন্তা-চিতা জাগে,
তবু হায়, অন্ধ অনুরাগে
বক্ষমাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে যারে ভাল লাগে।
তাই এই আনন্দের মেলা,
তাই এই উৎসবের খেলা,
তাই এই মিলনের অভিনয়, যতক্ষণ নাহি পড়ে বেলা
ডাক 'প্রিয়' ডাক 'প্রিয়তম'—
ডাক 'বন্ধু' ডাক 'সখা মম',
বল 'ক্ষমা করিলাম,' বল 'ক্ষম অপরাধ মম—
মিলনেরে বরি' লও জীবনের চিরসঙ্গী সম ;
উৎসব, তোমায় নমোনমঃ।

কিন্তু হায়, কতক্ষণ—পথ যে ফুরায়, দিন যায়—
গোধূলির স্বপ্নালোক মিলায় যে নেত্র-তারকায়।
ওরে পান্থ, ওরে রে পথিক,
অন্ধকারে ঢেকে আসে দিক—
তন্দ্রা আসিবার আগে চক্ষু তোর বাসা চিনে' নিক্।

অনন্তের প্রশান্ত পন্থায়
কি পাথেয় সাথে নিলি ভাই,
কোন্ অনুনয় নিয়ে কার কাছে দাঁড়াবি সন্ধ্যায় ?
মৃত্যু মাঝে অমৃত যাঁহার,
দুই নেত্র—আলো অন্ধকার—
দুঃখ-সুখ হর্ষামর্ষ সমান প্রসাদ পুরস্কার'—
রূপ ও অরূপ যিনি, যিনি পার যিনি পারাবার !
তাঁরে মন কর নমস্কার।

ফাল্গুন-স্মৃতি

সেই ফাগ—সেই ত ফাগুন।
সেই ত দ্বারের কাছে মাধবী ফুটিয়া আছে,
অশোকের গাছে-গাছে সেই রক্তারুণ ;

সেই দক্ষিণের ছাতে বাতাস তেমনি মাতে,
তেমনি ঝরিছে প্রাতে ফুটন্ত বকুল ;
সেই ছায়া সেই আলো সেই আঁখিতারা কালো,
সেই যারা বাসে ভালো—তেমনি ব্যাকুল !

সেই ত পাগলপারা ছুটিছে প্রাণের ধারা,
তেমনি কাটিছে সারা বসন্তের বেলা ;
আভাসে গুঞ্জনে ভাষে কলগানে কলোচ্ছ্বাসে
চলিছে উল্লাসে-ত্রাসে হৃদয়ের খেলা !

সবি আছে, কি যে নাই— আজিকে ভাবিয়া তাই
আকুল-নয়নে চাই আপনারই পানে ;
কি যেন বুকের মাঝে লুটায় ব্যথায় লাজে,
যোগীয়া কেন যে বাজে হিন্দোলার গানে !

অশ্রু আসে আঁখি পূরে' মোহিনী লাগে না সুরে,
দীপকে জ্বলিয়া পুড়ে লুকান আগুন ;
বসন্ত যা-কিছু যাচে, সবি ত তেমনি আছে—
সেই ফাগ রক্তরাগ—সেই সে ফাগুন !

সেই ফাগ সেই ত ফাগুন !
লতায় পাতায় ঘাসে, প্রকৃতি তেমনি হাসে
শুধু আনন্দের পাশে নিঃশেষিত তূণ !

মনে পড়ে ছেলেবেলা সাথী সাথে কত খেলা—
প্রমোদ উৎসব-মেলা—হোলী-মাতামাতি,
যৌবনের রক্তরাগে মর্ম্ম-ঝিনুকের দাগে
আজও যে তেমনি জাগে বসন্তের রাতি !

সেই অন্দরের ছাতে দোল-পূর্ণিমার রাতে
রঙ্গভরা কচি হাতে পিচিকারী ভরি'—
পা-টিপিয়া কাছে আসা— সেই চোখে-চোখে ভাষা,
সেই ছোট-করে' হাসা গুরুজনে ডরি'।

বসন্ত বিহ্বল-বেশা অধীর সমীরে মেশা
পুষ্প-সুরভির নেশা তেমনি মধুর,
শুধু এ জীবনে হায়! তাহার বারতা নাই,
জাগালে জাগেনা তাই পরাণ বিধুর!

কেন আজি বেদনাতে জল আসে আঁখিপাতে,
জেগে ওঠে সেই সাথে হিয়ার আগুন?
যেন আজি হয় মনে ফুরায়েছে এ জীবনে
বসন্তের হাসি সাথে আনন্দ-ফাগুন!

প্রণাম

সবাকার ভিড় হ'তে একধারে সরে'
চুপচাপ রয়েছিস্ মাথা নীচু করে'
করযোড়ে কোণটিতে—মুখে নাই কথা—
নিতান্ত ব্যথিত যেন—কি তোর বারতা,
রে মোর কুণ্ঠিত ভৃত্য, কিবা তোর নাম?
সে কহিল মৃদুকণ্ঠে— 'আমি সে প্রণাম'!
দেবতা কহিলা পুনঃ—মোর রাজ্য মাঝে
সহস্র সেবক ফিরে নিত্য নানা কাজে—
যার যাহা সাধ্য সাধ; তোর কিসে মন?
'শুধু নমস্কার আর পূজা নিবেদন,

আর কিছু নাহি জানি'—সে কহিল কাঁদি',—
শুনিয়া দেবতা তারে সঙ্গে নিলা বাঁধি'।
পথে শুধাইলা হেসে—ভক্ত, কোথা ধাম ?
চরণ ছুঁয়ে সে শুধু করিলা প্রণাম।

সন্ধান

তোরা আমায় বলিস্ নে কেউ—বলিস্‌নে তার নাম,
তারে আমি আপ্‌নি লব খুঁজে'—
কোন্‌খানে তার বেলা কাটে, কোথায় বসতগ্রাম,
অমন করে' দিস্‌নে কাণে গুঁজে'!
যেমন করে' তন্দ্রা-ঘোরে স্বপ্নে পেয়ে ভয়—
জননী তার ব্যাকুল বাহু মেলে'
অন্ধকারে শয্যাপরে বক্ষে টেনে লয়,
হাতড়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়া ছেলে—
তেমনি করে' খুঁজব তারে অন্ধ অনুরাগে,
মুগ্ধ মনের গভীর নাড়ীর টানে,
তন্দ্রা-ঘেরা অন্ধকারে শঙ্কা যদি জাগে,
খুঁজব তারে অন্তরমাঝখানে ;
খুঁজব আমি আপন চোখে, বুঝব আপন কাণে,
পরখ করে' পরশ করে' হাতে,
যুঝব আলো-অন্ধকারে যুঝব আপন প্রাণে,
সুখের মোহে দুখের বেদনাতে।

বারেক যখন পেয়েছি তার গোপন পরিচয়—
বারেক যখন ভুলিয়েছে মোর মন,
তখন আমি যাবই কাছে যেমন করেই হয়,
জীবন-মরণ রইল আমার পণ!
দেখি কেমন ঠেকিয়ে রাখে কি দিয়ে আজ মোরে,—
ভুলিয়ে কেমন দেয় সে আমায় ফাঁকি,
কেমন করে' লুকিয়ে থাকে—দেখি কেমন করে'
মনোবনের পালিয়ে-যাওয়া পাখী!
কিন্তু তোরা বলিস্‌নাক কি সে পাখীর নাম,
তারে আমি আপনি লব খুঁজে—
সেই ত আমার গর্ব্ব, তাহার কোথায় গোপন ধাম—
আপনি যদি চিন্‌তে পারি বুঝে'।

অন্ধ প্রেম

তোরা তারে পাগল বলিস কেন—
পাগল সে ত নয়;
অমন সরল—অমন খোলা-ভোলা,
পাগল সে কি হয়।

চুপটি করে' থাকে ঘরের কোণে,
গুণগুণিয়ে বকে আপন মনে,
পরের কথা কানেও নাহি শোনে—
তাই কি তোদের ভয়!
তাইতে বুঝি পাগল ভাবিস্ তোরা—
পাগল সেত নয়।

বয়স তাহার অনেক হ'ল বটে
দেড়কুড়ি প্রায় হবে;
আজো বলিস্ বুদ্ধি হ'লনাক'—
আর কি হবে তবে?
নাইক রীতি, নাই কোন আচার,
ভাল মন্দ—নাই বটে বিচার,
ছোট বড়—সমান ব্যবহার—
লোকেই বা কি কবে!
বয়স তাহার সত্যি হল দিদি,
বুদ্ধি কি আর হবে!

মেজাজ্টা তার একটু রুক্ষ বটে,
রাগটা বেশী তার;
অপমানের গন্ধ পেলে পরে
জ্ঞান থাকে না আর!
মান যে কোথায়—অন্ন নাহি যোটে!
চোখ-রাঙানি সয়না তবু মোটে,

একেবারে আগুন হয়ে ওঠে—
সাম্‌লে রাখা ভার—
ঐখানে তার মাথা গরম হয়,
রাগ্‌টা বেশী তার !

এ দিকে ত মাটির মানুষ যেন—
দেখে দুঃখ হয় ;
সজ্জা-সাজের কোনই বালাই নাই,
ভুঁয়েই পড়ে রয় !
চায়না কিছুই—থাকে আপন ঝোঁকে,
পায় বা না পায়, তাকায়নাক' চোখে,
হাজার কথা বলে বলুক লোকে—
অমন মানুষ হয় ?
তোরা তারে পাগল বলিসনাক'—
পাগল কভু নয়।

সহজ চলন, সরল মুখের কথা,
শান্ত গলার স্বর ;
বুদ্ধি তাহার ভ্রান্ত হতে পারে,
ফুটফুটে অন্তর !
গুণের কথা—বল্‌ব সে আর কত ?
ধবধবে রং ধুতরো ফুলের মত,

যতই দেখি মনে যে হয় তত—
ভোলা মহেশ্বর !
অম্‌নি পাগল জন্ম-জন্ম পাই—
সেই আশীর্ব্বাদ কর।

আশ্বিনের ব্যথা

শ্বশুরের ঘর স্বামীর আদর—বড় সুখ তাহা মানি—
তবু আজি মন করিছে কেমন কেন-যে তাহা না জানি !
কোন্ ঘরখানি মনে পড়ে থেকে-থেকে,
প্রাণের ভিতরে কে যেন ফিরিছে ডেকে !
ঘরে-ঘরে ঘুরি—মুখে বাস আর বুকের বেদনা টানি'।

হেথা সোহাগের অভাব ত নাই, যতনের হেলা-ফেলা,
নিত্য-নিয়ত মন-যোগানর আয়োজন সে ত মেলা ;
তাই নিয়ে ভুলে' থেকেছি এগার মাস,
আজি মনে হয় কণ্টক-গৃহে বাস —
আজ শুধু বুকে জমে' উঠে শ্বাস শরৎসন্ধ্যাবেলা।

কাঁচপোকা ঐ উড়িয়া বেড়ায় ঘরেরই জানালাপাশে,
এত কাছে—তবু সাধের টীপের কথাটী মনে না আসে।
এয়োতী নারীর লক্ষণ সব আগে—
চুল-বাঁধা —সেও আজ ভাল নাহি লাগে ;
কি হয়েছে মোর—ভিখারীর গানে অশ্রুতে বুক ভাসে !

পোড়া আকাশেরও কি হয়েছে আজ—নীলের উপরে নীল,
সেই নীলিমায় নাহিবে বলিয়া ঘুরে-ঘুরে' উড়ে চিল।
রাত না পোহাতে সাদা রোদখানি উঠি'
পায়ের তলায় করে যেন লুটোপুটি,
লঘু হাওয়াখানি মার বুকে যেন মিলাইতে চাহে মিল!

সকল গন্ধে পেরে উঠি—আমি পারিনাক শিউলিকে—
সে যে হিয়ার পরতে হারা মুখখানি কেটে-কেটে' দেয় লিখে! ·
সন্ধ্যা না হ'তে মৃদু বাসখানি উঠে'
হায় হায় শুধু জাগায় বক্ষপুটে—
মনে হয় যেন অমনি সে ছুটে' চলে' যাই কোন্ দিকে!

ওগো, ছেড়ে দাও! ওগো ছুটি দাও—তিনটি-দিনের ছুটি;
মাকে একবার দেখিয়া আসিব—নামাও নয়ন দুটি।
এত ভালবাস—রাখ আজিকার সাধ,
এ অধীরতার নিওনাক অপরাধ;
তোমারি পূজার ফুলটি আনিব মায়ের চরণে লুটি'।

মায়ের আমার মা এসেছে ঘরে—আমি যে মায়ের মেয়ে;
সারা বছরটী দুটি আঁখি তাঁর দুদিকে যে আছে চেয়ে!
যে চোখ চাহিবে মায়ের পায়ের তলে—
সে চোখ তাঁহার ভরিও না আজ জলে,
সে চোখের জল সব আলো যে গো দিবে সে আঁধারে ছেয়ে!

বিশ্ব জুড়িয়া শোন কান দিয়া—মা এসেছে সব ঘরে ;
মায়ের-মেয়ের সে মিলনটুকু দিও না মলিন করে'।
সারা বৎসরে এ দিন ফিরে না আর,
পথের কাঙাল—সেও মুছে' আঁখিধার
সেই মুখখানি বছরের মত দেখে' নেয় চোখ ভরে'।

ঐ যে সানায়ে বিনায়ে-বিনায়ে কাঁপিয়া কাঁদিছে স্বর,
নয়ন থাকিলে করুণায় বুঝি ঝরিত সে ঝর-ঝর।
যে পূরবী আজ পরতে-পরতে উঠে,
বেদনা তাহার ঘনায়ে-ঘনায়ে ফুটে—
বেতসের মত বেপথু তাহার মর্ম্মেরই মর্ম্মর !

চুণীর বলয় নীলার কণ্ঠী—সব থাক্ তব সাথে,
তোমারি স্মরণ-শুভ-শঙ্খটি নিয়ে যাব শুধু হাতে ;
মায়ের স্নেহের মিলনের মধু দিয়া
তোমারি প্রসাদ আনিব সে ফিরাইয়া—
বিজয়ার রাতে স'পি' দিব হাতে জ্যোৎস্না-নিভৃত ছাতে !

শেষ অর্ঘ্য

সুখশৈশবে অতসী-পলাশে সেবিয়া সরস্বতী
লভিনু যা' ফল—'ধর লক্ষণ' ; লাভ নাই একরতি !

মধুযৌবনে বকুলে-চাঁপায় সাজানু খোঁপায় যাঁর—
গৃহেরই দেবতা ! বরে তাঁর তবু ঘরে টেঁকা হল ভার !

রিক্ত শিশিরে দেখা দিল শিরে শুভ্র তুষাররাশি ;
উপহাস সম—দন্তবিহীন বার্দ্ধক্যের হাসি !
সব ফুল গেছে ঝরিয়া মরিয়া—ধুস্তূর শুধু বাকী ;
ধূর্জ্জটিপদে সঁপিলাম তাই—তিনিও না দেন ফাঁকি ।
গঙ্গাধরকে চাহিনাক, তাঁর গঙ্গায় আজি লোভ—
সেই কোলে ঠাঁই যদি আজি পাই—ভুলে' যাই সব ক্ষোভ ।

ভুল

শেষ আয়োজন সাঙ্গ যখন,
বিদায় নিয়েছি ধরণীতে—
চরণ বাড়াব বৈতরণীর তরণীতে ;
তখন তোমার সময় হল কি,
হল অবকাশ অবশেষে ?
সব বন্ধন ছিঁড়েছে যখন—
তখন আসিলে তুমি হেসে !

রবিশশীহীন আকাশেতে ক্ষীণ
　　পোঁহাতি তারার আলো জ্বলে—
তারি আভাখানি মূরছি কাঁপিছে কালো জলে ;
অজানা নূতন শীত-শিহরণ—
　　বুকে এসে লাগে খোলা হাওয়া ;
বৃথা অভিসার আজিকে তোমার—
　　এখন কি যায় ফিরে' যাওয়া ?

. . .

ক্ষতি ক্ষোভ যত এবারের মত
　　রয়ে গেল ঐ কিনারাতে—
বুকে করে'-করে'—ফিরিতাম যারে দিনেরাতে !
ছুটি পেলে আর ফিরে কি বন্দী,
　　বন্ধু, তাহারে ডাক মিছে ;
বুকের পাঁজরে আজও ব্যথা করে—
　　আর কি চাহিতে পারি পিছে ?

কত কাঁদা-হাসা কত যাওয়া-আসা,
　　ঘাট হ'তে ঘাটে আনাগোনা—
হৃদয়-হাটের বেচাকেনা কত জানাশোনা—
সব সঁপিয়াছি ঐ কালোজলে—
　　আর কি ফিরা'তে পারি তারে ?
ওপারের আলো নয়ন ভুলালো—
　　এখনও চাহিব চারিধারে ?

বন্ধু আমার, নিশীথ-আঁধার
ঘনায় তোমার কালো কেশে—
আঁখিতারা দুটি জ্বলিছে তাহারি তলদেশে।
মাঝে-মাঝে তাই ভুল হয়ে যায়,
এপারে-ওপারে মেশামেশি ;
কোথা ধ্রুবতারা কোথা বা কিনারা—
জীবন হল যে শেষাশেষি !

ছিল একদিন—চাহিলে যেদিন
নয়ন ভুলিত সব চাওয়া—
নিমেষে যেদিন পরাণ পাইত সব পাওয়া !
সব সমীরণ দখিণ পবন—
নন্দন হ'ত ধরণী যে !
আজ আর তবে চাহিয়া কি হবে—
সেদিন স্মরণ করনি যে !

রাত্রি ঘনায়—যাত্রীরা যায়,
শেষ ডাক ঐ কানে আসে—
হারে অভাগ্য ! এ সময়ে কেউ ভালবাসে !
তরী উঠে দুলে' রশি যায় খুলে'
উর্ম্মিরা করে কাণাকাণি—
আকাশে পবনে সাগরে গগনে
এখনি যে হবে জানাজানি !

আর দেরী নাই—যাই তবে যাই,
ক্ষমা কর প্রিয় ক্ষমা কর—
বিদায়ের মাঝে মিলনের মধু মুখে ধর ;
বয়ে যায় ক্ষণ—এখনও নয়ন
ফিরাও করুণ ব্যথামাখা—
খাঁচার পাখীরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে'
কেন আর তারে ধরে' রাখা ?

ফুলে' উঠে পাল—ঘুরে' যায় হাল,
গরজে ঊর্ম্মি—হাওয়া হাঁকে—
হায়রে অবোধ, এ সময়ে কেউ ধরে' রাখে ?
বিদায় ! বিদায় ! ফিরে' দেখি হায় !
তরণী যে নাই নদীকূলে—
হায়রে কপাল ! ইহপরকাল
গেল জীবনের একই ভুলে !

কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল !—
সহসা পথের ’পরে
আমার এ ভাঙা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল !

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে-থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠেছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে—
মেঘে-মেঘে বাজিছে মাদল।

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি’ আর্ত্ত অন্ধকার ;
কোনমতে কাজ সারি’
যে যার ফিরেছে বাড়ী,
ঘরে-ঘরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি’ যত জীবনের ভুল ;

অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কানে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল !

পাগল ! আজি এ রাতে,
এ দুর্য্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ;
তার মাঝে কেবা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে !—
কোথায় বা হবে বিকিকিনি ?

পবন উঠিছে মাতি !
কিছুক্ষণ কাণ পাতি'
মনে হ'ল গিয়াছে বালাই ;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
ফুল চাই—কেয়াফুল চাই !

ভাবিলাম মনে-মনে—
হয়ত বা এ জীবনে
কোনদিন কিনেছিনু ফুল ;
সেই কথা মনে করে'
আজো বা আশায় ঘোরে ;
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল !

তাড়াতাড়ি আলো তুলি'
বাহিরিনু দ্বার খুলি,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারী-বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে!

কহিলাম, এ কি কাণ্ড!
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর?
এ প্রলয়ে কারো কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে—
কেন মিছে বহিছ এ ভার!

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি;—
কপালে লিখিল বিধি তাই!

বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দ্দিন কিবা তার কাছে?

—ওগো তুমি নেবে কিছু ?
নয়ন হইল নিচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে !

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি দেহ মন ;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় ! লাগিল তা
নয়নে বচনে সর্ব্ব দেহে !
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরাল ঘাড়—
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে !

না কহিয়া কোন বাণী
পসরা লইনু টানি'—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা এ কি—এত কেন হবে !

কহিনু—যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারি দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ;
এক পণ দুই পণ—
যেদিন যেমন মন ;
তাহারি আগাম দিনু তোরে।

কতক বুঝে' না-বুঝে'
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে'—
বহু কষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিণী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনো ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল ;
শয্যা লইলাম পাতি,
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল !

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,
বিজলী চমকি' কারে চায় !

কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ-ব্যাকুল-ব্যর্থতায় !

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল ;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে'
কাননের যত কেয়াফুল !

কৃত্তিবাস-প্রশস্তি

একনিষ্ঠ সাধনায়, অপূর্ব্ব সে তপস্যার বলে—
স্বর্গের অমৃতধারা আহরিয়া আর্ত্ত ধরাতলে,
অযুত সগরবংশ-চিতাভস্ম-পরিশিষ্ট দেহে
যে সাধক সঞ্চারিল সঞ্জীবনী ভাগীরথী-স্নেহে—
তারে ত চিনেছে লোকে ; পুরাণের সে ধন্য কাহিনী
কে না জানে আর্য্যাবর্ত্তে—কে না মানে সে পুণ্যবাহিনী ?
কিন্তু হায় ! যে মনীষী, বাল্মীকির কল্পলোক হ'তে
আহরি' অমৃতবাণী, বহাইয়া নবছন্দস্রোতে,

সপ্তকোটি অভিশপ্ত-অঙ্গে ঢালি' অপূর্ব্ব চেতনা
উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল অপরূপ প্রাণ-উন্মাদনা—
তারে কি চিনেছি মোরা? জাগাইয়া সাহিত্যের ক্ষুধা
কে সে কবি সঞ্চারিল মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা—
অনন্ত আগ্রহভরা—বক্ষরক্তে সৃজি' স্তন্যধারা
কে মিটাল তৃষ্ণা তার—আনন্দের অপূর্ব্ব ফোয়ারা!
জানিনা দোঁহার মাঝে কে যে শ্রেষ্ঠ কে যে মহনীয়,
গঙ্গা আর রামায়ণ—কোন্ কীৰ্ত্তি বঙ্গে বরণীয়!
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, কারে রাখি' কারে দিব ছাড়ি'—
উভয়েরই করে গড়া সাতকোটি বাঙালীর নাড়ী!

তোমারে চিনিনি মোরা কীৰ্ত্তিভূষা ওগো কৃত্তিবাস!
দিনের অভয় মন্ত্র—রজনীর উদার আশ্বাস
যেমন চিনেনা লোকে, সে যে বিশ্বে কতবড় দান,
পলে-পলে দণ্ডে-দণ্ডে—নাহি অন্ত নাহি পরিমাণ।
বিধাতার কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত আঁখির সম্মুখে
অহোরাত্রি অকুণ্ঠিত; আলো আসি পড়িতেছে মুখে
প্রত্যহ ঊষার সাথে; শ্বাসরূপে বহে সমীরণ;
অফুরন্ত রসধারাসঞ্চালিত জীবের জীবন;
যোগাইয়া ফলশস্য পড়ে' আছে বিপুল ধরণী
চিরমৌন মহামূক—এ সব কি দান বলে' গণি?
তারা যে সহজপ্রাপ্য! তুচ্ছ বিত্তে হস্ত উঠে ভরি';
সুমহান নিত্যদান চিত্ত সদা রয়েছে পাসরি'।

মানি কিম্বা নাহি মানি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই মহাদান,
দিনে-দিনে দিনু বলে করে না যা' আত্ম-অপমান !
জানি কিম্বা নাহি জানি, তোমারি সে অকুণ্ঠিত প্রেম
স্পর্শমণিপরশনে লোহারে করেছে সে যে হেম !
অক্ষুণ্ণ তোমার জয়—হে কবি, হে গুরু বাঙালীর,
চিনিনি কি তুমি রত্ন, তবু চিত্ত অবনত শির।

তোমার কাব্যের মন্ত্রে অলক্ষিতে লক্ষ নারীনর
মাতৃস্তন্যধারা সাথে ভরি' লয় আপন অন্তর ;—
তোমারি প্রসাদপুষ্ট শিশু চিনে আপনার মায়,
সতী শিখে পতিনিষ্ঠা, ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিত ভাই ;
পিতার সম্মানকল্পে সন্তান সে সহে বনবাস ;
অরণ্যের হিংস্র পশু প্রীতি লভি' সাজে ক্রীতদাস ;
ক্ষত্রিয়ে চণ্ডাল-অন্ন ভাগ করি' ভোগ করে হাসি,
প্রবল দুর্ব্বল-স্নেহে একতায় মিলে পাশাপাশি।
সহজ সরল শুদ্ধ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা দিয়া
সমগ্র দেশের চিত্ত কাব্যজালে তুলেছ গাঁথিয়া।
আজি যা সংস্কারমাত্র, শিক্ষা তাহা ছিল একদিন,
তাহারি শিক্ষক তুমি, তোমারি সে কীর্ত্তি অমলিন ;
তপনের দীপ্তি যথা নিঃশব্দে আঁখিরে দেয় আলো,
স্বীকার করি না করি, বলি আর নাই বলি ভালো !
আজি যে পবিত্র দীক্ষা মজ্জাগত বাঙালীর প্রাণে—
সে তোমারি কাব্য কবি, সে তোমারি প্রতিভার দানে।

না চিনেও চিনিয়াছি, না মেনেও মানিয়াছি তাই,
অন্তরের অন্তরালে শিক্ষা তব ব্যর্থ হয় নাই।

কে বলে বা চিনি নাই? তব কীর্ত্তিধ্বজা স্তম্ভহীন
কাঁপিতেছে লক্ষ বক্ষে মর্ম্মরিয়া চির নিশিদিন।
বাল্মীকির পুণ্যকথা বিশ্বে ব্যাপ্ত গন্ধবহ সম,
বিশ্বের বরণ্যে ঋষি—চরণে তাঁহার নমোনমঃ।
তাঁর স্থান উচ্চশিরে, পণ্ডিতের কাব্যপাঠাগারে,
তুমি আছ বাঙালীর ঘরে-ঘরে হৃদয়ভাণ্ডারে,
ভাঙা বাক্সে, কুলুঙ্গিতে, শয্যাপ্রান্তে—উপাধান তলে,
মসীমাখা তৈললিপ্ত চিহ্ন-আঁকা নয়নের জলে,
কোণ-ভাঙা মলাটের আচ্ছাদনে, ছিন্ন শিশুহাতে—
মায়ের ব্যথায় ভরা, গৃহিণীর গোপন লজ্জাতে;
তরুণীর কেশগন্ধা বন্দী-সীতাসরমার পাতা,
কাঁচপোকা-টিপ-আঁকা—বধূ কবে লিখেছিল খাতা!
ক্ষুদ্র অবকাশক্ষণে বিশ্রামের স্বল্প অবসরে—
তোমার হৃদয়যাত্রা জয়যুক্ত প্রতি ঘরে ঘরে।
গদগদ প্রৌঢ়কণ্ঠে, প্রবীণের দন্তহীন মুখে,
কিশোরীর সুধাস্বরে হাসি-অশ্রু-করুণার দুখে—
তোমার বিজয়-বার্ত্তা কোটি-কণ্ঠে শব্দহীন ফিরে—
ধনীর প্রাসাদ হ'তে দীনতম দরিদ্রকুটীরে।
তন্তুবায় তন্তু তুলি' দিনান্তের দীপটি জ্বালিয়া
করে তব আরাধনা! তেজপাতা-চিহ্নটী খুলিয়া

দিনের বেসাতিশেষে—মুদী তার ভাঙা কণ্ঠস্বরে
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি' বিশ্রামের আয়োজন করে।
আপামরসাধারণ তব পদে যোগায় নিয়ত—
তোমার স্মৃতির পূজা—সে পূজা কি নহে মনোমত ?

হোক্ তাহা মনোমত—তবু সাধ, সবাকারে ডাকি'
প্রত্যহের কর্ম্ম হ'তে নিখিলের ফিরাইয়া আঁখি
বলি উচ্চে—বলি গর্ব্বে, এই দেখ আমার দেবতা—
গগন বিদীর্ণ করি' চীৎকারিয়া বলি সে বারতা,—
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, পুণ্যশ্লোক এই সে নদীয়া—
চৈতন্য পবিত্র যারে করিয়াছে পদস্পর্শ দিয়া ;
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, এইখানে—এরি তপ্ত কোলে
মহাকবি কৃত্তিবাস কীর্ত্তি তার রেখে গেছে চলে'
অমর বৈকুণ্ঠলোকে। মোরা তারি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-ভাই
মিলেছি তাহারি নামে দূর-দূরান্তর হ'তে তাই।
এই তার কীর্ত্তিস্তম্ভ—কীর্ত্তি যার সারা বঙ্গ ভরি'—
কৃতার্থ আমরা সবে আজ সেই পুণ্যকথা স্মরি' !
ধন্য বাণীপূজাদিনে এইখানে জনমিলা কবি,
সার্থক সে বাণীপূজা, সার্থক সে সাধনার ছবি,
আপনি যাহার কণ্ঠে বরমাল্য সঁপিলা ভারতী ;
বঙ্গভাষা বঙ্গবাসী নিত্য যারে করিছে আরতি।
পবিত্র এ মহাতীর্থ—পুণ্যপূত প্রতি ধূলিকণা—
অযুত সাহিত্যভক্তসাথে কবি রচিল অর্চ্চনা। *

* মহাকবির জন্মভূমি ফুলিয়াগ্রামে তাঁহার স্মৃতিসভা উপলক্ষে রচিত।

ছুটি

সব দেবতায় স্মরিব আজিকে, গণেশে নয়—
সিদ্ধির ঝুলি শূন্য থাকুক—তাহারি জয়!
আপনার বোঝা—সেই গুরুভার,
সে ভার বাড়া'তে চাহিনাক আর;
নিস্ব রিক্ত ভাগ্যহীনের কিসের ভয়?
গণেশের মত লক্ষ্মীও মোর বড় সদয়!

অসিদ্ধি-দেবী অকৃতকার্য্যে ডেকেছে আজ—
ঘর ছেড়ে তাই করেছে বাহির ছাড়ায়ে কাজ।
সব আশা হ'তে সকলের কাছে—
চিত্ত আমার ছুটি পাইয়াছে;
ছাড়ি' ভয়-লাজ তাই সে যে আজ রাজাধিরাজ-
গৃহ ছাড়ি' তাই দিগ্বিজয়ের যাত্রা আজ!

পর-পর-পর বহু বৎসর গেল ত চলি'—
সুখ বলে' কিছু পেয়েছি—সে কথা কেমনে বলি?
আজি দিনশেষে সন্ধ্যার বায়
মনে হয় যেন লাগিয়াছে গায়,
আজ আর কভু মিছা ছলনায় নিজেরে ছলি;
আশার আলোক দিনশেষসাথে গিয়াছে চলি'!

দূর করি' যত জাল-জঞ্জাল হাল্কা আজি ;
যেমন করেই যা-কিছু আসুক—তাতেই রাজি ;
হাওয়ায়-হাওয়ায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসা,
যখন যেখানে—সেইখানে বাসা—
দৈন্য-মায়ের শূন্য-নায়ের মুক্তি-মাঝি !
আসুক না বান, জাগুক তুফান—তা'তেই রাজি ।

জোর করে' হাসি, হাল্কা ভাবিবে—কে আছে ভাই ;
প্রাণ ভরে' কাঁদি, 'আহা' বলিবার মানুষ নাই ;
চুপ করে' থাকি, নাই কোন গোল—
কেহ কোথা নাই—ভাবে যে পাগল ;
তার বেশী আর শান্তি হেথায় কিছু না চাই ;
কান্না বা হাসি বাধা দেয় আসি'—মানুষ নাই ।

এ কি আনন্দ ! চারিদিক ফাঁকা—এ কি রে সুখ !
কোথা এর কাছে মায়ের বক্ষ—প্রিয়ার মুখ !
খ্যাতির মন্ত্র, বিত্তের রাশি—
শত নাগপাশে বাঁধা পড়ে' হাসি'
বন্দী দেখায় পায়ের শিকল—কি কৌতুক !
দূর হ'তে দেখি, স্বাধীন মুক্ত—কি মহাসুখ ।

মরুকগে ছাই—তুচ্ছ কথায় আর যাবনা—
সকল ভাবনা এড়ায়ে এ ফের কোন্ ভাবনা !

পরপারে পাড়ি ধরেছে যে আজ,
পরচর্চ্চায় তার কিবা কাজ—
সাজে কি তাহার স্মৃতির পত্র সমালোচনা !
দূর হোক ছাই—তুচ্ছ কথায় আর যাবনা।

ছুটি মোর ছুটি—প্রাণে-মনে আজ পেয়েছি ছুটি'—
ভুল যত—সব ফুল হয়ে তাই উঠেছে ফুটি' !
আকাশের সাথে হব সে আকাশ,
বাতাসের সাথে মিশাব বাতাস ;
ধরণীর ধার শুধিব ধূলার বাঁধন টুটি'—
ছুটি সেই ছুটি—দেহে-মনে যবে মিলিবে ছুটি।

পদ্মাতীরে

পদ্মাতীরে পড়ে' এল বেলা ;
কলকোলাহলক্লান্ত দিবসের মেলা
সন্ধ্যার মেঘের সাথে-
তন্দ্রাস্তব্ধতাতে,
মিলাইয়া এল ধীরে
ধরিত্রীর তীরে ;
তটতরুদল
দক্ষিণের পরশনে পুলক-বিহ্বল,

দিবসের ক্লান্তিশেষে,
স্বপ্নাবেশে
ফিরে' যেন পেল আপনারে ;
তীরে-নীরে নদীপারে-পারে
জাগিল মর্ম্মর কথা—
আনন্দ-উচ্ছল গীতি—ভাষাহীন কলমুখরতা ;
তীরাস্তৃত বালুকার রাশি
মৃদুহাসি'
শু'ল পাশ ফিরে'—
ঝিল্লির ঝালর-দেওয়া অন্ধকারে অঙ্গখানি ঘিরে'।

হেরিনু অসংখ্য ঊর্ম্মি সম্মুখেতে চলিয়াছে ধেয়ে—
সারে-সারে সারিগান গেয়ে ;
উদ্দাম উৎসাহমত্ত উদ্বেল-চঞ্চল—
পারাবার-তীর্থযাত্রীদল
চলিয়াছে চিররাত্রিদিন—
সুদূর লক্ষ্যের পানে নেত্র রাখি' নিমেষবিহীন।
কি জানি কেমনে
সহসা হইল মনে,
আলোছায়া-ঝিকিমিকি সেদিনের ফাল্গুনের সাঁঝে—
ঐ তরঙ্গের মাঝে নিখিলের ধারা-যন্ত্র বাজে !
পরস্পর
আঁকা-বাঁকা আলো-কালো উঁচু-নীচু প্রভেদ বিস্তর ;

নির্ব্বিবাদে তবু পাশাপাশি—
একস্তরে কোটি সঙ্গী সকৌতুকে চলে কলহাসি';
চেয়ে তারি পানে—
ঊর্দ্ধে চলে মেঘমালা সেই সাথে অজানা উজানে!

মনে হয় হেরি' ঐ উর্ম্মিমালা, প্রাতঃসূর্য্যকরে—
আলোকের কলহংস ভেসে' যায় যেন কলস্বরে
লক্ষ-লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি';
স্বর্ণাঙ্কিত-চেলি,
সায়াহ্নের বর্ণ-ভাঙা রাঙা অন্ধকারে,
যেন তারা উড়ে' চলে পারে—
গৈরিক তরঙ্গ আঁকি'
চক্রবাকী
যেন সারে-সারে—
গায়ে-গায়ে হাজারে-হাজারে;
কাজল-তিমিরে
রজনী ঘনায় ধীরে—
উর্ম্মিপুঞ্জে অন্ধকার-পানকৌড়ি ডুব দেয় নীরে!
শুধু শোনা যায়
মর্ম্মরিত বারি-রাশি—যেন এ মর্ম্মেরি কিনারায়!
অনন্তের কালস্রোত তারি পানে চেয়ে
সেতার মিলায় তার ঐ সুরে গান গেয়ে-গেয়ে;
চেয়ে তারি পানে
বিশ্বের অব্যক্ত বাণী ধ্বনি' উঠে কথাহীন গানে!

দিনে-রাতে
হেরি তারি সাথে—
অলক্ষিত লক্ষ ঊর্ম্মিদল,
শব্দে গন্ধে রূপে ছন্দে স্পন্দমান নিয়ত চঞ্চল ;
আকাশের তারা—
মহাশূন্যে মালা গেঁথে চলিয়াছে চির-শ্রান্তি-হারা,
প্রাণ-পরীবাহ
অনুদিন অক্লান্ত-উৎসাহ—
অসংখ্য জীবের মাঝে দেশে-দেশে চলিয়াছে ছুটে' ;
বীজ রেখে ফল যায় টুটে'—
সেই বীজে ফল ফের ফলে,
জীবন-প্রবাহ এঁকে সৃষ্টিমাঝে শূন্যে স্থলে জলে ;
শৈল-শৃঙ্গে পৃথ্বীগাত্রে মৃত্তিকার 'পরে—
ঐ তরঙ্গেরি রেখা স্তবকে-স্তবকে স্তরে-স্তরে ;
চলে বিশ্ব-তরঙ্গের শ্রেণী—
অস্পষ্ট কোথাও স্পষ্ট—আন্দোলিত অনন্তের বেণী !

ঐ ঊর্ম্মিহার,
অনাদি যুগের লক্ষ অজানিত অক্ষরের সার—
বাক্যে-রসে ভরি' উঠে' ধীরে,
শুনায় অখণ্ড-গীতি নিতি-নিতি অমৃতের তীরে ;
ঐ ঊর্ম্মিমালা—
প্রভাতে-সন্ধ্যায় নিত্য সাজাইছে ডালা

অসীমের পদে,
ভেসে-যাওয়া অর্ঘ্য রচি' কুমুদে-কহ্লারে-কোকনদে ;
ঐ রস-তরঙ্গের ধারা
আপনি সর্ব্বস্বহারা অপারের খুঁজিছে কিনারা ;
লক্ষ্যে স্থির—গতিতে চঞ্চল
অনন্ত পথের পান্থ শুধু কহে—চল্ চল্ চল্ !
হে নিয়তি, দ্বিধাহীন গতি !
আজি কবি পাঠায় প্রণতি
তোমার লক্ষ্যের পানে—
তব মাঝখানে ;
তোমার যাত্রার বার্ত্তা কহ আজি সবে—
শক্তিমত্ত মোহান্ধ মানবে ;
পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমের পানে,
শুনাও সকল বর্ণে, জাতি-ধর্ম্মে প্রত্যেকের কাণে—
তোমার প্রশান্ত মন্ত্রবাণী—
স্বার্থে নয় দ্বন্দ্বে নয়—ঐক্যে শুধু লক্ষ্য বলি' মানি !
অনন্তের পথে
জলে-স্থলে নাহি ভেদ, নাহি বাধা সমুদ্রে-পর্ব্বতে ;
বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া
অসীমের সাম্য-সাম অবিশ্রাম উঠিছে ধ্বনিয়া—
সেতারের তারে-তারে যথা
সুরে-সুরে ঘুরে'-ঘুরে' পূরে' উঠে গানের পূর্ণতা ;
তরঙ্গের ভঙ্গীর বিভেদ—
সে ধ্রুবযাত্রার পথে নহে বিঘ্ন নহে প্রতিষেধ ;

একলক্ষ্য সচঞ্চল তরঙ্গের দল
নিশিদিন কলস্বরে তাই বলে—চল্ চল্ চল্।

বহ্নিশিখা

দীপ্তিরূপিণী হে বহ্নিশিখা, হে মোর অমৃত-আলো,
আমারে তোমার দীপটী করিলে, ওগো ভালো সেই ভালো !
জ্বালাও বন্ধু জ্বালাও—
এমনি করিয়া জীবন-রাত্রে যাত্রীরে তব চালাও !

আমার বলিয়া যাহা কিছু—কোন' অর্থ কি তার আছে—
তোমারি পরশ শুধু তারে প্রিয়, সার্থক করিয়াছে !
ওগো সুন্দরি শিখা,
চিরদহনের এ কোন্ মিলন দগ্ধ-ললাট-লিখা !

কবে কোন্ দিন প্রথম সে দেখা—জ্বলন্ত মনে আছে—
প্রাণপতঙ্গ পলকে যেদিন আপনারে সঁপিয়াছে !
গিয়াছে তাহার সব—
তবু নিবিল না—হে অগ্নি, তব অনন্ত থাণ্ডব !

হায় এ কি প্রেম, মিলন যাহার বিচ্ছেদ পলে-পলে ;
বেদনা-অশ্রু শিখারূপে যার জ্বালামুখী হয়ে জ্বলে !
আলো ভাবে তারে আঁখি—
অন্তরমাঝে যে দাহ বিরাজে—অন্যে বুঝিবে তা কি ?

অঙ্গে-অঙ্গে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে হানি' বিদ্যুৎ-জ্বালা
অবলুণ্ঠিত-কণ্ঠে পরালে কণ্টকে-গাঁথা মালা ;
ওগো সেই মণিহার
মর্ম্মের সাথে গাঁথা হয়ে গেছে—সাধ্য কি ভুলিবার !

তবে তাই হোক্—দহন তোমার, হে সর্ব্বভুক্ শিখা,
পরাক্ তাহার ললাটের 'পরে বেদনার রাজটীকা ;
তোমার সে মহাদান
হানুক তাহার বক্ষের মাঝে মরণ-বজ্রবাণ !

হে মোর মরণ ! শেষ নিবেদন—নির্ব্বাণে শুধু তার—
ধূম-অঙ্কিত লাঞ্ছনা-কালী লিখোনা ললাটে আর ;
দীপ্তি—সে পাক্ পরে,
দাহ থাক্ তার গোপন গর্ব্ব আপনার অন্তরে !

বাঁশীওয়ালা

ওগো বাঁশীও'লা, এই বাড়ী এস—আধেক-জানালা-ফাঁকে,
কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিও'লাকে ;
অঙ্কে তাহার ফুট্‌ফুটে মেয়ে—তারি পানে বাহু মেলি'—
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি' !

বৈশাখী দিবা—দ্বিপ্রহরের আলোক-পাপড়িগুলি
একে-একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়িছে খুলি' ;
নিথর নিঝুম—তন্দ্রা-আহত নীলের বক্ষ চিরে'
ক্লান্ত-করুণ চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে !

হেনকালে পথে তীব্র-মধুর বাঁশীর আর্ত্তনাদ
মধ্য-দিনের সমাধি-স্বপ্নে সহসা সাধিল বাদ ;
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিশু-গোপীদলে অমনি পড়িল সাড়া—
কালা নাই—তবু বাঁশরীর স্বরে তোলপাড় সারা পাড়া !

শিরে বহি' বোঝা বাঁশীটি ধরিয়া শীর্ণ দু'খানি হাতে,
ফুৎকারে দু'টি ফুলাইয়া গাল সুবিপুল চেষ্টাতে—
পথ দিয়া বুড়া বাজায়ে চলেছে—আঁখি রাখি' চারিভিতে—
ওগো, এই বাড়ী—ডাকিল তরুণী সুমধুর ভঙ্গীতে।

দুই হাত দিয়ে পসরা নামায়ে পসারী ঢুকিল দ্বারে,
অন্ধের মত ক্ষণেক সহসা দাঁড়াল অন্ধকারে ;
বক্ষ ভেদিয়া উঠিল যে ধ্বনি দীর্ঘশ্বাসের মত—
লক্ষ্য করিলে বুঝিবে নিমেষে ক্লান্তি যে তার কত !

ভাল বাঁশী আছে—শুধা'ল তরুণী—শিশু-মুখে হাসি ফুটে ;
বা'র কর দেখি—কচি মুখে যাহা আপনি বাজিয়া উঠে ;
টুক্‌টুকে ঐ ঠোঁটের মতন টুক্‌টুকে হওয়া চাই—
মূল্যের লাগি' ভাবিও না কিছু—যা চাহিবে দিব তাই।

পণ্যের ভার নামাইতে বুড়া—আপনি পড়িল নুয়ে—
শুষ্ক কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকি' বসিয়া পড়িল ভুঁয়ে !
একটু জল কি পাই মা জননী—তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি—
তরুণীর পানে চাহিল বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ-নয়ন পাতি' !

'মা' বলে' ডাকিতে, বাকী ছিল যাহা মায়ের নিভৃত প্রাণে—
উছলি' উঠিল অমৃত-সিন্ধু চাহিতে মুখের পানে ;
মেয়েরে নামায়ে তাড়াতাড়ি উঠে' ছুটে' গিয়ে ঘর থেকে
সুশীতল জল, সাথে কিছু তার—সম্মুখে দিয়া রেখে,

মধু নিঙাড়িয়া কহিল—আহাহা ! রোদটা লেগেছে ভারি !
খেয়ে ফেল বাছা—জননী-কণ্ঠে ঝরিল অমৃত-ঝারি !
অমনি সঙ্গে ইঙ্গিত করি' মোহন ভঙ্গিমাতে—
'কেয়ে প্যাল' বলি' প্রতিধ্বনিটি জাগিল যেন রে সাথে !

স্নেহের সে দানে লভিয়া জীবন—বালিকার পানে চাহি'
মুগ্ধ যেন সে রহিল বৃদ্ধ—নয়নে নিমেষ নাহি ;
মুখে নাহি বাণী—সঙ্কোচে টানি' লইল তাহারে বুকে—
সিন্ধুর কোলে ধরা দিল শশী আনন্দে কৌতুকে !

কোথায় পসরা, কোথা বেচা-কেনা—কিছু নাই, নাহি কেউ,
অকূলের কূলে আছাড়িয়া মরে দুকূল-হারাণ' ঢেউ ;
কোন্ সুদূরের কোন্ ছবিখানি কবেকার কেবা জানে—
অতলের তলে কোন্ ছলে আজি বাড়ব-অগ্নি হানে !

সূর্য্য তখনো রুদ্র প্রদীপ ঘুরায়ে গগন-থালে,
বিশ্বনাথের মন্দিরতলে দীপ্তির ধারা ঢালে ;
বাজে অমূর্ত্ত প্রহর-ঘণ্টা ডিণ্ডিমে তাল রাখি'—
মুখর মেদিনী ভয়নির্ব্বাক মেলি' বিস্মিত আঁখি !

বয়ে যায় বেলা, কাজ আছে মেলা—রমণী ডাকিল তারে—
স্বপ্নাবিষ্ট চকিতে উঠিয়া বসিল অন্ধকারে !
তাড়াতাড়ি খুলি' বৃহৎ পুঁটুলি—হাতাড়িয়া তলদেশে—
টকটকে রাঙা অপূর্ব্ব বাঁশী বাহির করিলা শেষে !

তিরি-রিরি-রিরি—বাজিল বাঁশরী কচি মুখে চুমু খেয়ে ;
বিস্মিত বুড়া—কাঙাল যেন সে মাণিক কুড়ায়ে পেয়ে !
মহা আনন্দে হাততালি দিয়া হাসি-মুকলিত মুখে
সিন্ধুর শশী ঝাঁপায়ে পড়িল আকাশের শ্যাম বুকে !

বাঁশীওয়ালা

কত দাম হবে—শুধাল জননী, হরষিত আঁখি তুলি'—
বৃদ্ধ তখনো বালিকার প্যানে চেয়ে আছে সব ভুলি' !
দাম কত এর—শুধাইল ফিরে'—পসরা বাঁধিতে তার,
বৃদ্ধের বাহু উঠিল কাঁপিয়া—নয়নে অশ্রুধার !

মাপ কর মোরে—টিনের বাঁশীর কত বা হইবে দাম !
'সেলামী' বলিয়া মায়েরে আমার আজি উহা সঁপিলাম।
হিয়ার মাঝারে কি যে আজি করে—কেমনে বুঝাব বলে'—
দশগুণ দাম পেয়েছি যখনি মায়েরে করেছি কোলে !

ওমা ! সে কি কথা—গরিব মানুষ, দুঃখের কড়ি তব—
মুখের অন্ন—অমন করিয়া কেমনে কাড়িয়া লব ?
এস যেয়ো—পথে, দেখে-শুনে' যেয়ো—এমনি সে চিরদিন,
ঋণদায়ে আর জড়িয়ো না মোরে—সে যে বড় সুকঠিন !

ছাড়িয়া মায়েরে খুকি আজি দূরে—বাঁশী যে তাহার সাথী—
বুল্‌বুল যেন শিস্ দিয়ে ফিরে সুরের নেশায় মাতি' !
তিরি-রিরি-রিরি বলিছে বাঁশরী—অমনি হাসিটি মুখে—
আনন্দ যেন উছলি' উঠিছে উৎসাহে-কৌতুকে !

প্রাণ তুমি মোরে দিলে যে আজিকে—সে কি নহে মোর ঋণ-
প্রাণের বদলে ছোট বাঁশীটাও দিতে কি পারে না দীন ?
দরিদ্র বটে, তবু যে আমার ছিল মা—অমনি মেয়ে—
সেই মুখ আজ মনে পড়ে' গেছে ঐ মুখখানি চেয়ে !

থামিল বৃদ্ধ—কণ্ঠ তাহার গদ্‌গদ করুণায়,
অশ্রুবাষ্প ফিরিয়া-ফিরিয়া নেত্র ভরিয়া যায়!
জননীর স্নেহ-অশ্রুসাগরে—সেথাও ডেকেছে বান—
পসারীর শিরে হাত রাখি' কহে—তুই মোর সন্তান!

রুধির যেদিন ক্ষীর হয়ে আসে—রমণী যেদিন মাতা,
নয়নবহ্নি মেঘ হয়ে যবে আবরে আঁখির পাতা;
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে উঠে রসধারা—
বিশ্বে সে দিন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা!

মেয়ে মনে ভাবে—এ কি হ'ল আজ, বুড়া কেন নাহি যায়—
তাই—ধীরে-ধীরে মার পানে আর তার পানে ফিরে' চায়।
পাওনা যা'—তাহা পাওয়া কি হইল, দেনা কি রহিল দেনা—
খেলার পসরা বিনিময়ে আজ মমতার বেচাকেনা!

সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে তখন—রাঙা রবি গেছে পাটে—
কি পসরা আজ বেচিলে পসারি, হারাণ'-হিয়ার হাটে?
হারায় যা' তাহা যায় কি রে পাওয়া—ও শুধু বাড়ান' দুখ—
বার-বার হায়! সেই ব্যথা পেতে, তবু মন উৎসুক!

———

প্রেমোন্মাদ

ঐ কে এল রে কালো পথিক—আমার আঙিনাতে,
ওরে, কে এলরে আজ ?
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল সজল আঁখিপাতে,
সে যে ভুলিয়ে দিল কাজ !
সখি, ঐ কি তোদের কালা ?
ঐ কালোর বুকে ঝিলিক্ মারে—ঐ কি বনমালা !

আমার কাণে-কাণে কত কথাই কইত কত লোকে—
তারা কইতনা মুখ ফুটে,
শুনে' ভয়ে আমি যাই না ঘাটে, চাই না কারো চোখে,
পাছে কলঙ্ক-নাম উঠে !
সদাই পোড়া মনের ভয়—
ওরে কালার কালো বরণ যদি পাগল করাই হয় !

ওগো, সেই কি লো সই অতিথ হতে আপ্না হতে আজ
এল এ মোর গৃহদ্বারে,
ওরে এমন রূপ ত দেখিনি রে, ও কি মোহন সাজ—
ও যে সব ভুলাতে পারে !

ঐ স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া—
যেন বুকের মাঝে চন্দন-রস অঙ্গপরশ পাওয়া !

শোন মুহুর্মুহু মুহুর্মুহু মধুর মুরলীতে
ঐ সারা আকাশ ভরি',
এই গুরু-গুরু বুকের মত মনের চারিভিতে
আমায় ডাকছে সহচরি !
সখি, ঐ ত শ্যামের বাঁশী,
সেই মন-ভুলান' প্রাণ-মাতান' মরণ সর্ব্বনাশী !

হের শিখি-পাখার ইন্দ্রধনু পড়্‌ল বুঝি নুয়ে
এই মাথার 'পরে এসে ;
ওকি, অশ্রু তাহার ফোঁটায়-ফোঁটায় পড়ল্‌ বুঝি ভুঁয়ে
আমার বুকের তলদেশে !
আমি রইতে কি আর পারি,
আজ গৃহদ্বারে এল যে মোর মানস-কুঞ্জচারী !

ঐ ঝর্ঝরিয়া ঝর্ঝরিয়া ঝরছে আঁখিধার
তার কালো কপোল বেয়ে,
আজ দুকূল-হারা করে' আমার প্রাণের পারাবার
ঐ আস্‌ছে বুঝি ধেয়ে ;
এ কি পুলক-ব্যথা প্রাণে—
এ কি কদম্বফুল উঠল ফুটে' অন্তরমাঝখানে !

কালো তমালবনের কাজল-কালী লাগল ঘরে-দ্বারে—
ওরে, লাগল এ আঁখিতে,
ঐ যমুনাজল উচ্ছ্বসিয়া জাগ্‌ল পারে-পারে
ওরে, লাগ্‌ল আচম্বিতে!
তারি শীতল কালো জলে,
দেখি আজ্‌কে রাধা পায় কিনা ঠাঁই মরণ-মহাতলে!

তাজ

স্নেহ-মমতার খনি, প্রেমের অমূল মণি—
হে মন্দভাগিনী মমতাজ!
নিতান্ত পাষাণে গড়া তাজ-সতীনের কাছে
হায় তুমি পরাজিত আজ!
প্রাণপণ ভালবাসা, একান্ত আগ্রহে যারে
রাখিতে পারেনি দুটী দিন;
পাষাণ-বাহুর ঘেরে সে নাম যে আজো ফেরে—
স্মৃতি তার তাহারি অধীন!
তোমারি প্রেমের সাক্ষী, তোমারে করিয়া জয়—
আজো ঐ দাঁড়ায়ে গরবে!
তাজ আর সাজাহান—একসাথে বলে লোকে,
—মমতাজ ক'জনে বা কবে?

হৃদয়ের মাঝে যেই প্রেমের গোপন বাসা—
সে হৃদয় ক'দিন বা থাকে !
প্রিয়েরে পুষিবে যেবা পাষাণ হউক সে বা—
পাষাণই পাষাণ পৃথ্বী রাখে !

মথুরার রাজা

মথুরার রাজা চিনিনি আমরা, আমরা ব্রজের ব্রজবাসী—
মোরা শুধু চিনি প্রাণের কানায়ে, আর চিনি তার সাধা বাঁশী !
রাখালের মিতা বলে' জানি তারে, আজ দেখি সে যে মহারাজা—
আহা, তাই হোক্—শুভ অভিষেক ! ওরে তোরা জোরে শাঁখ বাজা
আহিরী-গোয়ালা—জানিনি আমরা পূজা-উপচার কারে বলে,
মোরা শুধু তারে ভাল যে বেসেছি—চোখে দেখে' তাই যাব চলে'।
যেখানেই থাক্, যা খুসী তা পাক্, সখা আমাদের থাক্ সুখে—
চোখে-চোখে যদি নাই থাকে—থাক্ সুখে-দুখে মুখে বুকে-বুকে !

রাজসূয় যাগ আগে নাই থাক, তবু রাখালেরই রাজা করে'
গোপ-গোয়ালার প্রাণের আসনে নিয়েছি তাহারে কবে বরে' !
রাজসম্মান জানিনি আমরা, তবু তার মান কতখানি,
বৃন্দাবনের বনে-বনে-বনে প্রাণে-মনে মোরা ভাল জানি।
আজি হোক রাজা, যত খুসী সাজা—যত খুসি জোরে বাঁশী বাজা,
জীবনে-মরণে সে যে আমাদেরি, হোক্ সে তোদের মহারাজা !

মথুরার নাথ হোক্ না সে কেন, মোরা চিনি শুধু ব্রজনাথে—
রাখালের প্রাণে গাঁথা যে সে নাম, আঁকা রাধিকার হৃদি-পাতে!

আজি চারিদিকে সান্ত্রী-পাহারা, রাজপুরী-দ্বারে শত দ্বারী,
ছত্রে-চামরে সাজায়েছে তারে সিংহাসনের অধিকারী;
বন্দী-চারণ-বিরচিত চারু প্রশস্তি শত মুখে রটে—
এ নহে অলকা-তিলকা রচনা—এই ত রাজার মত বটে!
অক্ষয় খ্যাতি আজ তার সাথী, রমা আজি নিজে অনুগত—.
রাখালের গীতি, রাধিকার প্রীতি—সে কি আর হবে মনোমত?
তাই শুধু ভাবি, রাজার দণ্ড হাতে পেয়ে, পেয়ে সিংহাসন,
বাঁশী সাথে আজি মোদের না ত্যজে, না ভোলে সাধের বৃন্দাবন!

না গো না বৃন্দা, তুলিস্‌না আর বৃন্দাবনের গত কথা,
শ্যাম-সমারোহ-শুভদিন আজি, সাজে কি কাহারও মনোব্যথা?
তমালের তলে নয়নের জলে শ্রীমতীর আজ দশা কি যে--
গোপ-গোপিনীর গভীর বেদনা ঢেকে রাখ' আজ মনে নিজে;
নন্দ-যশোদা কোথা শুয়ে ভুঁয়ে, কেমনে কাটায় দিবারাতি;
প্রাণের কানাই! কোথা গেলি' বলে'—কেঁদে-কেঁদে ফিরে যত সাথী;
সাধের গোধন করিছে রোদন, পরশে না বারি দিলে মুখে,
ময়ুর-ময়ূরী শ্যামা-শুক-সারী উড়িয়া গিয়াছে মনদুখে!

শ্রীদাম সুদাম—কেন বা সে নাম—দাম কি তাদের কারো কাছে?
কানায়ে হারায়ে কোনমতে কোণে কাণা হয়ে কড়ি বেঁচে আছে!
বৃন্দাবন সে বন শুধু আজি—জনহীন, তরু ফলহারা,
কদম্ব শুধু ঝরে'-ঝরে'-ঝরে' কেঁদে-কেঁদে আজ হ'ল সারা!

যমুনার জল বাড়িছে কেবল ব্রজবাসীদের আঁখিজলে,
কালার বিরহ-কালবিষ যেন কালো জলে বহে কলকলে ;
দখিণা বাতাস নাই মধুমাস—এক ঋতু শুধু—বরষা সে,
শুধু অবিরল ঝরিতেছে জল, ঝড় বহে শুধু হা-হুতাশে !

না, না—মিছে ভয়, তাকি কভু হয় ? সখা কি মোদের যে সে রাজা,
ব্যথিতের সাথে কাঁদে যে আঘাতে, সাজা দিয়ে পায় নিজে সাজা !
বন্ধু যাহারা, ভক্ত যাহারা, অনুরাগী যারা অনুদিনে,
তারা যে সে-বিনে পানিহীন মীন, কানু কি তাদের নাহি চিনে ?
আজিকার এই নব রাজ-সাজ, তাদেরি বাড়াতে লোকমাঝে,
পিরীতি-বাঁধন আঁটিয়া বাঁধিতে বিরহেরই ব্যথা বুকে বাজে !
এত আঁখিজল—সে কি নিস্ফল—বুকের রক্ত মিছে সে কি ?
যত না উচ্চে উড়ুক বিহগ—ধরার বাঁধন এড়াবে কি ?

তাই বলি—আজ মহা শুভদিন—বৃন্দাবনের বনচারী
সিংহাসনের অধিকারী আজ, বিশ্বজনের মনোহারী।
চন্দ্র আজিকে সিন্ধু ছাড়িয়া উদিল উর্দ্ধে মহাকাশে—
ঐ ললাটিকা মহারাজ-টীকা ধ্রুবজ্যোতিরূপে পরকাশে !
বৃন্দাবনের বনে-বনে যাহা রাধারে ডাকিয়া ফিরিয়াছে—
সে বাঁশী আজিকে বিশ্ব-রাধারে আপনার করি বরিয়াছে।
ভরিয়া বিমান বন্দনা-গান গাহ আজি তবে ব্রজবাসী—
ছড়াক্ বিশ্বে শত-শরতের চন্দ্রধবল যশোরাশি। *

---

* নাটোরে শ্রীযুক্ত মহারাজের সম্বর্দ্ধনা-সভায় পঠিত।

দৃষ্টি

কহে না সে কোন কথা চুপ করে' শুধু চেয়ে থাকে,
যুগ্ম-আঁখি যেন দুটী তারা ;
মৌন হাসিটুকু সদা মুখখানি ছেয়ে যেন রাখে
অতিসূক্ষ্ম আবরণপারা।
যত খুসী চেয়ে থাক' দৃষ্টি তার নহে সঙ্কুচিত,
চির-সমুজ্জল শিখাখানি—
চেয়ে-চেয়ে-চেয়ে-চেয়ে অবশেষে আপনি কুণ্ঠিত
ফিরে আঁখি অপরাধ মানি'।
দূরে তবু অতি কাছে, কাছে তবু যেন অতি দূর,
সুগভীর রহস্যের মত,
অজানা মোহের ঘোরে পরাণেরে করে ভরপূর—
তৃষাতুর, তবু তন্দ্রাহত!
মনে বাসি কত কথা মরমের, বলি তার কাছে,
শেষে দেখি, সব ভুলে' যাই—
ব্যথাতুর বক্ষতলে দ্রুততালে রক্ত শুধু নাচে—
মাথা ঘোরে—আপনা হারাই!
একি মায়া! একি মোহ! একি ভ্রান্তি! একি মতিভ্রম!
জাগরণ অথবা স্বপন!—
একি সুখ! একি দুঃখ! স্নিগ্ধজ্বালা একিরে বিষম!
পলে-পলে একিরে মরণ!

শ্মশানপারের সন্ন্যাসী

ওগো, শ্মশান-পারের সন্ন্যাসী!
তোমার চোখেও অশ্রু বহে
বিচিত্র কি এর বেশী!

বিসর্জ্জনের আপন বুকের কাছে
যেজন বিজন আসন মেলিয়াছে—
তারও বুকে কিসের ব্যথা বাজে;
হায়, সে ব্যথা কোন্ দেশী?

মোদের বটে ধরার ধূলার সাথে
হাজার বাঁধন ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে,
সুখের বাধা দুখের বেদনাতে—
চোখের সলিল শুকায় না—
সকল ছাড়ি' পারের পাড়ির নায়ে
যে জন উঠে' বস্‌ল ধূলো-পায়ে,
সেও ধরণীর দুঃখ-দেনার দায়ে
ধারের কড়ি চুকায় না!

ওপারের ঐ শ্মশান-ঘাটের পারে,
শেয়াল-ডাকা শেওড়া-বনের ধারে—
নিত্য যেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দিনের চিতা শেষ জ্বলে—
সেইখানে ঐ জটাচ্ছটার মাঝে
ভস্মানুলেপ রুদ্র-অক্ষ-সাজে,
অক্ষি কারো আজও কি চায় লাজে,
হায়, কে দিবে আজ বলে' ?

হায় রে ভাগ্য, হায়রে মানব-মন,
ধূলায় তোমার এতই আকর্ষণ,
ত্যাগের মাঝেও নাইক বিসর্জ্জন—
নয়ন তবু চায় পিছে !
হৃদয়—সে যে সহস্রবার করে'
অ-ধরারে রাখ্‌তে চাহে ধরে'—
দুরাশা—সে বাঁচতে চাহে মরে'—
সে কি গো হায়, সব মিছে ?

মন থাকিলে থাকেই বুঝি আশা,
প্রাণ বুঝি চায় প্রাণের ভালবাসা,
মর্ম্ম-পাখী বাঁধতে চাহে বাসা
ধরণীরই কোন্‌টিতে,

নাগকেশর

দেব্‌তা তোমার—সেও বুঝি রে, হায়!
মনের কাছেই ধরা দিতে চায়;
আনন্দ যা', তা'তেই বুঝি পায়—
মরণের এই গণ্ডীতে!

ভ্রষ্টযাত্রা

সারাটা দিন গেল আমার হেলা-ফেলাতে,
আর কি এখন জম্‌বে পাড়ি সাঁঝের বেলাতে!
রোদ যা ছিল গেছে সরে',
বাতাস কখন্ গেল মরে'—
বনের আঁখি পড়ছে ঢুলে' ঝাউয়ের শাখাতে—
তন্দ্রা নামে সন্ধ্যা-পাখীর কাজল-পাখাতে!

প্রভাত যবে চাইল মুখে আবির ছড়িয়ে—
পরশটী তার তপ্ত বুকে ধরল জড়িয়ে;
ছায়ালোকের আবেশ-পাশে
হৃদয় আমার হারিয়ে হাসে—
চম্‌কে দেখি, কখন্ বেলা বাড়ল গগনে,
বন্ধ হল যাত্রা আমার ঊষার লগনে!

দুপুর ধরে' ভাব্‌ছি বসে'—যাব এবারে,
আম্র-মুকুল নেশার মত ঘিরল দুধারে;

পতঙ্গদের গুঞ্জরণে
গন্ধ ঘুমায় কুঞ্জবনে,
আঁখির পাতা আপনি কখন্ পড়ল এলিয়ে—
ভুলিয়ে দিল স্বপ্নাবেশের পরশ বুলিয়ে।

চাইনু জেগে—সূর্য্য তখন গড়িয়ে গিয়েছে,
নদীর পারে আঁধার তাহার আসন নিয়েছে;
সর্ষে-ক্ষেতের হল্‌দে গায়ে
সোনার আলো যায় মিলায়ে,
হাঁসের মালা কাতার দিয়ে উড়ছে ওপারে,
নৌকা আমার দুল্‌ছে ধীরে সন্ধ্যা-আঁধারে।

সারাটা দিন কাট্‌ল যাহার এম্‌নি হেলাতে,
তবু তারে বলবি যেতে কাজের খেলাতে!
অন্ধকারে বাব্‌লা-বনে
কাঁটার কথাই জাগ্‌ল মনে,
হায় রে, কোথায় পার সে পাবে রাত্রি-বেলাতে—
একটীমাত্র যাত্রা যে তার মৃত্যু-ভেলাতে!

আমি

আমার মাঝে যে জন বড় আমি,
আজ্‌কে তারেই বল্‌ব আমার স্বামী—
করব নমস্কার ;
বল্‌ব তুমি লুকিয়ে যতই থাক,
তোমায় আমি আর ত ভুল্‌ছিনাক'—
হে মোর অহঙ্কার !

কথা তুমি কইবে না তা' জানি,
তাই ত তোমায় আরো আপন মানি'
বস্‌ব পায়ের তলে,
ছোট-আমার বিদ্রোহ আর ব্যথা,
বিরোধ-ভরা গোপন বুকের কথা
বল্‌ব নয়নজলে।

ছোট সে যে—অনেক দোষ যে তার,
বড়-তোমার তাইত ক্ষমার ভার—
ওগো দুখের সাথী,

তাহার হয়ে সইতে তোমায় হবে,
কলঙ্ক তার নিজের করে' লবে
আপন মাথা পাতি'।

তারি পাপের বাষ্প তোমার চোখে
অশ্রু হয়ে ঝর্‌বে লোকে-লোকে
দুঃখে অহর্নিশ,
তারি বিরোধ-বজ্র-অনল-শিখা
তোমার ভালে জ্বাল্‌বে দীপক-লিখা—
কণ্ঠে তাহার বিষ!

ওগো বড়, ওগো সত্য-আমি,
ওগো ছোটর গরব-করা স্বামি,
ওগো ব্যথার ব্যথী,
সূর্য্য হল অস্ত-অচলগামী,
সন্ধ্যা-আঁধার এল যে আজ নামি'—
এস দীনের গতি!

এল রাতি, জ্বালিয়ে আন' বাতি,
বাসর-শয়ন আপনি লহ পাতি'
ছোটরে লও ডাকি'—
পরশ দিয়ে জুড়াও তাহার তাপ,
প্রীতির আলোয় ঘুচাও আঁধার পাপ,
পাবন বুকে ঢাকি'।

কণ্ঠ আমার উঠুক সুখে গেয়ে,
নেত্র আমার দেখুক্ চেয়ে-চেয়ে
মধু-মিলন-রাস ;
বড়র সাথে ছোট কেমন মেলে ;
তেমন ক্ষণে পরশখানি পেলে
প্রেমের পরকাশ

কলঙ্ক-ভঞ্জন

শ্রাবণ-মেঘের ভূষায় লেখা আকাশ-ভুর্জ্জপাতে
কোন্ মিনতির বার্ত্তা এল পৃথ্বীরাণীর হাতে ?
কৃষ্ণমেঘের অশ্রুধারার আর্দ্র প্রেমাঞ্জন
কর্‌ল কি আজ সৃষ্টি-রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন !

বাদর-ঝরা ভাদর-মুখে তাই কি সুধাহাসি,
তরল দিঠি চম্‌কে চলে পুলক পরকাশি' !
দীঘির কালো বক্ষ চিরে' ফুটল শতদল,
সেফালিকার রুক্ষ শিরে ছুট্‌ল পরিমল,
শ্যামল ধানের কোমল দেহে চিকণ চঞ্চলতা,
সরোবরের ডাগর চোখে আবেশ-বিহ্বলতা,
নূতন-ফোটা নীপের গায়ে হরষ ধরেনা রে,
কাশের হাসি যায় রে বয়ে নদীর ধারে-ধারে ।

কনক-চাঁপা ব্রজের বধূ গৌরী গোরচনা—
সবুজ শাড়ীর ঘোমটা-আড়ে তাই কি দেখাশোনা ?
সারা ভুবন সাজ্‌ল কি তাই ভুবনমোহন সাজে,
সরস শোভার তরল-নূপুর সর্ব্ব অঙ্গে বাজে !

বর্ষামেঘের কাজল-আঁকা আকাশ-ভূর্জ্জপাতে
কার সোহাগের বার্ত্তা এল বিশ্বরাণীর হাতে ?
শ্যাম-জলদের নয়নধারার প্রণয়-রসাঞ্জন
কর্‌ল বুঝি সৃষ্টি-রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন !

মিনতি

ছি ছি ! সবল পুরুষ মানুষ তুমি—
শক্তি তোমার আছে,
এমনতর কাঙালপনা কেন
ক্ষুদ্র নারীর কাছে ?
অমন করে' কাতর করুণ চোখে
তাকিয়ে বারম্বার,
কি চাও তুমি শক্তিহীনার কাছে—
জানিও নাক আর ।

কতটুকুন্ সাধ্য আমার আছে—
যদি বা নাই পারি,
কঠিন সবল পুরুষ-মানুষ তুমি—
আমি তুচ্ছ নারী!

সন্ধ্যা হল, উঠল দখিণ হাওয়া
অজানা কোন্ মাঠে,
কলস-ভরার ঢেউ মিলিয়ে এল
শূন্য দীঘির ঘাটে;
পায়ে-পায়ে আল্‌তা-পরা সারা
খোঁপায় বাঁধা কেশ,
গৃহে-গৃহে সাঙ্গ শয়ন-পাতা,
সন্ধ্যা-দেওয়া শেষ;
অভাগিনীর নাই যদিও বটে
প্রসাধনের কাজ,
তাড়াতাড়ি সারতে তবু হবে
শূন্য ঘরের সাজ!
সে সব কথা তুল্‌বনাক আর
সন্ধ্যা বেড়ে যায়,
আঁধার রাতে অচিন্ দেশের পথে
বাজ্‌বে তোমার পায়!
বলেইছি ত—একটী কথাও আর
শুন্‌বনাক মোটে,

অবশ নারীর শেষ মিনতি তোমার
পায়ের 'পরে লোটে!

ঐ শোননা শাখা-নীড়ের 'পরে
রাতের পাখী ডাকে—
এমন সময় দুয়ার আড়াল করে'
অতিথ কি কেউ থাকে?
ওগো তুমি যাওগো তুমি যাও,
দুয়ার ছেড়ে যাও—
চাইতে কিছু পাবে না আর মোটে
আমার মাথা খাও;
আঁধার-ঢাকা নিরাশ চোখের দিঠি
ভুলায় যদি মোরে,
পারবনা সে—বল্‌ব যে কোন্ মুখে—
বল্‌ব কেমন করে'?
ভাঁটের বুকের গন্ধ-ব্যথা বহি'
উঠ্‌ল পাগল বায়,
এর পরে আর আকুল আবেদন
ফিরিয়ে দেওয়া যায়?
চক্ষু মুদি' কর্ণ রুধি' আমি
পাষাণ হয়ে রব'—
পায়ে পড়ি চেওনা আর কিছু,
প্রেমের দোহাই তব।

পত্র-লেখা

খোলা-চুল পিঠে ফেলা—লিখিতেছে চিঠি,
ভুলিয়া নিখিল বিশ্ব অবনত দিঠি ;
ক্ষুদ্র-পরিমাণ শুভ্র কাগজের 'পরে
মর্ম্মের মালাটি যেন গাঁথিছে আখরে !

অংশে গণ্ডে বাহুপাশে—ঘেরি' চারিধারে
লুণ্ঠিত চিকুরভার। পুঞ্জিত আঁধারে
বক্ষতলে চাপি' যেন লুকাইতে চায়
অন্তরের ধনটীরে কুন্তলপ্রচ্ছায়।

চরণ-কমল দুটী আলসে হেলায়
লুটাইছে শয্যাপ্রান্তে চারু ভঙ্গিমায় ;
নীলাম্বরী শাড়ীটির পাড়টি ঘুরিয়া
গিয়াছে তাহারি কাছে আবেশে মরিয়া !

আলম্বিত তনুলতা শুভ্র শয্যাতলে,
অচঞ্চল শান্ত শোভা ; চলে কি না চলে
বক্ষতলে শ্বাস-বায়ু ; সর্ব্বদেহমনে
প্রাণের যা-কিছু চিহ্ন—ফুটে সে লিখনে !

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। আতপ্ত সমীর
আসে মুক্ত বাতায়নে—বেদনা-অধীর
বহি' নিম্বফুল-বাস। ঝাঁ-ঝাঁ করে দিক—
প্রকৃতি রচিছে স্বপ্ন মুগ্ধ নির্ণিমিখ!

এ কি হ'ল? সন্ধ্যা—সে কি এল এরি মাঝে?
মলিন আননপদ্ম, ছায়াচ্ছন্ন সাঁঝে,
হেলায়ে কোমল বাহু-মৃণালের 'পরে
সহসা চাহিলা শূন্যে—দূর দিগন্তরে।

আঁখি হেরি' মনে হয়, লক্ষ্য নাহি তার—
শূন্য দৃষ্টি—ভেদ করি' চলেছে আঁধার!
চাহ মুখে—বুঝিবে সে মন সেথা নাই—
মূর্ত্তিমান তবু সেথা মনের বালাই!

উদাস করুণ দৃষ্টি নিরাশায় ভরা;
ব্যর্থতার বেদনায় পরিম্লান জরা—
বিষাদপাণ্ডুর মূর্ত্তি। তবু প্রাণপণে
কারে যেন বাঁধিবারে চাহিছে লিখনে!

অন্ধ হয়ে এল দিন সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
চক্ষু চলেনাক আর—তবু শূন্য পারে
চেয়ে আছে মুগ্ধ দৃষ্টি—হায় অভাগিনী—
এ লিপি কি হবে শেষ? সম্মুখে যামিনী!

মুক্ত বাতায়ন-পথে দক্ষিণা বাতাস
আম্রফুলগন্ধাতুর—ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
দূরে—বনান্তরে কোথা নিঃসঙ্গ পাপিয়া
কাহারে কাঁদিয়া ডাকে থাকিয়া-থাকিয়া!

সাধনা

নিন্দা হবে জানি—
তবু রাণি, তোমার দ্বারেই সাধব সেতারখানি।
আঙুল আমার বশ মানে না, সুর ফোটে না তারে,
অধীর আবেগ আঘাত শুধু করে বুকের দ্বারে;
তুমি তারে গুছিয়ে-বেঁধে বশ মানিয়ে নিয়ে
সফল করে' তোল তোমার ভাবের আবেশ দিয়ে!
মর্ম্মরিয়া বাজুক সে তার মর্ম্মতারের মত,
গুঞ্জরিয়া উঠুক বুকের গোপন ব্যথা যত;
করুক লোকে কাণাকাণি, হাসুক্ যে বা হাসে—
তোমার চোখের দীপ্তিতে আজ দীক্ষা দেহ দাসে।

শঙ্কা তোমার নাই—
নিভৃত যে কুটীরখানি গ্রামের সীমানায়;
উদার মাঠে নদী-পারের পথটী গেছে বাঁকা,
শিয়রে তার নিঃশ্বসিছে বুনো-ঝাউয়ের শাখা।

এ-দিক্ বড় লোক চলে না—ভাবে, যে জন যায়—
এমন সাঁঝে মাঠের মাঝে গজল্ কে বাজায়!
পথিক জান্‌বে কেমন করে' কে লাগায় সে সুর,
কাহার দেওয়া ব্যথায় হেথা সেতার ভরপুর!
না-হয় হেথায় নাইক প্রাসাদ, যন্ত্রী নাইক আছে,
একটী ভক্ত জাগে তবু একটী দেবীর কাছে!

বিজন নদীতীর—
ঝাউশাখাতে ঘনায় ধীরে নিশীথ সুনিবিড়;
দুয়ার না হয় খোলাই থাকুক, কিসের ক্ষতি তায়!
ভয় করো না—ভৃত্য দ্বারে রইল প্রতীক্ষায়!
দখিণ-বায়ে গৃহচ্ছায়ে কাঁপ্‌ছে যে দীপখানি,
সেই কাঁপনের সুরটি ধরে' গমক যাব টানি!
থর্‌থরিয়ে কাঁপবে আঙুল, বক্ষ কাঁপবে সাথে,
অশ্রু কাঁপ্‌বে নয়ন-পাতে ব্যাকুল বেদনাতে।
মূর্চ্ছামগ্ন মৌন রাতি, প্রহর বেড়ে যায়,
ঝিঁঝির ঝুমুর সঙ্গে কাঁদে সেতার মূর্চ্ছনায়।

বাতাস যদি থামে,—
ভোরের রাতে হঠাৎ ছাতে বাদল যদি নামে;
দুয়ার-ফাঁকে হাওয়ার হাঁকে প্রদীপ যদি নিবে,
ভক্ত তোমার বহির্দ্বারে, আগলটি কি দিবে!
দীপ নিবে' যায়, কি ক্ষতি তায়—কি ফল বল লাজে,
মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে সেতার যে তার বাজে!

মেঘের পর্দ্দা ঘনায় যদি অন্ধ রাতের 'পরে,
কি প্রয়োজন, দুয়ার দেওয়া রইল কিনা ঘরে !
অশ্রু নামে বর্ষাসম—হায় গো রাণি হায়,
মূর্ত্তিমতি সিদ্ধি কি তার ফল্‌বে সাধনায় ?

ঐ রে এল আলো—
রক্ত ঊষা পরল ভূষা সাদার সাথে কালো।
বায়ুর কণ্ঠে নাই গরজন, ভজন গাহে পাখী,
পূর্ব্বাচলের তোরণদ্বারে অরুণ মেলে আঁখি ;
উদাস তব নয়ন-তারায় পাণ্ডু করুণ ছবি—
এই বেলা তার সুর মিলিয়ে বাজারে ভৈরবী।
সাধক, তুমি সিদ্ধ আজি—পূর্ণ মনোরথ,
ঐ সুরে তোর যায় রে দেখা নূতন পুরের পথ !
যে যা বলে বলুক লোকে, ভক্ত তোরই জয়,
বাণীর সাথে বীণার আজি নিবিড় পরিচয় !

সেবাহীন

সকল কাজ সারিলে নিজে, রহিল কি যে বাকী!
আমার হাতে কি আর দিলে, কি নিয়ে বল থাকি?
দুর্ব্বাঘাসে দর্ভে-গাঁথা
প্রভাতে দেখি আসন পাতা,
কুসুমবনে মালাটি গেঁথে রেখেছ দিয়ে ফাঁকি!
আমার তরে কি আর আছে—কিছু ত নাহি বাকী?

সন্ধ্যাবেলা মনেতে ভাবি জ্বালাব নিজে বাতি;
চক্ষু মেলি' আকাশে হেরি—জ্বলে তারার পাঁতি।
গভীর রাতে মেঘের মাঝে,
শয্যা পাতা নিরখি লাজে,
বাক্যহারা বেদনা মোর আঁধারে দাও ঢাকি'—
আমার সেবা পাবার তরে রাখনা কিছু বাকী?

নিশীথ-দিন শবদহীন এমনি তব কাজ—
সেবকে শুধু বসায়ে রাখ' দুয়ারে মহারাজ!
পূজার তরে পরাণ কাঁদে,
জানেনা পূজা কেমন সাধে—
গুমরি' মরে সে অপরাধে, ঝুরিয়া মরে আঁখি,
সেবাধিকার ঘটেনা তার—রহেনা তা'ও বাকী!

রাধা

বরণ কালো কি ধলো—চক্ষু তাহা না দেখে সন্ধানি',
বয়স বিশ কি ত্রিশ, মন যাহা বুঝে অনুমানি' !
দীঘল বা খর্ব্ব কিবা—পীনা তন্বী কে করে গণনা,
রূপের পরখ কোথা—যার যাহা মনের কল্পনা !
চটুলা মুখরা কিম্বা ধীরা কি গম্ভীরা একদিক্,
যৌবন আছে কি গেছে, অঙ্গ তা'র সাক্ষ্য নহে ঠিক !
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে অন্তরে বেজেছে যার বাঁশী,
পিরীতি-মন্তরে যারে গৃহ-সুখে করেছে উদাসী ;
কালিন্দী নাই বা থাক্, কুম্ভ সদা ভরিতে ব্যাকুল,
দয়িত-মিলন-আশে দেহে ফুটে কদম্বের ফুল ;
চলুক সে না চলুক, অভিসারে মন আগুসরে,
বলুক বা না বলুক—হিয়া যার লুটিছে অন্তরে,
ব্রজভূমে, বঙ্গভূমে—যেথানেই হোক বা না কেন,
যে নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,
কৃষ্ণে বা গোরায় হোক্ মন যদি দিয়ে থাকে বাঁধা—
আধা-অঙ্গ কাঁদে শুধু ; কবি কহে সেই মোর রাধা !

পাখী

তুমিও ত করনি বারণ !
নিতান্ত করুণা মানি' সেদিন যখন
বুকে লইলাম টানি' তোমারি সে সোহাগের ধন ;
বাহুমূলে মুখখানি রাখি'
শ্রান্ত ভীত পাখী,
উঠিল সে ডাকি'—
বসন্তে ফিরিয়া-পাওয়া আনন্দের ডাক—
পূর্ণ করি' এক পলে হৃদয়ের সব শূন্য ফাঁক !
তাই তারে ক্ষণেকের তরে,
বুঝি মোহভরে—
কুড়ায়ে লইনু তুলি' ব্যথাভরা এ বুকের 'পরে ;
হয়ত বা মনে-মনে
ভেবেছিনু একান্ত গোপনে,
ঝড়ে-উড়ে'-আসা—ওরে, থাক তুই থাক !
তুমিও কহনি কথা—হাসিমুখ ছিল রুদ্ধবাক্ !
সে দিন তখন
দিনান্তে আঁধার হয়ে এসেছে গগন—
ভিজে' চোখে চাহিছে শ্রাবণ ;

অশ্রুবাষ্পে বেদনা-বিহ্বল
আসে-আসে জল—
থেকে-থেকে বহিছে পবন !
মালঞ্চে আমার
নেমেছে আঁধার,
যূথীকুঞ্জে পুষ্প চেনা ভার !
নিভৃত কুটীরে
বসি' আনমনে একা চেয়েছিনু ধীরে—
হাতে কিছু নাহি করিবার !
ক্ষণে-ক্ষণে বুঝি-বা-সে চেয়েছিনু ফিরে'
অরুণ-কিরণে-আঁকা অতীতের তীরে—
বিরহীর শেষ-অধিকার ;
যবে হায়, ফিরিবার সাধ্য নাই, নাই ফিরাবার !

সহসা সে উঠিনু চমকি,
চাহিনু থমকি'—
পদতলে দেখিলাম লখি'
তোমারি সে পোষা হীরামণ—
ধুকধুক ছোট বুক ধারাসিক্ত কাতর নয়ন।
হেনকালে রথে
শ্রাবণের স্নেহাঙ্কিত অশ্রুসিক্ত মালঞ্চের পথে
তুমি এলে—
হারাণ' পাখীর তরে তপ্ত বুক ব্যগ্র বাহু মেলে

বারেক চাহিয়া মুখে
নিরখি' তাহারে বুঝি আমারি এ বুকে,
হাসিলে কৌতুকে-সুখে ;
বারণ ত করনি তখন !
আমিও কেমন—
ভোলা-মন,
ভাবি নাই তোমার বুকের ধনে—
রাণীর আপন হীরামণে
বুকে রাখা উচিত কি অনুচিত, বুঝিনিক হায় !
ছায়ায় মায়ায় মোহে আবেশে ব্যথায়—
ধারাসিক্ত শ্রাবণ-সন্ধ্যায় !
কেন-যে কি জানি !
সেই হতে রাণি,
বক্ষমাঝে লই টানি' তোমারি সে বুকের রতন,
যখন-তখন—
গোপনে-উড়িয়া-আসা—পুষি তারে আশারই মতন।
ইঙ্গিতে আভাসে ভাষে তুমিও ত করনি বারণ !
তাই সে গোপনে,
জানিনা কেমনে—
করিল বক্ষের মাঝে অযথা সঞ্চয়,
মোহ-মুগ্ধ দরিদ্র হৃদয়—
উচ্চ-আশা ভালবাসা নাহি বুদ্ধি নাই যার ভয়।
তাই আজি মনে হয়,
নিতান্ত তোমারি যাহা—সে কি মোর একেবারে নয় ?

ঐশ্বর্য্যের আনন্দ-দুলাল
দরিদ্রের ভাঙা বুকে মাঝে-মাঝে এমনি সে কাটাইল কাল,
বজ্রদগ্ধ বাবলায় বায়ুভরে-খসা বীজে সহকার-ডাল !

তোমার প্রাসাদপার্শ্বে আমার এ দীনের কুটীর,
জানি চিরস্থির—
আনন্দ-উৎসব মাঝে বাজে যেন ব্যথা সুগভীর !
তবু বিহঙ্গের মন
কেন অকারণ
উড়িয়া আসিল ভুলে' গৃহ ছাড়ি' কণ্টক-কানন !
প্রাসাদ-বিহারী
সুদুর্লভ ফল-শস্যাহারী,
বিচিত্র মখ্মল্-মোড়া স্বর্ণময় পিঞ্জরের সারী—
তারও বুঝি সাধ যায়
মেলিতে মোহন পাখা স্বভাবের শ্যাম নগ্নতায় !
বারমাস
ভয়ে-ভয়ে যেথা বাস,
বারিধারা ঝরে—
তপন তাতায় নীড়, উড়ায় তা বৈশাখীর ঝড়ে ;
কোথা খাদ্য-জল—
পতঙ্গ পালায় উড়ে', থাবা মুড়ে' বায়স সে উদ্যত কেবল !
হায়, তবু আদিম স্বভাব—
আয়োজনে নাহি মিটে প্রকৃতির প্রাণের অভাব !
প্রাণ চায় শুধু প্রাণ, মুক্তা-হেমে প্রেমের কি লাভ ?

তাই যদি হয়—
তৃষ্ণায় সলিল যদি তৃপ্তিলাভে একান্ত সঞ্চয় ;
প্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীর,
ধনের মানের বেড়া—উচ্চ বাধা সমুন্নত শির—
কেমনে করিবে দূর প্রাণের বেদনা সুগভীর ?
—সত্যই সে তাই যদি হয়,
তবে রাণি, আজ তুমি মিছা মোরে দেখাইছ ভয় !
ক্ষুদ্র পাখী কি করেছে—কি করেছি দোষ ?
কেন তবে তীব্র অসন্তোষ—
পিঞ্জরের রুধি' দ্বার তার প্রতি কেন এত রোষ ?
কেন মোর যতনে বারণ—
একান্ত হৃদয়হীন এ আইন সুধু অকারণ !
তোমারি সে জানি—
নয়নের যতনের গোপনের মানি,
তবু সেই সাথে জেনো আমারো ব্যথিত হিয়াখানি
জড়িত তাহারি সাথে রাণি ;
কেন তবে এ রূঢ়তা হায়,
সহ্য তার যদি নাহি হয়—মরে' যদি যায় !
তোমারি কি কোন ব্যথা বাজিবেনা তায় ?
মোর কথা—মোর কথা তুলিব না—সে আজি বৃথায় !
হায়, অন্ধ গর্ব্ব মানবের !
নিতান্ত নিজেরও 'পরে অধিকার নাহি পীড়নের—
নাই নাই নাই—
গভীর নিশীথ-রাত্রে তাই

নিদ্রায় স্বপনমাঝে নিজেই সে নিজেরে হারাই—
দেবতা কাঁদিয়া উঠে নিজেরি সে মৃত্যুযন্ত্রণায়!

বঙ্গবধূ

ওগো বঙ্গের বধূ—
তরল-মধুর ভাবখানি তোর মৌচাক-ভাঙা মধু;
তুলনা তোমার ভুবনে মিলেনা খুঁজি',
বসনে গোপনে লুকায়ে প্রাণের পুঁজি—
পূজিছ পরাণ-বঁধু।

পরিহিত নীলবাস—
পাতা-চাপা যেন জহুরি-চাঁপাটি—ঢাকা থাকে বারমাস;
গন্ধ তাহার লুকান সবার কাছে,
পূজার ফুলটি—অনাঘ্রাতই আছে—
সুগোপন পরকাশ।

খয়ের-টিপ্‌টি ভালে—
পলকবিহীন তৃতীয় নয়ন চির-দিঠি-সুধা ঢালে।
দু'টি চোখ—সে যে নিমেষে মুদিয়া আসে,
ঢলি'-ঢলি' পড়ে পরাণ-প্রিয়ের পাশে—
নিভৃত নিশীথকালে।

সিঁথায় সিঁদুর-রাগ—
গোলাপী ওষ্ঠে দ্বিগুণ শোভিছে তাম্বুল-রাঙা দাগ।
রাঙাপেড়ে সাড়ী, রাঙা রুলি দু'টি হাতে,
মর্ম্মরক্ত চরণেরও আল্‌তাতে—
অনুরাগে-রাঙা ফাগ!

লুকান' বনের পাখী—
রূপ দেখি নাই, স্বর শুনি নাই—কি নামে যে তোরে ডাকি?
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার সেবা,
দেবরও তোমার দেবতা—নহে বা কেবা,
ফির' তারও মন রাখি'।

অন্তঃপুর-কোণে—
কি যে বন্ধনে বাঁধিয়া রেখেছ গুরুজনে পরিজনে!
শিশু-ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে—
স্নেহের উৎস সবারে সমান ছুটে—
বাণীহীন আরাধনে।

নিঃশেষে শুধু দান—
বলীর চেয়েও বলী তুমি—তবু নিরীহ নিরভিমান।
গৃহ-মন্দিরে একক পূজারী তুমি,
তব তর্পণে—সে আজি তীর্থ-ভূমি—
দেবের অধিষ্ঠান।

ওগো বঙ্গের বধূ—
মাধুরী তোমার মোমে-মাখা যেন মৌচাক ভাঙা মধু।
একে-একে আমি খুঁজেছি সকল ঠাঁই,
নিখিল ভুবনে কোথা হেন হেরি নাই—
গৃহ ধর্ম্মের বঁধু।

স্বপ্নরাণী

মনের বনের গহন-কোণে
আছে যে এক দেশ—
স্বপনরাণী থাকেন সেথায়
মেঘের মত কেশ ;
হস্তীশালায় অশ্ব বাঁধা
অশ্বশালায় হাতী,
অলিন্দেতে অচেনা সব
পাখী নানান্ জাতি ;
বাগান-ভরা পদ্ম সেথায়
গোলাপ-পুষ্করিণী,
মালিনী সব দাঁড়িয়ে যারা—
চিনেও নাহি চিনি ;

প্রাসাদে সব দুয়ার খোলা,
বাতাস বেড়ায় মাতি,'
শূন্যে দোলে হাজার ঝাড়ে
কালো-আলোর বাতি ;
রাণী থাকেন বাহির বাড়ী,
রাজা অন্তঃপুরে,
নহবতে জলতরঙ্গ
বাজছে কোথা দূরে ;
সূর্য্য ডোবার আগেই সেথা
চাঁদটী উঠে হেসে,
ঝিল্লি-ডাকা তন্দ্রা-ঢাকা
স্বপ্নরাণীর দেশে।
স্বপন-রাণীর আবাসখানি
আবছায়াতে ঢাকা,
দ্বারের কাছে জড়িয়ে আছে
কল্পগাছের শাখা ;
মেয়েরা সব গাঁথছে তুলে'
মুক্তাফলের মালা,
ছেলেরা সব প্রবাল তুলে
ভর্‌ছে সোণার ডালা ;
জান্‌লা-পাশে উর্ণনাভের
ঝুলছে সরু পরদা,
সুরবাহারে কাঁপ্‌চে যেন
জংলা সরফরদা !

স্বপনরাণী হাওয়ার মত
ঘুরে' বেড়ান পাশে,
অঙ্গ হতে পারিজাতের
গন্ধ ভেসে আসে ;
পরণে তাঁর ঝিকি-মিকির
বসনখানি ঝলে,
জ্যোৎস্না-রাতের আলোক যেন
আমলকির তলে ;
হাতে দু'টি পরশকাটি
মুখে নাইক বাণী,
কাঁকনখানি ঝিঁঝিঁর সুরে
তন্দ্রা আনে টানি' ;
সন্ধ্যালোকের ওড়্‌নাখানি
উড়ছে কালো কেশে—
কুজ্ঝটিকার পর্দ্দা-ঢাকা
স্বপ্নরাণীর দেশে।
নাইক সেথা গৃহী গরীব,
নাইক বড়লোক,
সত্য বাঁধা স্বপ্নজালে,
মিথ্যা মায়ালোক ;
মাটীর কোঠা, ইঁটের দালান,
খড়ের চালা-ঘর,
নাই সে কিছু ; নাইক নিকট,
সুদূর দূরান্তর ;

মেঘের ঘরে দুয়ার কোথা ?
বাধা-বাঁধন নাই,
পথ-হারাণ হাওয়ার মত
সবাই ভেসে যায় ;
আপন পরের প্রভেদ কিছু
যায়না সেথা জানা,
পরে যাহার নাইক বাধা
আপনে তাই মানা ;
যে প্রিয়জন-মিলন-পথে
জগত রুধে পথ,
সেখানে সে তোমার দ্বারেই
এগিয়ে আনে রথ ;
ধরায় যারা হারিয়ে গেছে,
যায় না পাওয়া কাছে,
তারা সেথায় হয়ত পাশে
আপনি মিলিয়াছে ;
যে প্রতিমা হেথায় ডোবে—
ওঠে সেথায় ভেসে,
নিখিল-ছাড়া বিধান-হারা
স্বপ্নরাণীর দেশে।
এ জগতের চরম তথ্য—
সত্য বল যারে,
সেই যদি হায়, মিথ্যা হয়ে
মিলায় অন্ধকারে !

কঠিন মাটীর অটুট বাঁধন—
সেও যে তাসের ঘর,—
জীবন-অধিক সম্বন্ধ সে,
ঠকায় পরস্পর !
যুক্তি যখন কহে—জীবন
পদ্মে বারিকণা,
অলীক অসার মায়া সবই
অবিদ্যা কল্পনা ;
প্রাণের অধিক ভালবাসা
রাখতে পারে কারে—
মৃত্যু যেদিন হাত বাড়িয়ে
দাঁড়ায় এসে দ্বারে ?
জ্ঞানই যখন অজ্ঞানাধিক—
আলোর বেশী কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন—সেত ভালো !
জাগার চেয়ে সুপ্তি তখন
শাপের মাঝে বর,
ওরে ক্ষ্যাপা, তার মাঝে তুই
তোলরে আজি ঘর ;
হাসি যখন অশ্রুজলে
যায়রে হেথায় ভেসে,
কিসের ক্ষতি—বাঁধ্ না বাসা
স্বপ্নরাণীর দেশে !

ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো

আজ বসন্তে হঠাৎ চেয়ে দেখছি আমার কুঞ্জ ছেয়ে
ফুল ফুটেছে মনের মরা গাছে,
বুকের বেড়ায় হিয়ার ফাঁকে যেথায়-সেথায় ডাঁটায় শাখে
তারই মধুর গন্ধ জমে' আছে!
কাল্‌কে ছিল যে তপোবন রিক্ত-কঠিন বজ্রশাসন
সমিধভারে অনল-কুণ্ডে ভরা,
আজকে দেখি হঠাৎ সেথায় বর্ণে রসে গন্ধে মাতায়,
লতায়-পাতায় হাজার মুকুল ধরা!
একটী দিনের দখিণ হাওয়া ফিরিয়ে দিল হারিয়ে-যাওয়া
কত কালের কত গোপন বাণী—
ব্রহ্মচারীর বিজন ঘরে জাগিয়ে দিল কেমন করে'
কত যুগের কাব্য—নাহি জানি!

মনের মধু-মালঞ্চেতে বস্‌ল আবার আসন পেতে
পদ্মপাতায় সে কোন সাহসিকা,
বকুল ফুলের দুকূলখানি বুকের পরে কে লয় টানি'
চটুল চোখে—ও কোন চতুরিকা?
বাসন্তী বাস অঙ্গে পরি' বেণীর পরে রঙ্গে, মরি—
দোলায় কে ও কুরুবকের ফাঁস,
উজল কালো কেশের পাশে কৃষ্ণচূড়ার বর্ণাভাসে
উষার মত ভূষার পরকাশ।

সরোবরের সোপানপটে কলস ভরি' কক্ষতটে
সিক্তবাসে স্বর্ণচাঁপা ঢাকি'
কে ঐ চলে আলসভরে, চিকুরতলে মুক্তা ঝরে,
পাষাণপরে চরণ-রেখা আঁকি'!
একাকিনী উদাস মনে বাজায় বীণা বকুল-বনে
কে তরুণী গৌরী গরবিনী,
রুক্ষ কেশের চূর্ণ-অলক ভোলায় যাহা আঁখির পলক—
মনে পড়ে ও কেশ যেন চিনি!
নূতনতর পত্র-রেখা বক্ষ' পরে কাহার লেখা—
হঠাৎ চেয়ে চম্‌কে উঠি—ওকে!
ভূর্জ্জপাতে আল্‌তা-আঁকা কার বেদনা-রক্ত-মাখা—
কত কথাই দেখায় মনের চোখে।
একে-একে মনের কোণে উঠ্‌ছে ফুটে ক্ষণে-ক্ষণে
কুসুমবনে আঁখির মেলা যেন!
যে ফুল গেছে ঝরে'-মরে', কোথায় হ'তে এমন করে'
ফাগুন-শেষে আবার তারা কেন?
মরা-গাঙে জোয়ার ভরা, শুক্‌নো শাখে মুকুল ধরা,—
কাহিনীতেই শুন্‌তে যাহা পাই,
একটী রাতের দখিণ বায়ে বিজনবাসে গোপন ছায়ে
বিধির লীলা—ফল্‌ল বুঝি তাই!

সিন্ধু উদ্দেশে

ও গুরু গর্জ্জন কার—কোথা হ'তে পশিতেছে কাণে!
অপার বিস্ময়সাথে শঙ্কা জেগে উঠে যে পরাণে
শুনি' ও ভৈরব রব! হুহুঙ্কার—নাকি হাহাকার—
অথবা উভয়ে মিলি' হানিতেছে চিত্তের দুয়ার
আজি এ আষাঢ়-রাত্রে!

কুরুক্ষেত্রে ভীষণ আহবে,
ক্ষয়ক্ষুব্ধ ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কোদণ্ডের রবে,
পৌরনারী-শোকদীর্ণ-কণ্ঠ মিলি' তুলিল যে ধ্বনি'
আর্ত্ত-ভয়ঙ্কর-মিশ্র, আন্দোলিয়া অম্বর-অবনী—
তারি কলোচ্ছ্বাস কি এ? নতুবা এ বিশ্ব-চরাচরে
এত শক্তি কার কণ্ঠে, এত ব্যথা কাহার অন্তরে?
প্রমত্ত ঝটিকা-গর্জ্জ আসে যায় উঠে নামে পড়ে,
কভু বা উন্মত্ত ক্রোধে নেমে আসে ধরণীর পরে,
কভু ফুলে রুদ্ধ-রোষে, মন্দীভূত কভু অকস্মাৎ—
মন্ত্রাহত সর্প যথা ভুলে নিজ উদ্যত আঘাত!
এ ত নহে তার মত দুদণ্ডের দৃপ্ত আস্ফালন,
অনন্ত কল্লোলক্ষুব্ধ এ যে দেখি তরঙ্গগর্জ্জন!

দিন যায় পক্ষ যায় মাস যায় বর্ষ যায় ভাসি',
তোমার গম্ভীর মন্দ্র—হে সমুদ্র, চির অবিনাশী

ধ্বনিত যুগান্তকল্প ! মৃত্তিকার পৃথ্বী যায় টুটে',
তটান্ত-বালুকাস্তূপে রেণুরূপে গিরিশৃঙ্গ লুটে,
সুবিপুল অরণ্যানী খনি-গর্ভে কবে লুক্কায়িত ;
অপরিবর্ত্তনশীল ! তুমি নিত্য তুলনারহিত !
স্রষ্টার আদিম সৃষ্টি—হে অম্বুধি অনন্ত অপার,
দুর্জ্জেয় রহস্যময় ! তবু আজি রহস্য তোমার
ভেদ করিবারে চায় ঐ তব ক্ষুব্ধ ভাষামাঝে—
এ ক্ষুদ্র মানবশিশু—কোথা তার মর্ম্মব্যথা বাজে !
চাহিয়া বিরাট ঐ নীলোজ্জ্বল নীরনেত্রপানে
কত কথা মনে আসে অকারণে, কেন-যে কে জানে !
কিন্তু ও কি ভাষা মুখে—ও কি আর্ত্তি উদ্বেল করুণ !
জননী না রাক্ষসীর প্রতিমূর্ত্তি তুমি হে বরুণ,
বিস্ফারিত-জলজটা ! একবার ভাবি মনে-মনে,
জননী না হবে যদি, চির-অশ্রু কেন ও নয়নে—
শুকায়না জন্মে যাহা ! কেন ও হৃদয়-হিন্দোলায়
অহোরাত্র আন্দোলিছ মেদিনীরে স্নিগ্ধ মমতায় ?
চিরস্তন্যধারাদানে কেন বা সাগ্রহে সযতনে
বাঁধিয়া রেখেছ বক্ষে বিশ্ববাহু-ব্যাকুল-বন্ধনে ?
ঐ যে অজ্ঞাত ভাষা—বুঝি-বা সে করুণ গুঞ্জন—
স্নেহের প্রলাপ-মন্ত্র—মোরা যাকে ভাবি গরজন !
কিন্তু এ কি স্নেহ সিন্ধু, স্নেহ কি ভীষণ হেন হয় ?
মোদের মায়ের ত সে অমন সোহাগবাণী নয় !
জননীর স্নেহ কভু ভাই হ'তে ভায়ে দূরে রাখি'
দুর্ব্বার পরিখা রচি' পরস্পরে দেয় চির ফাঁকি ?

মোদের মৃত্তিকা-মার অমন স্নেহের ধারা নহে,
সন্তানে বিচ্ছিন্ন হেরি' নেত্রে তাঁর অশ্রু-নদী বহে—
তোমার সে ব্যথা কই ? ভীমমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভীষণ—
তুমি চলিয়াছ গর্জ্জি' অহোরাত্র আত্মনিমগণ ;
চাহ না কাহারো পানে, দিক্ হতে দিগন্তরে শুধু
দুর্ণিবার বারিরাশি নিরন্তর বহিতেছে ধূধূ—
মৃত্যুময় মহামরু—নাহি তল নাহিক কিনারা,
হীনবল যাত্রীদলে পলকে করিয়া দিশাহারা।
ফেনিল উচ্ছ্বল মৃত্যু গর্জ্জিয়া আসিছে চারিধারে,
মগ্ন করি' দিক্‌দেশ ; সমাচ্ছন্ন প্রলয়-আঁধারে,
আশাহীন আর্ত্তকণ্ঠে ভয়ে জীব ডাকে—ত্রাহি ত্রাহি—
উত্তর তোমার শুধু হুহুঙ্কারে কহে—চাহি চাহি !
নির্ম্মম সাধনা তব—লক্ষ লক্ষ লোল জিহ্বা মেলি'
'মৃত্যু মৃত্যু' জপ' শুধু জীবনেরে নিত্য অবহেলি'।
এ যদি জননী-স্নেহ—রাক্ষসীর ধর্ম্ম বলে কারে—
সেও কি আপন হাতে সন্তানেরে মৃত্যু দিতে পারে ?
সুধা-শশী-লক্ষ্মী-মণি—কত রত্ন অঙ্কে ত ধরিস্,
মোদেরি ধরার ভাগ্যে কেবলি কি উগারিবি বিষ ?

সেই ভাল, পারাবার, স্বার্থসন্ধি মদান্ধ মানবে
কেন সে অভয় মন্ত্র—কিসের আশ্বাসবাণী কবে ?
তুচ্ছ শক্তিসুরামত্ত গর্ব্বস্ফীত বর্ব্বরের দল
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধি লাগি ঐ দেখ উন্মত্ত চঞ্চল

হানিতেছে পরস্পরে! সৃষ্টিরে করিতে অস্বীকার
উদ্ধত বাসনা লয়ে ধর্ম্মেরে হানিছে বারম্বার!
ভাই—সে ভায়ের কণ্ঠে অবহেলে বসাইছে ছুরি
দেশব্রত-আস্ফালনে, মুখে লয়ে বাক্যের চাতুরী!
বিশ্বহিত লোকসেবা—শূন্যগর্ভ বচন-বুদ্বুদ
সাজাইয়া পুঁথি-পত্রে, বিরচিছে অভূত-অদ্ভুদ্
জগতের সাম্য-সাম—কিন্তু সে কি কভু নিজ তরে?
বিন্দুমাত্র ক্রটী যেথা স্বীয় স্বার্থ-সাধন-মন্তরে—
অমনি ভাসিয়া যায় নীতিধর্ম্ম উর্ম্মিতে তোমার,
শক্তি দেশভক্তি নামে আপনারে করে সে প্রচার
উদগ্র খড়্গের মুখে—আত্মীয়ের শোণিত-অক্ষরে;
দম্ভে দর্পে নীচতায় জিনিবারে চাহে পরস্পরে!
এই যদি শিক্ষা আর সভ্যতার মহা পরিণাম,
তবে সে সভ্যতা-শিক্ষা—দূরে হ'তে তাহারে প্রণাম!
হেন শক্তি নাহি কি সে, সর্ব্বনাশ সাধিয়া তাহার,
বিশ্বের ললাট হ'তে ধৌত করে কলঙ্কের ভার
চির দিবসের মত? অযুত রাক্ষসী সেনা লয়ে
হে সিন্ধু! দাঁড়াও আজি তোমার সংহারমূর্ত্তি লয়ে।
দেখাও মুহূর্ত্তে আজি স্বার্থ চেয়ে ভয়ঙ্কর তুমি—
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি' তব ধ্বংস দিয়ে ঢাক ধরাভূমি,
বিশ্বের কল্যাণতরে। এস এস হে উগ্র বিরাট,
শান্তি-বারি ছড়াইয়া মঙ্গলের মন্ত্র কর পাঠ।
এস হে সলিলরূপী ফেন-জটা এস হে ধূর্জ্জটি!
এস হে প্রলয়ঙ্কর! উর্ম্মিনাগ-পরিহিত-ধটী—

কমঠ-কপাল-কণ্ঠে, ভৈরব হুঙ্কার-শিঙা মুখে,
এস হে শঙ্কর ক্ষিপ্ত ! হান শূল ধরা-দৈত্য বুকে !
এস হে বঙ্কিমঠাম ঘনশ্যাম ফেন-পুচ্ছ শিরে,
এস হে নয়নারাম ! এস কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-তীরে,
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ মুখে—অধর্ম্ম-কৌরবদর্পহারি—
শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণু ! চক্রধারি—এস হে মুরারি ।
উর্ম্মিমালা গলে দোলে, প্রবালের বরগুঞ্জাশোভা,
চন্দনশীতলস্পর্শ, নীলকান্তি, মুনিমনোলোভা—
এস শ্যাম-দরশন ! ঝাঁপ দিয়ে ও তনু-সায়রে
গৌরাঙ্গ লভিলা মুক্তি—দিন-শেষে দাঁড়াও শিয়রে ।

মাতৃমূর্ত্তি

আজি এই ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ে—
যতবার চক্ষু মেলি' চাহি সে আকাশে,
মনে হয়—কে-যেন-বা কাঁদিছে হতাশে,
মাটীতে বাতাসে মিশে' মোরই চারিধারে !
মূর্ত্তি নাহি বোঝা যায় ঘন অন্ধকারে—
কেবল নিশ্বাসখানি ভেসে-ভেসে আসে
আর্ত্ত আর্দ্র উতরোল উন্মত্ত বাতাসে ;
অশ্রুরাশি উচ্ছসিয়া ঝরে বারে-বারে ।

শুধানু কাতর চিত্তে—এ ক্রন্দন কার ?
শুনিনু মর্ম্মের মাঝে—স্বদেশমাতার !

মুখে তার বাক্য নাই—শুধু বক্ষ যুড়ি'
গুরুগুরু গরজন উঠিছে গুমরি' ;
উচ্ছসিত কেশভার পড়ে উড়ি-উড়ি'
দিকে-দিকে পুঞ্জীভুত অন্ধকার ভরি'।

ভাগ্যদেবী

বসন্ত কাল ; স্তব্ধ দুপুর ; মর্ম্মরিয়া বহে
সুমন্দ মলয় ;
বকুলবনে শাখায়-ঢাকা কোকিল শুধু কহে
পাগল পরিচয় !
গুঞ্জরিয়া-গুঞ্জরিয়া মৌমাছিরা গাহে
দ্বিপ্রহরের গান,
কুঞ্জবনের মর্ম্ম যেন উচ্ছসিতে চাহে
রুদ্ধ অভিমান !
তন্দ্রালসের স্বপ্নমাঝে সময় বয়ে যায়
বদ্ধ গৃহকোণে ;
ভাগ্য যেন হঠাৎ এসে সম্ভাষি' আমায়
সুধায় সযতনে—

ওরে বাছা, ইচ্ছা তোমার কহ আমায় আজ,
—চাও কি তুমি মান ?
মুখের 'পরে কইনু তারে—মান্যে নাহি কাজ,
চায় না তাহা প্রাণ।

সন্ধ্যা আসে মন্দপদে, দিগ্বধূদের কেশে
ফুট্‌ল ক্রমে তারা,
উচ্ছলিত শ্যামার কণ্ঠ কাননপ্রান্তদেশে
উঠল দিয়ে সাড়া ;
বাতায়নের মুক্তপথে অসঙ্কোচে ধীরে
বইল মৃদু বায়,
আকাশ-ভাসা জ্যোৎস্নাখানি প্রেমের মত ঘিরে'
চোখের পানে চায় !
বেণুবনের প্রান্ত হতে বনফুলের বাস
হাওয়ায় ভেসে আসে,
কত দিনের কত কথা কত-না উচ্ছাস
জাগে প্রাণের পাশে ;
ভাগ্য হঠাৎ ফিরে' এসে কইল তারি মাঝে—
দীর্ঘ জীবন চাই ?
যা আছে তাই বইতে নারি, বোঝার মত বাজে,
জীবনে কাজ নাই।

নিশীথরাতে হঠাৎ কখন উঠ্‌ল বায়ু মেতে
দূরে গগনকোণে,

মল্লিকার গন্ধসম—সেই সিক্ত বাস
ঘনায় বক্ষের মাঝে গোপন নিঃশ্বাস!
আর যাহা আছে মনে, সবই বাষ্পে ঢাকা—
অস্ফুট অস্পষ্ট ছায়া—অন্ধকারে আঁকা।
সবই যায়—প্রেম থাকে জগতের আলো—
রামায়ণ-পাঠে তাই বুঝিয়াছি ভালো।

ভুবনবিদিত বংশ, বিশ্বশ্রুত-নাম
রঘুর বিজয়বার্ত্তা, নানা গুণগ্রাম,
মহাবীর্য্য দশরথ অক্ষুণ্ণ প্রতাপ,
অন্ধমুনি, শব্দবেধ, ঋষি-অভিশাপ—
ভুলি নাই একেবারে—কিন্তু সবই ছায়া,
স্মৃতির আড়ালে পড়ি' হারায়েছে কায়া।
সুবিশাল হর-ধনু ভাঙা সে নিমেষে,
প্রচণ্ড রাক্ষসদলে বধ করা হেসে,
রাজ্য-ত্যাগ, বনবাস, কাঞ্চন হরিণ,
মায়ামূর্ত্তি—মানি সব; কিন্তু কয়দিন—
ভুলায়ে রাখিবে তারা চিত্ত মানবের?
সে যে কল্পনার খেলা, তৃপ্তি ক্ষণিকের!
আরও কত কীর্ত্তি-কথা বিপুল বিরাট,
বালিবধ, সুগ্রীবের মর্কটের ঠাট,
স্বর্ণলঙ্কা—শুধু সোনা! সমুদ্র লঙ্ঘন,
বায়ু-অস্ত্র, বরুণাস্ত্র, সূর্য্য আচ্ছাদন,

মেঘনাদ, শক্তিশেল, বিশল্যকরণী,
হনুমান, জাম্বুবান,—সবই সত্য গণি—
কিন্তু তাহে ব্যথা যায়? মানব মনের
ক্ষুধাহরা সুধা আসে? তাপিত জনের
শান্তি ফিরে? কুম্ভকর্ণ, দশমুণ্ড-বীর
মিটায় কি তৃষ্ণা কভু আর্ত্ত ধরণীর?
কিন্তু যবে কাঁদে সীতা শোকদীর্ণ-হিয়া—
প্রাণপ্রিয় রামচন্দ্র-চরণ মাগিয়া,
অশোক-কাননতলে, লুটায়ে ধুলায়—
সেই প্রেম-অশ্রু, সে যে ভুবন ভুলায়,
প্রলেপ বুলায় চিরবিরহীর প্রাণে—
সে বিরহ ঘরে-ঘরে—কে না বল জানে!
সেই সীতা কাঁদে যবে শিরে হানি' হাত,
প্রিয়হারা বসুন্ধরা সহে সে আঘাত,
বিয়োগবেদনারূপে; প্রতি হিয়ামাঝে—
তার বিষদগ্ধ বাণ চিরদিনই বাজে!
রে অশোক, এত শোক ছিল তোর বনে—
কাঁদায় যা বিশ্ববাসী বিরহিত জনে!
তারপর, সেই চিত্র—যেইথানে, হায়!
রঘুপতি রামচন্দ্র অগ্নি-পরীক্ষায়
সঁপিছে জীবনাধিকে, প্রজামুখ চাহি'—
মর্ম্মতল্ল চাপি' করে; সেই অগ্নিবাহী
সকরুণ প্রেমদৃষ্টি, সেই মহাশোক—
অযোধ্যা কোথায় আজি, কাঁদে যে ত্রিলোক!

সেই সীতা—বারেক সে মুখ-পানে চাহি'
অনলে জলের মত উঠে অবগাহি' !
তবু কি হইল শেষ—চাহ তার পানে,
যেদিন লক্ষ্মণ তারে বন-মাঝখানে
সঁপি' একা, শুনাইলা নির্ব্বাসন-কথা,
অশ্রুনেত্রে করযোড়ে—সে দিনের ব্যথা—
তাহার তুলনা আছে ? দোহদলক্ষণা,
শীর্ণ স্বর্ণতনুলতা বিরল-ভূষণা,
কাঁপিছে অবশ কায়া—ভাবিছে কোথায়,
আর্য্যপুত্রে ছাড়ি' কেন আসিনু হেথায়,
মরি যে না হেরি' তাঁরে ! তিলেক বিচ্ছেদ
মরণ-অধিক যেন করে বক্ষভেদ ;
তারই মাঝে সহসা সে নির্ব্বাসন-ব্যথা,
বাজিল বজ্রের মত—তবু, ও কি কথা !
ভুলিয়া সে মহাদুঃখ, কহিলা লক্ষ্মণে,
প্রণাম জানায়ো প্রিয়, তাঁহারই চরণে ;
অদৃষ্টের দোষ মম ; তিনি দয়াময়,
হৃদয় তাঁহার জানি—তাঁর দোষ নয় !
এ কি কথা ! প্রণয় কি এতই মহৎ,
ধরণীরে হেরে সে কি তুচ্ছ তৃণবৎ ?
সহে কি অপার ব্যথা শুধু স্মরি' মুখে—
বিশ্ব আর্দ্র হয়ে যায় তাহার সম্মুখে !
পৃথিবী চাহিলা শূন্যে শুনি সেই বাণী,
প্রেম—সে লভিলা শক্তি—মুগ্ধ যত প্রাণী !

তবু চাহ আর-বার অযোধ্যার পানে,
মহারাজ রামভদ্র বসিয়া যেখানে—
নিভৃত গোপন কক্ষে স্বর্ণসীতা রাখি'
নতজানু মৌনমূর্ত্তি, অনিমেষ-আঁখি !
কোথায় বংশের খ্যাতি—কোথা গেল মান,
কোথায় রহিল প্রজা—আপন সন্তান !
রাজ্য ভাসাইয়া, ভাবে—সরযূর জলে,
সীতারে লইয়া যাব পঞ্চবটীতলে,—
দারিদ্র্যে করি না ভয় ; তারে পেলে কাছে
প্রেমহীন অযোধ্যায় কিবা কাজ আছে ?
জানকীর প্রেমরাজ্য—তার কাছে, হায়,
কণ্টকের সিংহাসন—কোথা ভেসে যায় !
এই সীতা—সেই সীতা ? নহে ওগো নহে,
সুবর্ণ-পাষাণ এ যে ! মর্ম্মরক্ত বহে,
যত এরে চাপি বক্ষে ! হৃদয়-জুড়ান'
আমার বৈদেহী কই ভুবন-ভুলান' ?
দুই করে কণ্ঠ চাপে ! সহসা স্মরিয়া
পূর্ব্ব কথা, অনুতাপ-দহনে মরিয়া
লুটায় প্রতিমা-পদে ; ঝরঝরে জল
ভাসাইয়া চক্ষে-বক্ষে বহে অবিরল !
এই রাজা ! এ জগতে এরই নাম রাজা,
পদে-পদে দণ্ড আর পায়ে-পায়ে সাজা
নিতান্ত আপনা 'পরে ! অন্তর্গূঢ় ব্যথা
হানিল মুখের 'পরে মহানীরবতা !

অভিভূত জগজন—এত প্রেম হায়,
খুঁজিয়া বিপুল বিশ্ব মিলিবে কোথায় ?
প্রেম—সেই মহাবাক্য—প্রেম মহাবাণী—
কোথা রাজা, কোথা রাজ্য, কোথা রাজধানী !
এসেছে গিয়েছে কত বুদ্ধদের মত,
কত-না মহতী কীর্ত্তি হয়েছে বিগত—
ইতিহাস-কথাসার ! প্রেম শুধু আছে,
লয়ে তার নিত্য সুধা নরচিত্ত মাঝে !
কোথায় অযোধ্যাপুরী—কোথা রঘুরাজ—
কোথা রাবণের লঙ্কা—স্বর্ণ ধূলি আজ !
প্রেম শুধু পুণ্যচিত্র মানবের মনে
রয়েছে জাজ্জ্বল্যমান ! জীবনের সনে
সম্বন্ধ তাহার নিত্য ; বিশ্ব যত দিন,
প্রেমের নক্ষত্র ধ্রুব অম্লান নবীন !
তাই তাহা বেঁচে আছে ! তাই আজি মনে
রামায়ণ প্রেমরূপে জাগে ক্ষণে-ক্ষণে।

বিদায়ে

আসিয়াছ! তবু ভাল—এও দয়া তব ;
তবু ত বিদায়কালে দুটি কথা কব
হৃদয়-বন্ধুর সনে জনমের শোধ ;
শুধু ক্ষমা করো যদি দৃষ্টি করে রোধ
এ বিদায়-বিহ্বলতা ; রুদ্ধকণ্ঠ ক্ষীণ
বেদনার বাষ্পে যদি বিলম্বিত দীন
বাণীবিনিময়কালে হয়ে পড়ে ভুলে'—
শেষভিক্ষা—অপরাধ লইওনা তুলে'।
এ নিমেষ হবে শেষ—কতক্ষণ আর—
সময় হ'ল যে বন্ধু বিদায় নেবার!
হে চপল—শেষ তবে করে লহ খেলা ;
চুকাইয়া লহ ঋণ এ অন্তিম বেলা—
এই সে প্রথম পত্র, বিজয়ার রাতে,
আশীর্ব্বাদছলে যাহা দিয়েছিলে হাতে
ত্রস্ত কবরীতে গুঁজে'—নিশীথ-শয়নে
যে বিষ করিনু পান প্রাণান্ত গোপনে।
বিস্ময়ে রহস্যে হর্ষে স্পন্দমান হিয়া
সঙ্কোচে শঙ্কায় যারে রেখেছে পুষিয়া
গোপন বক্ষের তলে বেদনার মত—
কত দীর্ঘ দিনমান, দীর্ঘ রাতি কত!

কে জানে সে আশীর্ব্বাদ অভিশাপে ভরা—
পলে-পলে দণ্ডে-দণ্ডে ফিরে-ফিরে' মরা !
নিরুত্তর মূঢ় ভক্তে যে আঘাত ফিরে'
দিয়াছ দেবতা মোর—সে সায়কটিরে,
তারেও ফিরায়ে লও—সাঙ্গ তার কাজ—
মরমের রক্তমাখা—ফিরে' লহ আজ।
সেদিন কি মনে আছে ? স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
দোলপর্ব্বদিনে সেই তেতলার ঘরে,
কারে খুঁজিবার ছলে কারে পেয়ে একা
কহিলে কম্পিত কণ্ঠে—'তোমারি সে দেখা
চাহিয়া এসেছি শুধু'—কররক্তফাগ
পরশিল চরণের অলক্তক-রাগ।
শিহরি' গেনু যে মরি—অজ্ঞাত হরষে—
লিপিসাথে ঐ তব বিদ্যুৎ-পরশে !
একান্ত যাচনা সেই ঠেলিতে কি পারি ?
ধরা পড়িলাম বন্ধু—সে দোষ আমারি !
সেদিনও ত বজ্র দিয়া বাঁধিয়া হৃদয়
ফিরাইতে পারিতাম ! আজি মনে হয়,
কেন তাহা করি নাই—কেন মিছা ভুলে,
মসীমাখা মৃত্যুবাণ হাতে নিনু তুলে'।
রাজা যে কাঙালদ্বারে সাজিল ভিখারী
হাত পাতি'—রিক্ত কি তা' ফিরাইতে পারি !
বুঝিলাম মরিলাম—তবু নিরুপায়—
সে আগ্রহ আকুলতা ফিরান' কি যায় ?

মরিলাম—একছত্র 'আমিও তোমারি'—
নিমেষের দুর্ব্বলতা—এত দণ্ড তারি!
এ জনমে ফিরিবে না—ফিরেনা সে আর—
সেই মোর এক শাস্তি সেই পুরস্কার।
হায় বন্ধু, তারপর—আরো যাহা বাকী—
এই ফিরাইয়া লহ—করে করে রাখি'
সেই ব্যথাভরা দৃষ্টি আজো মনে হয়,
মোর চিরজনমের চরম বিস্ময়—
'কভু ভুলিবনা তোমা'—সে 'কভু' কি আছে?
অভাগীর ভাগ্যসাথে সেও মজিয়াছে!
তার পর—তার পর—দেখি তুমি আজ
ভিখারীর স্বপ্নস্বর্গ—তুমি রাজ-রাজ
কাঙালের কল্পসৃষ্টি—এই চিত্ততীরে
দাহ রাখি দীপ্তিটুকু মিলায়েছে ধীরে!
সেই ভাল—সেই সত্য—হায়রে বিশ্বাস,
ইন্দ্রধনু—পরিবে সে ধরণীর ফাঁস?
তবু যে পাইনু দেখা আজি শেষবার
এই মুহূর্ত্তের লাগি—সেও সে আমার
স্বপ্নভাগ্য—দরিদ্রের পরশ-মাণিক,
দাঁড়াও আঁখির আগে—দাঁড়াও খানিক।
মন ত যায় না দেখা—দিনু যা দিবার—
ফিরাব কেমনে যাহা নহে ফিরাবার!
এ যে দরিদ্রের স্মৃতি—এ নহে ধনীর
ক্ষণিক চিত্তের দীপ্তি খেয়াল-খনির!

মোর সেই এক-ছত্র—অপরাধ ফিরে'
দাও, এই শেষ ভিক্ষা—আজি দুখিনীরে।
সেই মোর একছত্র কলঙ্কের কালী—
শুধিব কালিমা তারি হৃদি-রক্ত ঢালি'।
কোন কথা আর কিছু নাহি কহিবার—
সময় হয়েছে শেষ বিদায় নেবার।
তবু শেষ-আশা প্রিয়, যদি কোন দিন
চিত্তে মেঘ করে' আসে স্নেহার্দ্র নবীন
আজি শ্রাবণের মত—পূর্ণ কূলে-কূলে
সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ব্বস্মৃতি ফুলে'
উঠে সে পালের মত মরমের তলে,
জানিও একটি চিত্ত ছায়া-অন্তরালে
রবে চির-নির্ণিমেষ ঐ মুখ চাহি'—
এই সে অন্তিম সাধ—অন্য সাধ নাহি!

বঞ্চিতের বিদায়

শরতের সন্ধ্যা-সূর্য্য অস্ত গেল ব্রহ্মপুত্র তীরে—
বিদায়-নিশ্বাসখানি মেলি' দিয়া দিনান্ত-সমীরে,
শিশিরে ভরিয়া অশ্রু! তীরে-তীরে নদীপারে-পারে
জ্বলি' উঠে সন্ধ্যাদীপ তটতরুঘেরা অন্ধকারে,

অযুত নক্ষত্রসাথে ; মন্দীভূত জনকোলাহল
অস্পষ্ট ঝিল্লীর কণ্ঠে ; ক্লান্তিক্লিষ্ট কৃষকের দল
ফিরিল কুটীরতলে ; সাঙ্গ করি' খেয়া-পারাপার
মাঝিরা বাঁধিল তরী ; শিরে বহি' বেসাতির ভার
হাটুরিয়া গেছে ঘরে গ্রামপ্রান্তে বালুকার চরে ;
শূন্য মাঠ জনহীন ; অন্ধকার ঘনায় অম্বরে ।
যেথায় যে কেহ ছিল, সমাচ্ছন্ন সায়াহ্নের সাথে
ফিরিল আপন গৃহে—সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা আঙিনাতে ।

তরী মোর তীরে বাঁধা—অন্যমনে দেখিতেছি চেয়ে
নিখিলের ঘরে-ফেরা । রজনীর অন্ধকার বেয়ে
মিলনের মধুস্রবা দিকে-দিকে উচ্ছ্বসিত আজি ;
নিশীথ-গগন ভরি' শান্তিমন্ত্র উঠে যেন বাজি'
অজানা নক্ষত্রলোকে । আমি শুধু চেয়ে বসে' আছি—
সে মিলন-মহাযজ্ঞ-বহির্দ্বারে—তবু কাছাকাছি ।

সম্মুখে উৎসব-পর্ব্ব । এই তীরে এই নদীনীরে
অসংখ্য উৎসুক যাত্রা দলে-দলে চলিয়াছে ফিরে'
মিলন-মন্দিরমুখে, বক্ষে আশা চক্ষে হাসিরাশি ;
আনন্দ-নিকুঞ্জ হ'তে শুনি যেন সঙ্কেতের বাঁশী—
যেথা প্রণয়িনী তার শেজ পাতি' দীপটি জ্বালায়ে,
দুরুদুরু বক্ষ লয়ে দ্বারপ্রান্তে রয়েছে দাঁড়ায়ে
একান্ত আগ্রহভরে ; নিয়মের অবসান-দিনে
আনন্দ-পারণ যেন সমাসন্ন উপবাস-ক্ষীণে !

একবেণী বাঁধা আজি বিলোল-হিল্লোল কবরীতে,
চারু অলঙ্কারভার আকাঙ্ক্ষার মুখর ইঙ্গিতে
চঞ্চল শ্রীঅঙ্গপরে ; পরিহৃত ধূসর বসন ;
বিচিত্র সেফালিবৃন্তবর্ণবাস করেছে বেষ্টন
নতোন্নত তনুদেহ—সুবন্ধুর বিকচ যৌবনে ;
পাণ্ডুর আননকান্তি রাগদীপ্ত আনন্দ-কিরণে ;
অগুরু-চন্দনগন্ধী পত্রলেখা কেশধূপবাস
নিশ্বসি' জানায় যেন অন্তরের উতলা উচ্ছ্বাস
প্রিয়সম্মিলন লাগি' ! তাই বুঝি মহোল্লাসভরে
চলেছে প্রবাসী যাত্রী সমুৎসাহে আপনার ঘরে।
সহস্র উন্মুখ আশা চিত্তে তার ভিড় করি' আসে—
মত্ত মধুকর যথা প্রস্ফুট পুষ্পের চারিপাশে।
যত চলে—মনে হয়, পথ বুঝি ফুরায়না আর,
মনে পড়ে প্রিয়কণ্ঠ, তপ্ত বক্ষে পরশন তার,
নাসায় কেশের গন্ধ ; বাতায়নে ওই কেবা চায় !
রজনী পোহায় বুঝি ! আরো চলে দ্রুততর পায়!
দণ্ড বা দুদণ্ড পরে, রাত্রিশেষে না-হয় প্রভাতে
বাঞ্ছিত মিলিবে তার—স্বর্গসুখ ধরা দিবে হাতে—
তবু এই আকুলতা ! মোর গৃহ কোথাও কি আছে ?
চিরবক্ষব্যথা বহি' আমি কোথা যাব কার কাছে—
কবে কোন্ পুণ্য-পর্ব্বে ? ওরে মোর নাই—কেহ নাই,
কোথা কিছু নাহি মোর। প্রাণপণে যেদিকে তাকাই,
সেই চিরনিরাশার অন্ধকার শুধু পড়ে চোখে,
হরিয়া নয়নদৃষ্টি, নিবাইয়া প্রাণের আলোকে।

এ ধরায় সব চেয়ে কাম্য যাহা—সে যে চিত্তজয়,
কাম্যতর তবু হেথা আপনারে করিতে বিলয়
তার কাছে, প্রাণ যারে প্রাণাধিক ভাবে প্রাণপ্রিয়,
নতুবা সকল মিথ্যা—জীবন সে নহে বাঞ্ছনীয়,
যে জীবনে প্রেম তার বসিবার বাঁধে নাই বাসা,
হায় মানবের মন, হায় প্রেম, হায়রে দুরাশা !
এমনি আসিবে রাত্রি, যাবে দিন—আসিবে আবার
কালিকার নিশীথিনী, অন্ধকার—আরো অন্ধকার ;
প্রভাত হাসিবে ফিরে'—তোর তরে, না রে ভাগ্যহত !
তোর চারিপাশে এই জগৎ চলিবে অব্যাহত,
যেথায় মিলন-যজ্ঞে তোর কোন নাই নিমন্ত্রণ,
দ্বারপ্রান্তে চিরদিন তোর সেই লাঞ্ছিত আসন !
উৎসবের দীপালোক শতধারে পড়িবে রে চোখে ;
মিলন-গুঞ্জনগীতি মর্ম্মরিত আকুল পুলকে
পশিবে শ্রবণে তোর ; উচ্ছ্বসিত নিশীথ-বাতাসে
আনন্দের মধুগন্ধ পরশিবে তোরে পরিহাসে
পরিচিত অবজ্ঞায় ; বুভুক্ষিত দীর্ণ ক্ষুব্ধ হিয়া
কাঁদিবে তাহারি প্রান্তে ধূলিতলে লুটিয়া-লুটিয়া।
ওরে আমি কি করেছি—কি লাগি' এ মহা অভিশাপ
বঞ্চিত করেছে মোরে ? সৃষ্টিছাড়া কোন্ মহাপাপ
আমারে নিখিল হ'তে চিরদিন রাখে নির্ব্বাসিত ?
জগতে যা প্রতিদিনে প্রতিজনে পায় অযাচিত—
নিতান্ত হেলার সাথে, মোরই তাহে নাহি অধিকার,
রাবণের চিতাসম চিত্ত মম দহে অনিবার !

বাহিরে যা দেখ বন্ধু, সে যে শুধু মিথ্যা আবরণ—
রক্তপ্রবালের মালা—অন্তঃসূত্র-বিষবল্লী-মন
রয়েছে তাহারি মাঝে—সে ত কভু নহে দেখাবার—
এমনি বিধির বিধি! তাই মোর অদ্ভুত আচার
হেরিয়া বিস্ময় মান' তোমরা যাহারা কাছে আস—
আপনারি উদারতা দিয়ে মোরে যারা ভালবাস।
যাও বন্ধু—রাত্রি শেষ; প্রভাতের শীতল বাতাস
পরশি' নদীর জলে জাগাইছে রোমাঞ্চবিকাশ;
তীরপ্রান্ত-তরুরাজি ছায়াচ্ছন্ন যেন দেখা যায়
ধূসর বালুকাতটে; অরুণের আরক্ত চন্দনে
রক্তিম উষার ভাল; বিহঙ্গেরা প্রভাতী বন্দনে
ধরারে জাগায় ধীরে; পবিত্র এ ব্রাহ্মক্ষণ জানি,
কি ফল এ নিরানন্দ জীবনের বেদনা বাথানি'?
তার চেয়ে বিড়ম্বিত এ জীবন—সুচির বঞ্চনা—
লভুক সমাপ্তি আজি—ঘুচে' যাক্ সকল লাঞ্ছনা।
ধরণীর রত্ন-ঘাটে কোনদিন নাহি যার কূল,
কে বাহিবে সে তরণী—নিশিদিন অশান্তি-আকুল?

জেলের ছেলে

আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে অজানা মাঠের শেষে
অচেনা নদীটি মেশে সাগরজলে ;
সেথা অনামা গিরির ছায় কাননের কিনারায়
বাস করে নিরালায় জেলের দলে ;
তারা মাছ বেচে হাটে-হাটে খেয়া দেয় ঘাটে-ঘাটে
খেলা করে খোলা-মাঠে—গাঙের চরে,
সুখে হাসিয়া কাটায় কাল নাই বড় গোলমাল
ভাবনার জঞ্জাল ভয় না করে !
তারা মিলে-মিশে' থাকে সুখে কথা কয় চোখে-মুখে
রাগ হলে' তাল ঠুকে' লড়ায়ে মাতে,
তবু কোনদিন কারো কাছে বিচার কভু না যাচে
নিজের বিচার আছে নিজেরি হাতে।
তারা সভ্যতা-শিক্ষার নাহি জানে ধিকার,
ভিক্ষার নাহি ধার ধারে কোনদিন,
শুধু চাষ করে জাল বোনে, খায়দায় আন্‌মনে
সাগরের গান শোনে স্বভাব-স্বাধীন।

সেথা ভীমু নামে ভারি জেলে, মোড়ল সে বহুকেলে,
তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম,
ভারি যোয়ান পাথর-কাটা কস্‌কসে কালো গা-টা
নিটোল বুকের পাটা সুডোল সুঠাম।

ঝাড়া দীঘল সে সাত হাত, নাই কোন দৃক্‌পাত,
ডিঙা ঠেলে দিনরাত গাঙের জলে,
বড় 'মক্সুম' মার তার লক্ষ্যের কি বাহার,
'টেঁঠা'য় হানে শিকার গহন-তলে।
সে যে শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই
তুফানের কাণ্ডারী যোড়া নাই তার,
ভারি সাঁতারের সর্দার পাথারে 'খবরদার'
নৌকাই ঘরদ্বার—এমনি ব্যাপার !
কত রাত-ভিত ঝড়-জল, কিছুতে না চঞ্চল—
ডিঙাখানা টলমল চলেছে বেয়ে,
বড় একগুঁয়ে একরোখ্‌ ভয় করে সব লোক,
বুড়ো যুবা যেই হোক্‌—ছেলে কি মেয়ে।

ঘরে বাপ তার একলাটি আগ্‌লায় ঘর-ঘাঁটি
জেলেনীর শোকে মাটি বুড়ো হাড় তার,
এবে নাইক সে হাঁক-ডাক গেছে সব জোর-জাঁক
যায়-যাক্‌ থাকে-থাক্‌—এমনি ব্যভার !
শুধু মেঘাই এখন তার মমতার কারবার
অন্ধের লাঠি সার—নারে ছাড়িতে,
তবু সেও থাকেনাক কাছে ব্যস্ত সদাই 'বাঁ'চে'
নিজের কেহ না আছে নিজ বাড়ীতে।
তারি বিয়ে-থাওয়া দিয়ে-থুয়ে এখন কেবল ভুঁয়ে
চোখটি বুঁজিয়ে শুয়ে, এই শুধু সাধ,

তবু ছেলের সেদিকে, হায় ! কোনই খেয়াল নাই
বুড়ার ভাবিয়া তাই ঘনায় বিষাদ।
শেষে একদিন ভেবে মনে বুড়া তারে প্রাণপণে
সাবধানে সযতনে বসায়ে পাশে,
তার মাথায় বুলায়ে হাত অশ্রু করিয়া পাত
ভিজায়ে কঠিন ধাত, বাঁধিল ফাঁসে !

সেও রাজী হয়ে ঠিকঠাক, মেয়ে নাই ঠিক থাক্
সমুখে যে বৈশাখ, তাহারি মাঝে,
ঠিক বৌ এনে দিব পায় কড়ার করিয়া তাই
মৃদুহাসি' পুনরায় চলিল কাজে।
পথে যেতে-যেতে ভাবে মনে কথা দিনু গুরুজনে
কিন্তু কোথায় কনে—তা'র নাই ঠিক !
কত 'ঘোষপাড়া' 'কুলঝাড়' মনে-মনে তোলপাড়,
সহসা ফিরিল ঘাড় ওপারের দিক।
হোথা বাবলা-বনের পাশে যে মেয়েটি যায় আসে
দেখা হ'লে মৃদু হাসে পালায় ছুটে,
খাসা সেই মেয়ে বিবাহের ! তবু মনে ওপারের
চিরকেলে কলহের ছবিটি ফুটে।
তবে একবার যোগে-যাগে একা-দোকা পেলে তাকে
ন্যায়ে তুলে' আগে-ভাগে, তার পরে আর
দেখি কেবা সে মরদ আছে এগোয় আমার কাছে !
শুধু ভয় হয় পাছে মন ভাঙে তার।

ভেবে চলে সে—ঢেওয়ের ঘায় ডিঙা যেথা আছড়ায়
বাঁধা থেকে কিনারায়, না পেয়ে সোয়ার—
যেথা কানায়-কানায় জল করিতেছে টলমল,
নিয়ে তার দলবল চলেছে জোয়ার।
এক 'লহমা'য় রসি খুলি' লগিখানি লয় তুলি'
পলকে বাঁধন ভুলি' ডিঙাটি ছোটে—
কত সন্‌সন্ তর্‌তর্ চলে তরী সত্বর
তীরতরু থর্‌থর্ বেগের চোটে!
কোথা শুশুক ভাসিয়া উঠে তীরেতে শশক ছুটে
কিনারায় কাশ ফুটে' করে ঝল্‌মল্,
কোথা ঝাপ্‌সা ঝাউয়ের ঝাড়ে বুনো হাঁসে পাখা নাড়ে
বালুকার ঢালু পাড়ে কাছিমের দল!
শেষে যেথা মোহানার বাঁক 'বোঠে' চেপে করে' তাক্
মাথায় ঘুরায়ে পাক 'খেপলা' ফেলে,
কত মাছ মিলে রাশ-রাশ মুখে ফুটে' উঠে হাস,
জলের মানুষ-হাঁস জেলের ছেলে!

হোথা ওপারে গাঙের চরে ছোট্ট ঘটটি ভরে'
জল নিয়ে যায় ঘরে সেই বালিকা,
কভু কচি হাতে ফুল তুলে কাণে দুটি দুল দুলে
মুখখানি টুলটুলে ফুলমালিকা;
তার কালো চুলে পিঠ ঢাকা যেন সে ফিঙের পাখা
প্রতিমার কেশ আঁকা যেন তুলিতে,

তার ভুরু দুটি টানা-টানা যেন রামধনুখানা
মুখখানি চাঁদপানা—নারে ভুলিতে।
তার ভাসা-ভাসা চোখ-দুটি যেন নীল ফুল ফুটি'
মাঝেতে ভ্রমর যুটি' তারা করে তার,
তার গড়নটি গোল-গোল চলনে কি আন্দোল!
দুটি গালে খায় 'টোল' হাসিলে আবার।
কভু কখনো পাইলে একা যুবক করে সে দেখা,
দুজনারি ভারি ঠেকা—কেবা কি বলে,
কভু ছোট দুয়েকটি কথা কভু খালি নীরবতা,
দুজনারি মনে ব্যথা ফিরিতে হ'লে!

ক্রমে এই মত দিন যাক্; আসে কড়ারের ডাক—
শেষে কাল-বৈশাখ এসে তাও যায়;
সেই ডিঙাটি ভাসায়ে নীরে 'মেঘ' চাহে দূর তীরে
পরাণের ধনটিরে কেমনে বা পায়!
দূরে সেদিন আকাশ 'পরে ঘন মেঘ বায়ুভরে
জমে' উঠে থরে-থরে ধরারে ঢাকি',
কাছে ঝড়ের আভাস দেখে, হেথা-হোথা এঁকে-বেঁকে
উড়ে' চলে ডেকে-ডেকে জলের পাখী।
শেষে ওপারের কোল ভিড়ে' তরী বেয়ে ধীরে-ধীরে
যুবক খুঁজিয়া ফিরে সেই দুটি চোখ—
কাছে সহসা ঘাটের পাড়ে লুকায়ে শরের ঝাড়ে
কে যেন দেখা'ল তারে আশার আলোক!

ত্বরা অমনি নিকটে আসি' ডিঙা রেখে পাশাপাশি
যুবক জানা'ল হাসি' মিনতি পায়ে ;
লাজে দো-মনা বালিকা ধীরে চাহিতে পিছন-ফিরে',
চকিতে বাহুতে ঘিরে' তুলিল নায়ে !

দূরে কে দেখিল নাহি জানি খবর কে দিল আনি'
গ্রামময় কাণাকাণি—ভারি রৈ-রৈ !
সবে যুড়িয়া গাঙের ধার ছেলে-বুড়া দেয় সার
মেয়েদের হাহাকার—মহা হৈ-চৈ !
যত যুবারা যুটিয়া তীরে দেখে তরী ছুটে নীরে
পাথারের বুক চিরে' তীরের মতন ;
কোথা পারাপার নাহি জানে এ যে পারাবার-পানে
প্রবল ভাঁটার টানে ছুটে বন্‌বন্‌ !
তবু ভাবনার লেশ নাই খাড়া হয়ে এক ঠাঁই
'মেঘা' শুধু সামলায় হালটি তাহার ;—
পাশে আড়-চোখে চেয়ে-চেয়ে কেবা যায় দাঁড় বেয়ে
ঐটুকু ছোট মেয়ে—কি সাহস তার !
ক্রমে দেখিতে-দেখিতে বেগে তুফান উঠিল জেগে
ঝড়ের দাপটে রেগে গরজিল জল,
ক্রমে আঁধারিয়া দশদিশি তীরে-নীরে গেল মিশি'
দিবসে ঘনায় নিশি—তামসী তরল !

কারো নয়ন চলে না আর ঝম্‌ঝম্‌ বারিধার
ঘিরে' আসে চারিধার, কড়্কড়ে বাজ !

যত গ্রামবাসী দলে-দলে যে যাহার ঘরে চলে
যেতে-যেতে পথে বলে কত কথা আজ !
শুধু বালিকার বড় ভাই, (পিতা তার বেঁচে নাই)
ভগিনীর ভাবনায় পরাণ আকুল,
আজ অজানা স্নেহের টান ভুলাইল সব মান !
ডাকে শুধু ভগবান, দাও আজি কূল !
ছুটি মানবের প্রাণপণ স্বাধীন বুকের ধন
স্বভাবের সবেদন মিলন-ছবি,
আজি ভুলায়েছে সব রোষ শত্রুর শত দোষ
অসূয়া অসন্তোষ—পলকে সবই !
আজ যে প্রেম আপন বলে সব ছাড়ি' এক পলে
মরণের মুখে চলে ভুলি' ভয়-লাজ,
মাথা নোয়ায়না তার কাছে কে হেন পাষাণ আছে ?
ত্রিভুবন তার পাছে—সে যে রাজরাজ !

তাই করাঘাত করি' শিরে ছুটে' যায় তীরে-তীরে
চীৎকারি' ফিরে-ফিরে'—ওরে আয় আয়,
দূরে প্রেম—সে প্রাণের সাথে ভেসে চলে অজানাতে
ধ্বনি ফিরে কিনারাতে—কোথায় কোথায় !

মধুমাসে

লোহিত আখরে যেদিন বিধাতা লিখিলা পলাশগাছে,
ভুবনে আজিকে ভুবন-ভুলান' বসন্ত আসিয়াছে—
সহকারশাখে ষট্‌পদদলে পড়ি' গেল মহা সাড়া,
সজিনা-ফুলের মৃদুসৌরভে মাতায়ে তুলিল পাড়া;
দক্ষিণাগত দেহহীন দূত ঘরে-ঘরে বাতায়নে—
এসেছে সে আজ, এসেছে সে আজ, জানাইল জনে-জনে!

অম্ল-সুরভি আম্রমুকুলে কণ্ঠটি লয়ে মাজি'
কুহু-কুহু করি' কোকিল—সে আজি করিতেছে কারসাজি;
অঙ্গটি ঢাকা কুঞ্জবিতানে, রঙ্গটি শুধু জাগে—
মনসিজসম মনের দুয়ারে বেদনার বলি মাগে;
প্রজাপতি শুধু হাল্কা হাওয়ায় রঙিন পাখাটি মেলি'
খুঁজিয়া বেড়ায়—কোথায় ফুটিল প্রাণের চামেলি বেলী!

পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে—
তরুণীর দল থমকি' দাঁড়াল, চলিতে দীঘির ঘাটে!
বনদেবতার মধু-উৎসব-কুঙ্কুম ভাবি' মনে,
কেহ সেই রেণু কুড়ায়ে সীঁথায় পরি' লয় সযতনে;
কেহ বা ঊর্দ্ধে মুগ্ধ নয়ন মেলিতে তরুর পানে,
আয়ত নেত্রে কেশর ঝরিয়া অযথা অশ্রু আনে!

কে ঐ যুবতী কুরুবকশাখে আকুল আঁখিটি রাখি'
কোন্ ফুল কেশে মানাইবে ভাল—মনে-মনে লয় আঁকি' !
উতলা হাওয়ায় রহেনাক গায় উদ্দাম অঞ্চল,
সামালিতে তা'র মন উড়ে' যায় মধুমদচঞ্চল ;
ফিরাইতে তারে ফিরে সে আগারে—তবু যে সে বারে-বারে
শুরু যৌবন করে সে বারণ চরণ বেড়িয়া তারে !

বকুলের তলে বসিয়া বিরলে কে-বা সে গাঁথিছে মালা—
পথিকাঙ্গনা হবে কোনজনা আনতবদনা বালা !
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা বিরলভূষণ দেহে—
উদার বাতাস—সে কি আশ্বাস তারেও দিয়াছে স্নেহে !
হেন মধুমাস, বঁধু পরবাস—আসিবেনা সে কি ভুলে' ?
ধরিয়া রাখিবে গন্ধটি সে যে শুকান' বকুলফুলে !

ফাগুন জেগেছে আজিকে ভুবনে আকাশে বাতাসে বনে—
আগুন লেগেছে অশোকে—আবীর রাঙায়েছে রঙ্গনে !
পথে প্রাঙ্গনে গৃহে উপবনে ফুটেছে ফুলের হাসি,
মধু-মলয়ায় পাখীর গলায় উছলে অমিয়ারাশি ;
রসালের বাহু বেড়িয়া উঠেছে পুষ্পিত শ্যাম-লতা,
শতবার করি' মধুপ জানায় মাধবীরে মনোব্যথা !

নিখিল ভরিয়া নরনারীমনে ফুটেছে প্রেমের ফুল—
হিয়া টলমল, আঁখি চঞ্চল, অধর তিয়াসাকুল !

হৃদয়ে হৃদয় জড়াইতে চায়, বাহু মাগে বাহুপাশ,
প্রাণ লাগি প্রাণ করে আন্‌চান্—পরিতে, পরাতে ফাঁস ;
একই কথা আজি করিছে প্রকাশ আকাশে বাতাসে মিশে'-
বিটপী-লতায় ঘরে-জানালায় দেশে-দেশে দিশে-দিশে !

ভুবন ভরিয়া এই আকুলতা—এ কি সুখ কিবা দুখ !
মধুমদিরায় একি মত্ততা—রিমঝিম করে বুক ;
রসের আবেশে পাগল বিভোল হিয়ামাঝে রিনি-ঝিনি—
সে কি সেই মূক পরাণপ্রিয়ার চরণের শিঞ্জিনী !
এই উৎসব, এই কলরব—এই যে চঞ্চলতা—
ধরণীরাণীর গোপন বারতা—তারই কি মনের কথা !

শত্রু

কে বলে তাহারে দরদী আমার, অনুরাগী বলে কে—
মনে-মনে আমি ভাল জানি মোর পরম শত্রু সে !
শত্রু না হলে যেখানে-সেখানে চোখে-চোখে রাখে ঘিরে',
শত্রু না হলে ঘাটে-বাটে মোর পায়ে-পায়ে সে কি ফিরে,
শত্রু না হলে যেদিন হইতে আঁখিতে পড়িল আঁখি,
নয়ানের নিদ বয়ানের হাসি কাড়ি' লয় দিয়া ফাঁকি ?
দুখের অনলে তনু-মন দহে, বাঁধিয়া কে যেন মারে,
শত্রু না হলে হেন দুখ দিতে আন-জন কিবা পারে ?

মন উচাটন—না মানে বারণ—এমন হইল কিসে ?
মিলিলনা মণি—পরাণ কেবলি জরিল বেদনা-বিষে !
পিরীতির নামে কি রীতি তাহার, বুঝিয়াছি আমি ভালো,
ভিতরে তাহার কিবা হবে আর, বাহিরে যাহার কালো ?
পরনারী আমি, পরঘরে বাস—জানিয়া-শুনিয়া তবু
শত্রু না হলে এ হেন যাতনা দিতে পারে কেহ কভু ?

বসিতে আহারে গলা চেপে ধরে—নিশীথে শয়ন নাই,
আপন-জনাতে কুশল পুছিলে ভ্রুকুটি-নয়নে চাই,
সখী-সাঙ্গাতীরা কাছে বসে যদি, মনে-মনে বাসি ভয়—
আমারি নিন্দা-কাণাকাণি ভাবি কেহ যদি কথা কয় ;
গুরুজনসাথে পথে বাহিরিতে চমকি' উঠি সে ডরে,
কি হল বলিয়া সাথী-পরিজনে আঁখি-চাওয়া-চাওয়ি করে ;
দিবসে ভু'পরে মূরছিয়া পড়ি—লোকে করে বলাবলি,
যাগ-যোগ করে—দুষ্ট লোকের দৃষ্টি পড়েছে বলি' ;
মন সামালিতে জোর করে' কভু যাই যদি গৃহকাজে,
শত্রুরই সেই মুখখানি ফিরে' পড়ে যে মনের মাঝে ;
কি হল আমার—একি ব্যবহার ! মরমে রয়েছি মরি,
কাহারে বলিব কি যে হয় মনে, বুঝাব কেমন করি ?
ওরে তোরা তবু বলিবি—আমার বড় অনুরাগী সে—
এমন শত্রু হয় নাক তারও, পরম শত্রু যে !

কুল-রমণীরে প্রণয়ে ভুলায়, বন্ধু কে তারে বলে ?
বন্ধু কখন' প্রণয়ীজনারে প্রাণে মারে পলে-পলে ?

তাইত তাহারে সকল-অধিক শত্রু বলিয়া জানি,
এ হেন শত্রু যাহার—তাহার মরণই সে ভাল মানি!
চারিধারে কাঁটা, তারি মাঝে হাঁটা—দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই,
প্রাণ বাহিরায়– মুখ ফুটে' তবু কাঁদিবার পথ নাই,
ভিতরে-বাহিরে স্মৃতির আগুন ধিকিধিকি দিবারাতি
দহে দেহমন—তবু যে তাহারে নিতে হবে বুক পাতি'!
তিলেক মিলনে শতেক বিপদ, পলকে হারাই ফিরে',
বিরহদহন অসহ বেদন, সে আর বলিব কি রে?
তবু লোকে কেন সুখের লাগিয়া প্রণয়েরে মনে ভজে?
অপরে মজায়ে জীবনে-মরণে আপনি তাহাতে মজে!
হেন মনে হয়, শত্রুরে নিয়ে চলে' যাই কোনও খানে—
শেষ-বোঝাপড়া করে' নিই দোঁহে জীবন-মরণ দানে!

অভিমান

ওরে আমার অশ্রুভরা,
ওরে আমার জীর্ণজরা,
ওরে আমার রক্তঝরা প্রাণ!
কার কাছে তুই কবে পেলি,
কোথায় হ'তে নিয়ে এলি
সৃষ্টিছাড়া এমন অভিমান?

কথায়-কথায় অশ্রু ফুটে,
পায়ে-পায়ে রক্ত ছুটে,
কাঁটায় ভরা এ ধরণীর পথ—
চল্‌তে যখন হবেই তোরে,
এ অভিযোগ মিথ্যা, ওরে !
রিক্ত পথিক, কোথায় পাবি রথ ?
বুকের তলে বর্ম্ম পরে',
পায়ের পাতা শক্ত করে'
চল্‌তে যে জন জানে জগৎমাঝে,
এ ধরণী শ্রদ্ধাভরে
তারেই হেসে বক্ষে ধরে,
তারই শুধু যাত্রা হেথায় সাজে !
অশক্ত—সে ব্যথায় মরে'
অশ্রু নিয়ে থাকুক পড়ে'—
তারি খেয়া বন্ধ শুধু হবে ;
বিশ্বজগৎ তেম্‌নিভাবে
তেম্‌নি করেই চলে যাবে,
তারে ডেকে কথাও নাহি কবে !
মান—সে তারে মারবে ঠেলা,
জ্ঞান—সে করবে অবহেলা,
বুদ্ধি তারে চাইবে ঘৃণায় হেসে,
ধনের দম্ভ তেম্‌নি করে'
বুকের' পরে তেম্‌নি জোরে
চালাবে রথ—তেমনি পাঁজর ঘেঁসে !

হায়রে অন্ধ, হা উন্মত্ত !
এই ত ধরার চরম তত্ত্ব—
এ সত্য কে মিথ্যা করতে পারে ?
পুঁথির পাতায় যতই পড়,
উদার চিত্র যতই গড়—
কথার হাওয়া—ব্যথাই শুধু বাড়ে।
যতই আঘাত করিস দ্বারে,
প্রাণের দুয়ার খুল্‌বে নারে ;
হেথায় শুধু শক্তিপূজার পাঠ ;
বুকের ব্যথা, চোখের সলিল,
দুখের কথা, শোকের দলিল—
তাদের লাগি'—মুক্ত শ্মশানঘাট !
হয়ত কবে তরুণকালে,
নবীন আশার কিরণজালে,
নূতন চোখের কচি পাতার ফাঁকে—
চেয়েছিলি পরম ক্ষণে,
পেয়েছিলি নয়নকোণে
তরল দিঠি—দরদ বলে যাকে !
কবে যে সেই গ্রামের পারে,
মাঠের শেষে পথের ধারে,
পাগল-করা এম্‌নি মধুমাসে,
উচ্ছ্বসিত শস্যক্ষেতে
চৈত্র হাওয়া উঠ্‌ল মেতে,
অস্তরবি সোণার হাসি হাসে ;

সেইখানে সেই দাঘির পাড়ে,
আধেক-আলো-অন্ধকারে,
কোকিল-ডাকা অশথ-শাখার তলে,
তারি মতন মধুর ডাকে,
কে কি কথা বল্‌ল কাকে—
তাই নিয়ে কি গুমরে' মরা চলে?
সন্ধ্যালোকের বর্ণমাখা—
জানিস তাহা স্বপ্ন-আঁকা,
এ ধরণীর সত্য তাহা নয়;
তাই নিয়ে কি বাঁধবি বাসা,
তাই দিয়ে কি করবি আশা,
ওরে পাগল! তাও কি কভু হয়?
যে অভিনয় খেলায় খাটে,
সাজ্‌বে কি তা' ধরার হাটে?
হেথায় শুধু বেচা-কেনাই আছে;
চোখের জলের মূল্য—কি সে?
হা-হুতাশ ত হাওয়ায় মিশে!
বুকের ব্যথা বিকাবে কার কাছে?
শক্তিবিহীন রিক্ত নিস্ব—
তেমন মানুষ যায়না বিশ্ব,
বীরের ভোগ্যা বসুন্ধরা, ভাই!
হৃদয়বৃত্তি—দুর্ব্বলতা,
প্রণয়—সে ত কথার কথা,
মানের মূল্য—অভিমানের নাই!

নিষ্কৃতিহীন

ওগো, যে পল্লীতে বসত আমার—নিত্য সেথায় সাঁঝে
ঘরে-ঘরেই সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজে !
শুধু আমার ঘরেই, হায় !
কোন উপকরণ নাই—
তবু তাদের পূজার শঙ্খে আমার চমক ভেঙে যায়—
তাই সবার সাথে পূজি আমার প্রাণের দেবতায় !

ওগো, যে পাড়াতে কুটীর আমার—নিত্য সেথায় রাতে
ঘরে-ঘরেই শিশুর কান্না লেগেই আছে সাথে—
শুধু আমার ঘরেই, হায় !
তারা অনেক দিনই নাই—
তবু যখনি কেউ কাঁদে আমার তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাই সকল মায়ের সঙ্গে জাগি শিশুর বিছানায় ।

শিশুহারা লক্ষ্মীছাড়া—এম্‌নি আমার ঘর—
তবু কেন পাই না ছুটি, হে জীবনেশ্বর !

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

লেখা

উৎকৃষ্ট কবিতা ও গানের বহি।

স্বদেশী উৎকৃষ্ট এন্টিকে ছাপা, সোনায় লেখা ও রেসমে বাঁধা

মূল্য এক টাকা।

কবিবর শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কাজলা দিদির কবিতাটি সোনার অক্ষরে ছাপান উচিত ছিল। কয়েকটি কবিতা উচ্চ অঙ্গের, বঙ্গসাহিত্যে নূতন। আপনি রবিবাবুর ঝঙ্কার কতক পাইয়াছেন।

প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্.এ.,বি.এল.,—আজকাল বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আমরা এ কথা বলিবার অধিকারী যে, সে সকল দায়ে পড়িয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাদিগকে পড়িতে হয়। ইচ্ছাধীন হইলে সে সকল আমরা কিছুতেই পড়িতাম না। হুতোম বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা লাওয়ারিশ। আজকালকার কবিতার পুস্তক এবং নবন্যাস পড়িতে বসিয়া হুতোমের কথার সত্যতা প্রতি পদে অনুভব করিতে হয়। সেই জন্য এই প্রণালীর কোন উপাদেয় গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিলে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হই এবং শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। আজ এক জন প্রকৃত সুকবিকে যে আমরা পরিচিত করিতে পারিতেছি, ইহাতে আমাদের বড় আনন্দ। অন্ধকারে একটু আলোক পাইলে ভস্মস্তূপের মধ্যে রত্ন পাইলে, মরুভূমে একটু জল পাইলে, লোকের যে আনন্দ আজ আমরা সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি।

রেখা

উৎকৃষ্ট এন্টিকে মুদ্রিত ও সুরম্য 'কভারে' মণ্ডিত।

মূল্য বার-আনা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ—তোমার রেখা নিকষে সোনার রেখা—না, তার চেয়ে বেশী—নিশান্তের অরুণ-রেখা!

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন এম.এ.,বি.এল—সকল কবিতা গুলিই বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। আমি মোহিত হইয়া পাঠ করিয়াছি। পাঠান্তে নবজীবন লাভ করিয়াছি। ইহা অত্যুক্তি নহে। আমি আপনার ভক্ত। চিরদিনই ভক্ত থাকিব। লেখা নয়—যেন কতকগুলি পারিজাত, সন্তানক, হরিচন্দন! লেখা নয়—যেন কতক-গুলি কোহিনুর, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, চন্দ্রকান্ত। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—আপনার সকল কবিতাই অমরত্ব লাভ করিবে।

কবিবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—তোমার রেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার কবিতায় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক-একটি ছোট-খাটো রেখার টানে গ্রাম্য দৃশ্যগুলি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! তোমার কবিতায় 'ফড়িং' ও 'প্রজাপতি'ও আদর পাইয়াছে। তোমার ছন্দবন্ধ সুমধুর; ভাষাও ভাবের উপযোগী। কোন কোন কবিতায় সুললিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য, আবার গ্রাম্যদৃশ্যের বর্ণনায় ভাবব্যঞ্জক চলিত গ্রাম্য শব্দের নিপুণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার 'রেখা' বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিবে।